উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 331

শিলিগুড়িকে বিশ্বমানের গতিশীল শহরে পরিণত করতে চাই

গৌতম দেব

শিলিগুড়ি নিজের অভিভাবকের চাই

ভবিষ্যৎ শিলিগুড়ির রূপরেখা

- শিলিগুড়িকে **পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণা**।
- শিলিগুড়ি **শহরকে যানজট মুক্ত আধুনিক শহরে** পরিণত করা।
- মেগা **পানীয় জল প্রকল্পের** চলমান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।
- সরকারি জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী **কয়েক হাজার দরিদ্র মানুষের জমির পাট্টার** ব্যবস্থা করা।
- **বিধান মার্কেট এবং ডি.আই.ফাণ্ড** মার্কেট পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ।
- কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন ও **রিচা ঘোষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ**।
- **মহাকাল মন্দির ও কনভেনশন সেন্টার** নির্মাণ। একাধিক বিকল্প সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং **একটি আর্ট কলেজ** স্থাপন।
- **১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ বেডের ক্যানসার হাসপাতালের** কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।
- শিলিগুড়ি **আদালত ভবনের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ**।
- **আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড স্যুয়ারেজ এবং ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক কেবল**-এর কাজ সম্পূর্ণ করা।
- দ্রুততার সঙ্গে **ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ৭০ বছরের জমা জঞ্জাল** অপসারণ ও বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি তৈরি করা।
- কাওয়াখালিতে **নতুন প্রশাসনিক সদর দপ্তরসহ** বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য অফিস স্থানান্তরিত করে **'অফিসপাড়া'** তৈরি করা।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

গৌতম দেব - কে

তৃণমূল

এই চিহ্নে ভোট দিন

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল) দ্বারা প্রচারিত

পূর্ব রেলওয়ে

মে' ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচীর বিজ্ঞপ্তি

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ তারিখ ১৭.০৪.২০২৬

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএস, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত ডিপো/ডিভিশনের জন্য নিম্ন তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত ই-অকশন অনুষ্ঠিত করবেন:

ক্র.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ	
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	১৪.০৫.২৬	২১.০৫.২৬
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ও শিয়ালদহ ডিভিশন	১২.০৫.২৬	২৬.০৫.২৬
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ ও মালদা ডিভিশন	০৭.০৫.২৬	২৫.০৫.২৬
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১১.০৫.২৬	২৮.০৫.২৬
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	১৩.০৫.২৬	২২.০৫.২৬
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	১৫.০৫.২৬	২৯.০৫.২৬
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৮.০৫.২৬	২৫.০৫.২৬

বি.দ্র. : ই-অকশনের কর্মসূচী, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in/থেকে পাওয়া যাবে।

(Stores-04/2026-27) চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভোটের কড়াকড়িতে বিড়ম্বনায় সাধারণ মানুষ

টিন কেনার টাকাও আটক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : শনিবার রাতের ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বাড়ির চাল। কোনওভাবে একটা রাত ওই ঘরে কাটিয়ে সোমবার সকালসকাল টাকা নিয়ে টিন কেনার জন্য সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কুমারগঞ্জের সাহাপুকুর এলাকার সাহিম মণ্ডল। কিন্তু সেই টাকাই সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (সিএপিএফ)-এর হাতে বাজেয়াপ্ত হয়। এতে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন ওই ব্যবসায়ী। সাহিম বলেন, 'টিন কেনা এবং বাড়ি মেরামতের জন্যই ওই টাকা ছিল। নিয়ে নিয়েছে। এখন কী করে বাড়ি মেরামত করব।'

সাহিম মণ্ডলের বাড়ির ছাউনির কাজ চলছে। ছবি : মাজিদুর সরদার

সাহিম পেশায় একজন কৃষিজ পণ্য ব্যবসায়ী। ধান, পাট, গম ও সর্ষে কেনাবেচা করেই তিনি জীবিকানির্বাহ করেন। গ্রামের এক তরুণ মোস্তাক হোসেনের কাছে তিনি ধান ক্রয় করেছিলেন কিছুদিন আগে। এদিন সকালে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সেই টাকাও মোস্তাককে দেওয়ার জন্য গুনছিলেন সাহিম মণ্ডল। ঠিক সেই সময়ই পাশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে যাচ্ছিল সিএপিএফ-এর একটি দল। সাহিমের হাতে একসঙ্গে এত টাকা দেখে সন্দেহ হয় তাদের। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি নগদ অর্থ বহন করা নিয়ে কড়াকড়ি থাকায় শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

অভিযোগ, কোনওকিছু যাচাই না করেই তাঁর টাকা সিজ করে নেয় সিএপিএফ। বাজেয়াপ্ত টাকার পরিমাণ ৬৭,০০০। ঘটনার সময় গ্রামবাসীদের কাউকেই কাছে যেতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি উজ্জ্বল বসাক এই ঘটনাকে 'অমানবিক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ঝড়ে মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁরা টিন কিনবেন না? প্রয়োজনের টাকা নিয়ে নেওয়া কি মানবিক? স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বললেই তো বিষয়টি বোঝা যেত। এইরকম হয়রানির কোনও মানে হয়?'

কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়ও ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তবে বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডল বলেন, 'আসল ঘটনা কি তা না জেনে মন্তব্য করতে পারব না।'

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR-736179 (WB)
School Website : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
Admission Notice for classes Balvatika-III & Class-I

Date : 20/04/2026

Few seats are vacant in CWSN & ST category in Balvatika III and in CWSN & OBC-NCL category in Class I. Interested and eligible candidates can give their offline registration form along with the required documents in school by 25.04.2026 (except holidays), from 09.00 am to 12 pm.

For more information please visit the school website - https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

Or you can call this number : 03582291709

Principal

শ্যাম স্টিলের মউ

নিউজ ব্যুরো

২০ এপ্রিল : মহারাষ্ট্রে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য মউ স্বাক্ষর করেছে শ্যাম স্টিল। গত বৃহস্পতিবার এই মর্মে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই হয়েছে সংস্থার তরফে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, শিল্প, বিনিয়োগ ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব ডঃ পি আনবালাগান। এছাড়া শ্যাম স্টিলের তরফে ছিলেন ডিরেক্টর পুরুষোত্তম বেরিওয়ালা ও সিদ্ধার্থ বেরিওয়ালা, প্রেসিডেন্ট দীপক চৌধুরী এবং সিইও ইউকে রানা। জানা গিয়েছে, চন্দ্রপুর এলাকায় কারখানাটি গড়ে উঠবে। ১০ হাজার ১১৫ কোটি টাকার এই লৌহ ইস্পাত প্রকল্পটি রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে বড়সড়ো পরিবর্তন আনবে। অন্তত ৮ হাজার প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে এই কারখানাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া অন্য অনুসারী শিল্প তৈরি হলে পরোক্ষভাবে তৈরি হবে আরও কাজের সুযোগ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DARJEELING

Sl. No.	Name of the Office	Control Room No.
1	Office of the Chief Electoral Officer (CEO), West Bengal	1800-345-0008
2	Office of the District Election Officer (DEO), Darjeeling	0354-2254011
3	Office of the Returning Officer, 23 Darjeeling AC	0354-2254298
4	Office of the Returning Officer, 24 Kurseong AC	0354-2344448
5	Office of the Returning Officer, 25 Matigara-Naxalbari (SC) AC	0353-2433525
6	Office of the Returning Officer, 26 Siliguri AC	0353-2433526
7	Office of the Returning Officer, 27 Phansidewa (ST) AC	9434085991

Sd/-
District Election Officer & District Magistrate, Darjeeling

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫২২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ঔষধ এবং ল্যাবের জন্য অভিজ্ঞ কম্পিউটার জানা ছেলে, মেয়ে প্রয়োজন, কোচবিহার। (M) : 9851789290. (C/120672)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানে কাজের জন্য স্থানীয় স্টাফ চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 9641618231. (C/121702)

•

কোম্পানিতে প্যাকিং এর কাজের জন্য লোক চাই, শিলিগুড়ি নরেশ মোড় এলাকাতে। Salary (9500-11000) পরবর্তিতে ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Ph : 98328 89005. (C/121701)

বিক্রয়

পুরোনো খাট, সোফা বিক্রয়। 9434044679. (C/121631)

অ্যাফিডেভিট

গত 17-4-26, J.M., দিনহাটা, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Mamata Khatun এবং Mamata Khandakar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। W/O- Rafikul Khandakar এবং D/O- Altab Hossain, গ্রাম :- খারিজা গীতালদহ, পো :- গীতালদহ, থানা :- দিনহাটা, জেলা :- কোচবিহার, রাজ্য :- পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন কোড - 736175. (C/120673)

•

আমি Abhishek Barman S/O- Sushil Barman, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB73 20200002817 -এ আমার পিতার নাম Susil Barman লিপিবদ্ধ থাকায় গত 08/04/2026 কোচবিহার সদর J.M 3rd কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Sushil Barman এবং Susil Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার পিতার সঠিক এবং শুভ নাম Sushil Barman প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম+পোস্ট- খারিজা কাকড়িবাড়ি, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/121637)

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২২-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২২-২০২৫-২৬; কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনের বিজি- সেকশনের ডিএন লাইনে আরসিসি বক্স কালভার্টের দ্বারা হিউম পাইপ ব্রিজ নং. ৫৩৭, ৫৪০ এবং ৫৪১-এর পুনর্নির্মাণ সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪৮,৯৮,৮৩৯ টাকা; বায়নার ধন: ৯৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিলিগুড়িতে ওয়াটারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ০৪-কিউডব্লিউএস-এসজিইউজে-২৬, তারিখ : ১৬-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : শিলিগুড়ি জংশনে - টার্নকি ভিত্তিতে কুইক ওয়াটারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম স্থাপন (মোট হাইড্রান্ট লাইন-০৩)। টেন্ডার মূল্য : ১,৭৬,১৯,৮৩৬.৫৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,৫২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নথির মূল্য : ১০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-০৫-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিধানসভা নির্বাচন - ২০২৬
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
দার্জিলিং

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক এর আবেদন ঃ

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ ধারার 'খ' উপধারা অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে অবৈধভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার ওই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির 171 ধারার 'গ' উপধারা অনুসারে কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনওরকম ক্ষতি সাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বছর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লায়িং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনও প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোনও ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি 1950 নম্বরে ফোন করতে পারেন।

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
দার্জিলিং

UTTAR BANGA SAMBAD
The largest circulated newspaper in North Bengal
is looking for a

SENIOR ACCOUNTANT
at Siliguri

Must be conversant with preparation of Final Accounts, Balance Sheet, Tally, Online Banking, GST, ESI, PF and other statutory online and offline filings.

Must be resident of Siliguri

Salary as per qualification and experience.

Interested candidates may send their detailed CV to
jobs.uttarbanga@gmail.com
within 26 April, 2026

কাটিহার ডিভিশনে হল্ট ঠিকাদার

নম্বর : সি/১৯১/কেআইআর/এএইচসি/০১/২০২৬ তারিখ: ১৬-০৪-২০২৬।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে কদোগাঁও, গুঞ্জারিয়া ও মহিয়ারপুর হল্ট স্টেশনে হল্ট ঠিকাদার নিয়োগ।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, উপরে উল্লিখিত হল্ট স্টেশনগুলিতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে হল্ট ঠিকাদার নিয়োগের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নীতিমালার মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদন ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, মূল শর্তাবলি, আবেদনের ফরম্যাট ইত্যাদি সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) পিন-৮৫৪১০৫ থেকে সংগ্রহ করা যাবে অথবা www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

যেকোনো কারণে ডাউনলোড সুবিধায় বিলম্ব/অসুবিধা/অপ্রাপ্যতার জন্য রেলওয়ে প্রশাসন দায়ী থাকবে না। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা ডকুমেন্ট/আবেদন ফর্ম এবং কার্যালয়ে রক্ষিত মূল কপির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তীটি প্রাধান্য পাবে এবং আবেদনকারীর জন্য বাধ্যবাধকতামূলক হবে। এই বিষয়ে কোনো দাবি/অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। এই নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে চুক্তি ও কমিশনের ভিত্তিতে এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান মূল শর্তাবলি সাপেক্ষে হবে। সফল আবেদনকারীকে স্বল্প নোটিশে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো আবেদন ফর্মের ঝুঁকি সম্পূর্ণ আবেদনকারীর নিজের।

আবেদনের খামটি সিলগালা করতে হবে এবং খামের উপরে (ডান কোণে) লাল কালিতে "________ হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন" লিখতে হবে।

সিলগালা খাম ২৭/০৪/২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ০৯/০৬/২০২৬ তারিখ ১৬:০০ টা পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার (বিহার) পিন-৮৫৪১০৫ -এর ডিআরএম বিল্ডিংয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজারের চেম্বারে রাখা আবেদন বাক্সে ফেলা যাবে।

আবেদন বাক্স ১০/০৬/২০২৬ তারিখ ১৬:০০ টায় বিহার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার, পিন-৮৫৪১০৫ -এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজারের চেম্বারে খোলা হবে।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক) কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার (বিহার), পিন-৮৫৪১০৫ -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মালদা ডিভিসনে সাবওয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনে জামালপুর - কিউল শাখার অভয়পুর ও কজরা স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রশিং গেট নং. ২৬ ও ২৭ (কিমি ৩৮৩/০-২ ও কিমি ৩৮২/৩-৪) অপসারণ করার উদ্দেশ্যে সাবওয়ের ব্যবস্থা করতে আরসিসি বক্স ও স্ল্যাব স্থাপনের জন্য, ২৬.০৪.২০২৬ তারিখে (রবিবার) আপ ও ডাউন লাইনে ০৭ ঘণ্টার (০৭.৩০ ঘ. থেকে ১৪.৩০ ঘ. পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :

- **ট্রেন বাতিল :** (১) ৬৩৩৮৮ গয়া - জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৪.২০২৬)। (২) ৬৩৩৯৭ জামালপুর - সহরসা প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৪.২০২৬)। (৩) ৫৩৪৭৯/৫৩৪৮০ জামালপুর - কিউল - জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬)। (৪) ৭৩৪২১/৭৩৪২২ জামালপুর- কিউল - জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬)। (৫) ৬৩৪২৩/ ৬৩৪২৪ জামালপুর - কিউল - জামালপুর এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬)। (৬) ৬৩৩৯৮ সহরসা- জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬)। (৭) ৬৩৩৮৭ জামালপুর - গয়া প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬)।
- **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু :** (১) ১৩৪০৯/১৩৪১০ মালদা টাউন - কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) জামালপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/জামালপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) ৬৩৪৩১/ ৬৩৪৩২ সাহেবগঞ্জ - জামালপুর - সাহেবগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।
- **নিয়ন্ত্রণ :** ১৩৪২৪ আজমের - ভাগলপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৪.২০২৬) দানাপুর ডিভিসনে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।
- **পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা - ওল্ড দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৪.২০২৬) কামাখ্যা থেকে ৪ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ২২৩১১ গোড্ডা - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) গোড্ডা থেকে ৪ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩২৪১ বাঁকা - রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) বাঁকা থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ১২৩৬৭ ভাগলপুর - আনন্দবিহার টার্মিনাল বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) ভাগলপুর থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) ১৩৩৩৩ দুমকা - পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) দুমকা থেকে ৫ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) ১৩৩৩৪ পাটনা - দুমকা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) পাটনা থেকে ৫ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৭) ৫৩৪০৪ গয়া - জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৪.২০২৬) গয়া থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।
- **ব্লক শুরুর আগে শেষ ট্রেন :** ১২৩৬৮ ডাউন আনন্দবিহার টার্মিনাল - ভাগলপুর বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস এবং ১৩৪০১ আপ ভাগলপুর - দানাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার পর ব্লক শুরু হবে।
- **ব্লক শেষের পরে প্রথম ট্রেন :** ১৩৩৩৪ ডাউন পাটনা - দুমকা এক্সপ্রেস এবং ১৫৬৫৮ আপ কামাখ্যা - ওল্ড দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল।

দ্রষ্টব্য : কোনো দেরিতে চলা মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বা টিওডি থাকলে, তা যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার / মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-র নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২৬ তারিখ: ১৬-০৪-২০২৬

মাত্র তিন বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের সিমরাহা (এসএমএইচ), বাথনাহা (বিটিএফ), রহমতপুর (আরএইচএমপি), বিবিগঞ্জ (বিআইজিজে), তেজনারায়ণপুর (টিএনপিআর), শিলিগুড়ি টাউন (এসজিইউটি), তিনমাইল হাট (টিএমএইচ), রঙ্গাপানী (আরএনআই), রাণীনগর জলপাইগুড়ি (আরকিউজে), মাগুরজান (এমএক্সজে), চ্যাটারহাট (সিএটি), ধুমডাঙ্গি (ডিএমজেড), হাটওয়ার (এইচডব্লিওআর) এবং গাইসাল (জিআইএল) রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **বায়নার ধন :** ২,০০০.০০ টাকা (দুই হাজার)।

আবেদনের ফর্ম সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার ও এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে ২০-০৪-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিনে পাওয়া যাবে।

আবেদনের খামের উপরের অংশে (ডান দিকের কোণায়) লাল কালি দিয়ে অবশ্যই "________" স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন জমা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি চেম্বারে ২০-০৪-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **আবেদন বাক্স পাওয়া যাবে** এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহারের চেম্বারে ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায় **আবেদন বাক্স খোলা হবে। নথিপত্র/আবেদন ফর্ম** উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in/ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন টিকেট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)

নোটিশ নম্বর : সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৫/২৬। তারিখ :- ১৬-০৪-২০২৬;

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, কাটিহার ডিভিশনে এনএসজি-৫ শ্রেণির **ফোর্বসগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও হলদিবাড়ি** রেলওয়ে স্টেশনে মাত্র তিন বছর মেয়াদে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

এই আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনাল ক্যাশিয়ার/কাটিহার বা নিউ জলপাইগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতিটি আবেদন ফরমের মূল্য হিসেবে ₹২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) মাত্র (অফেরতযোগ্য) মানি রিসিপ্ট জমা দিয়ে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। একজন প্রার্থী একটি নির্দিষ্ট স্টেশনের জন্য শুধুমাত্র একটি আবেদন জমা দিতে পারবেন।

আবেদন ফরম বিক্রয়ের তারিখ: ২৪/০৪/২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ০৮/০৬/২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে। **আবেদন ফরম** (মোমের সিলগালা) **জমা দেওয়ার তারিখ:** ২৪/০৪/২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ০৮/০৬/২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত। **আবেদনপত্রের বাক্স খোলার তারিখ:** শুধুমাত্র কাটিহারে ০৯/০৬/২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহারের চেম্বারে।

উপরে উল্লিখিত মেয়াদে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/আবেদন ফরম উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in -এও পাওয়া যাবে এবং তা ডাউনলোড করে অফার জমা দেওয়ার জন্য ডকুমেন্ট/আবেদন ফরম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

বৈশাখী হুল্লোড় রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ডিনামাইট, দুপুর ১২.৪৫ টাইগার, বিকেল ৩.৩০ সেন্টিমেন্টাল, সন্ধে ৬.১৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৯.১৫ হিরোগিরি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ লে হালুয়া লে, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৪৫ অঙ্গার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ জীবন যুদ্ধ, বেলা ১১.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ২.৩০ মায়ামমতা, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ ভালোবাসি তোমাকে, ১১.০০ সত্য মিথ্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৮ ড্রিম গার্ল, দুপুর ২.০৭ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৫২ মিশন রানিগঞ্জ, সন্ধে ৭.৫৯ বজরঙ্গী ভাইজান, রাত ১১.০২ দবং-থ্রি

জি বলিউড : বেলা ১১.০০ কুলি, দুপুর ২.০৬ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, সন্ধে ৬.০১ আদমি, রাত ৯.০০ লোফার, ১১.০৭ কিঁউ কি ... ইটস ফেট

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২০ বীরগতি, দুপুর ১.৪৪ নসীব, বিকেল ৪.৪৫ আঁখে, সন্ধে ৭.৫০ বড়ে ঘর কি বেটি, রাত ১০.৫০ হাতকড়ি

বজরঙ্গী ভাইজান
সন্ধে ৭.৫৯ অ্যান্ড পিকচার্স

দুজনে বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ভালোবাসার রং রুট সন্ধে ৬.৩০ সান বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ সেরে ফেলুন। নিজের বা স্ত্রীর শরীর নিয়ে সামান্য চিন্তা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যাপক সাফল্যে উচ্চপদে চাকরির সম্ভাবনা। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। মিথুন : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। মূল্যবান কোনও কাগজ হারিয়ে চিন্তা হতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে অহেতুক চিন্তা ত্যাগ করুন। বিপন্ন কোনও পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করুন। উপকৃত হবেন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে খুব সাফল্য আশা না করাই ভালো। কন্যা : আজ যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নিজের সৃজনমূলক কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সফল হবে। তুলা : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে বড় ক্ষতি হতে পারে। ভাইয়ের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে কটূক্তি শুনতে হতে পারে। বৃশ্চিক : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দ। জমি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। আজ পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলাপ আলোচনায় সমস্যা মিটবে। মকর : ঘরে বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সকলের মন জয় করার চেষ্টা সফল হবে। পড়াশোনায় উন্নতি। কুম্ভ : রাজনৈতিক কাজে নেতাদের কাজের চাপ বাড়বে। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। অতিরিক্ত বিনিয়োগে লাভবান হবেন। মীন : অপ্রত্যাশিত কাজে জড়িতদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। বিশ্বাস করে কাউকে গোপন কোনও কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আজ আর্থিক বাধা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ১ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল ২০২৬, ৭ বহাগ, সংবৎ ৪ বৈশাখ সুদি, ৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১৬, অঃ ৫।৫৬। মঙ্গলবার, চতুর্থী দিবা ৮।২৭। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ৬।১১ পরে মৃগশিরানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩২। শোভনযোগে অপরাহ্ণ ৪।৪৬। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।২৭ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।১৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে, দিবা ৮।২৭ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৬।৫১ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২১ গতে ৮।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে পশ্চিমে নৈর্‌ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৬।১১ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৮।২৭ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ২।২৫ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।২৭ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ৮।২৭ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪৬ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ৩।৪০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ১১।৫৮ গতে শেষরাত্রি ৪।৩২ মধ্যে মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।২৭ গতে ষটপঞ্চমীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 331

ভোট লুটে বাহিনী, আশঙ্কা মমতার

৩

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ রিঙ্কু

১০

উত্তরে শাসকের

শক্তিক্ষয়ের আভাস

কোন পথে উত্তর

শীতলকুচির বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা গ্রাম থেকে বৈষ্ণবনগরের গঙ্গার পার, গত কয়েকদিনে ১৫০০ কিলোমিটারের বেশি পথ ঘুরে মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। নিখুঁত ফল কী হতে পারে তা বলা সম্ভব না হলেও হাওয়া কোনদিকে, রইল সেই আভাস।

বঙ্গের ভোটিরঙ্গ

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

-কছিল, একখান ঘর দিবে। পনচ্যায়েতের ভোটে জিতি আর দ্যাখা নাই কারও। ন্যাতাগুলার খালি ডায়লগই আছে।

ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুলের পাশে বাড়ির উঠোনে বসে আলু থেকে মাটি ছাড়াতে ছাড়াতেই ক্ষোভ উগরে দেন মহিলা। ভোট দেবেন না? প্রশ্ন ছুড়তেই পালটা জানতে চান, 'এইটা কি ম্যাম্বার ভোট না সরকারি ভোট?' বুঝতে পারলাম পঞ্চায়েত ভোট না বিধানসভা ভোট, সেটা জানতে চাইছেন। উত্তরে জানালাম, সরকারি ভোট।

-'হ, তাইলে তো এবার দিবার লাগবই। নাইলে আবার নাম কাইটা দ্যায় কি না! কিন্তু উগারে আর দেওয়া যাইব না।'

মহিলা একেবারেই ছাপোষা গৃহবধূ। লেখাপড়াও করেননি বেশিদূর। বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে অল্প বয়সেই। কোনটা কী ভোট, কে বিধায়ক, কে সাংসদ- তা জানেন না। জানতেও হয়তো চান না। বড়জোর চেনেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা প্রধানকে। ওঁরাই মাইবাপ। চাওয়াপাওয়া, অভাব-অভিযোগ সব ওঁদের ঘিরেই। আর সেসব বিবেচনা করেই ভোটটা দেন সিম্বল বুঝে।

দাড়িভিটের এই প্রান্তিক মহিলাই আসলে গোটা বাংলার আয়না। শুধু দাড়িভিট কেন, বাংলার পথেপ্রান্তরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি এমন মানুষ ছড়িয়ে রয়েছেন যাঁদের সরকারের থেকে খুব বেশি কিছু পাওয়ার নেই। খুব বেশি হলে একটা সরকারি ঘর, পায়খানা কিংবা একটা রাস্তা। সরকারি চাকরি, কর্মসংস্থান এসব নিয়ে ওঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই। যেমন নেই চাকরি দুর্নীতি, র‍্যাশন দুর্নীতি, কলকাতার নেতাদের কেচ্ছাকীর্তি ইত্যাদি নিয়ে। বাংলার ভোটে এঁরাই আসলে নির্ণায়ক শক্তি।

রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আছে ১৫ বছর হয়ে গেল। অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পুরসভাও তৃণমূলের দখলে। কিন্তু কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থেকে শুরু করে মালদার বৈষ্ণবনগর পর্যন্ত জনতার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বোঝা গেল, অধিকাংশ জায়গাতেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কোথাও নেতার ক্ষমতার দম্ভে, কোথাও অপ্রাপ্তির নিরিখে। তার মধ্যে একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে, এসআইআর-এ নাম কাটা পড়লেও নেতাদের পাশে না পাওয়া।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে
ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

সব হিসেবনিকেশ করে তৃণমূল বিরোধী এই ক্ষোভে হাওয়া দিতে শুরু করেছে বিজেপি। সঙ্গে আছে হিন্দুত্ববাদের জিগির। একুশের হারের পর থেকে আরএসএস যেভাবে উত্তরবঙ্গজুড়ে গোপনে ভোটের বীজ বুনেছে, তা টের পাননি তৃণমূলের নেতারা। ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক তো দূরেই থাক। এসি ঘরে বসে সাধারণ ভোটারদের ফোন করে করে 'কোথায় ভোট দেবেন' জানতে চাওয়া কর্মীরা মনগড়া হিসেব করে রিপোর্ট দিয়েছেন কলকাতায়। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে যা বোঝা উচিত ছিল তৃণমূল নেতাদের, তাতে পুরোপুরি ব্যর্থ ঘাসফুল শিবির। আর সেই ফায়দাটাই নিতে চাইছে বিজেপি। ফলে এবারের ভোটে নিজেদের জেতা আসনও হারাতে হতে পারে তৃণমূলকে। সেখানে শক্তি বাড়াবে বিজেপি। ফাঁকতালে কংগ্রেসও দু-চারটি আসন পেয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কোচবিহার দিয়েই শুরু করা যাক। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই জেলায় এই মুহূর্তে তৃণমূলের দখলে রয়েছে তিনটি আসন, বিজেপির ছয়টি। মেখলিগঞ্জের বিদায়ি বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর নাম শিক্ষা দুর্নীতিতে জড়ালেও স্থানীয় স্তরে তার খুব বেশি প্রভাব নেই। এই আসনটিতে এগিয়ে তিনিই। মাথাভাঙ্গায় এবার বিজেপির হয়ে লড়ছেন প্রাক্তন

এরপর চারের পাতায়

কমিশনের রাডারেও

অধরা প্রশান্ত

দাগি আসামি, নির্বাচনে প্রভাব খাটাতে পারেন এমন ব্যক্তিদের বেছে বেছে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া আসামিদের গ্রেপ্তার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু অপহরণ করে পিটিয়ে খুনের ঘটনার প্রধান আসামি প্রশান্ত দিব্যি বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভোট ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের অন্যরূপ দেখতে পাচ্ছে বাংলা। রাজ্যজুড়ে শয়ে-শয়ে আমলা, পুলিশের কর্তাদের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্তির খাঁড়া নেমে আসছে অনেকের ওপর। দাগি আসামি, নির্বাচনে প্রভাব খাটাতে পারেন এমন ব্যক্তিদের বেছে বেছে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে কয়েকশো নামের তালিকা তৈরি হয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া আসামিদের গ্রেপ্তার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ। চায়ের দোকান থেকে ড্রয়িংরুম, খবরের কাগজের প্রথম পাতা থেকে টেলিভিশনের পর্দা, সর্বত্র কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এক কথা, 'কমিশন এবার বড্ড কড়া'। কিন্তু 'কড়া' কমিশনের রাডারে ধরা পড়ছে না রাজগঞ্জের একসময়ের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা বাকি, অথচ স্বর্ণ কারিগর স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করে পিটিয়ে খুনের ঘটনার প্রধান আসামি, অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রশান্ত দিব্যি বহালতবিয়তে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশনও কেন প্রশান্তর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না এই প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্রই। তবে প্রশ্ন উঠলেও উত্তর মিলছে না। জেলা বা রাজ্য স্তরে কমিশনের কোনও আধিকারিকই প্রশান্তর বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। কেউ বলছেন, 'বিষয়টি জানা নেই', কারও অনুরোধ, 'চাপে আছি। ওইসব বিতর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না।' একধাপ এগিয়ে এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'এমসিসি চালু আছে। আমার নামে কোনও বক্তব্য প্রকাশ করবেন না।' প্রশান্তর নাম শুনেই ফোন কেটে দিচ্ছেন অনেক পুলিশ আধিকারিক।

২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে

ফিরিয়ে দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় ২৬ ডিসেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও। তারপর থেকেই রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনের খাতায় প্রশান্ত পলাতক। পুলিশ তাঁর টিকি ছুঁতে পারছে না। মজার এবং একইসঙ্গে আতঙ্কের বিষয় হল, যে আসামির হদিস পুলিশ পাচ্ছে না, সেই প্রশান্তকে কিন্তু ক'দিন আগেই দিব্যি নীলবাতির গাড়ি হাঁকিয়ে রাজগঞ্জের বিডিও অফিসে ঢুকতে দেখেছেন স্থানীয় মানুষজন। কার্সিয়াং পাহাড়ে, শিলিগুড়ি শহরের ব্যস্ত রাস্তায় কিংবা শিবমন্দিরের বাজারেও প্রশান্তর দর্শন মিলেছে। যেন কোনও এক অদৃশ্য জাদুবলে তিনি সাধারণ মানুষের চোখে দৃশ্যমান, কিন্তু পুলিশের চোখে একেবারে 'মিস্টার ইন্ডিয়া'।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর প্রশান্তকে রাজগঞ্জের বিডিওর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে দায় সেরেছে রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনে প্রশান্তর বর্তমান অবস্থান কী, তিনি কী পদে আছেন তা কেউ বলতে পারছেন না। প্রশান্তর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে কি না তারও কোনও উত্তর মিলছে না। একজন আধিকারিক মাসের পর মাস পলাতক থাকলেও রাজ্য প্রশাসনের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আর হয়ে থাকলেও বারবার জিজ্ঞাসা করার পরেও নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণে সেকথা এখন পর্যন্ত জানাননি প্রশাসনের কর্তারা। প্রশান্তকে সাসপেন্ড করা হয়নি। তাহলে জনগণের করের টাকায় পলাতক আসামিকে কি এখনও বেতন দেওয়া হচ্ছে? উত্তর মেলেনি সে প্রশ্নেরও। অপহরণ ও খুনে অভিযুক্ত একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সরকারি আধিকারিক ভোটে প্রভাব খাটাবেন না, ব্যালট বা ইভিএমের বোতামে তাঁর ছায়া পড়বে না, এই গ্যারান্টি কে দেবে? গণতন্ত্রের 'উৎসব'-এ যেখানে প্রতিটি ভোটারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা কমিশনের, সেখানে এমন একজন আসামিকে বাইরে অবাধে ঘুরতে দেওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মনে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আইন আর তার প্রয়োগ কি তাহলে শুধু দুর্বল আর ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের জন্যই বরাদ্দ?

এরপর চারের পাতায়

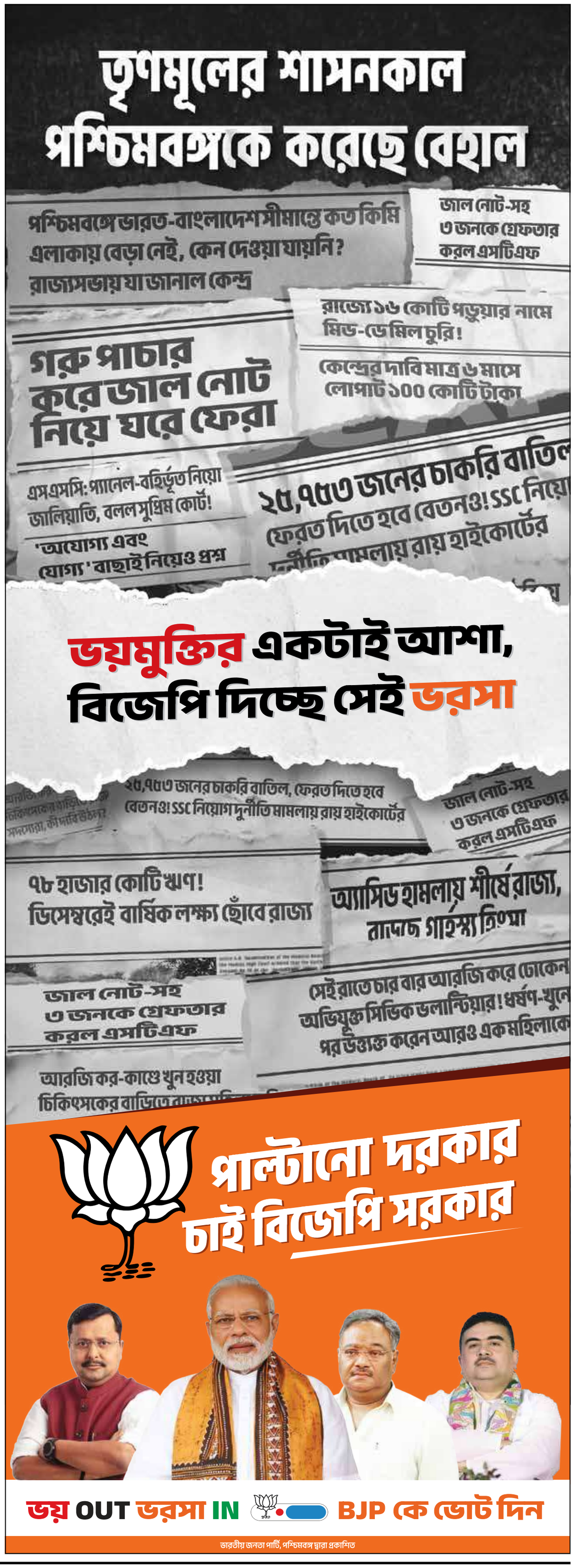

দুই দশকে চোপড়ায় বলি ১৫

ভোট হিংসার ঘা এখনও দগদগে

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : 'বুলেটে ব্যালট শাসনের নাম চোপড়া। বারুদের গন্ধ, বিরোধী দল করলেই জরিমানা, লুটপাট, চা বাগান দখলের নাম চোপড়া। চোপড়ায় আবার গণতন্ত্র আছে নাকি? আছে এক ডজনের বেশি রাজনৈতিক খুনের রক্তমাখা ইতিহাস।' চায়ে চুমুক দিতে দিতে চাপা গলায় কথাগুলি দাঁতে দাঁত চেপে বলে গেলেন পেশায় শিক্ষক এক ব্যক্তি। হাতিঘিসা মোড় থেকে যে রাস্তাটি উদরাইল হয়ে দাসপাড়া চলে গিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'এবারের ভোটেও চোপড়ায় বুলেট, বারুদের গন্ধ আসতে শুরু করেছে।'

চোপড়ায় রাজনৈতিক খুনোখুনির ইতিহাস দুই দশকের। ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল চোপড়া। সেবার সংঘর্ষের ঘটনায় সিপিএমের প্রভাবশালী নেতা আকবর আলি সহ মোট ৪ জনকে খুন হতে হয়। সেসময়ে রাজনৈতিক হিংসায় বিরোধী শিবির কংগ্রেসের ৪ জনকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে চোপড়ার এক চা বাগান মালিক বলছিলেন, 'ভোট নিয়ে আর ভাবি না। কারণ বেঁচে থাকলে ভোট দিতে পারব।'

গত পঞ্চায়েত ভোটে চোপড়ায় তিনজন খুন হয়েছিলেন। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও চোপড়ায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছিল। সেবার এক স্কুল পড়ুয়ার পায়ে গুলি লেগেছিল। ফলে ভোট এবং ফলাফল পরবর্তী চোপড়া নিয়ে চর্চার শেষ নেই। চোপড়ার তিনবারের বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হামিদুল রহমান অবশ্য বলেছেন, 'ভোটের সময় এলেই বিরোধীরা সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সরব হয়। সন্ত্রাস হয়েছে সিপিএমের আমলে, আমাদের সময়ে কোনও সন্ত্রাস হয়নি। ভোটের পর যদি পাবলিক ওদের ধরে বলে কোথায় সন্ত্রাস হয়েছে, তখন আমার করার কিছু থাকবে না।'

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কণ্ঠীগছ গ্রামে কংগ্রেস কর্মী খুন হন।

- ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চোপড়ায় ৮ জন খুন হয়েছিলেন
- ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনজন
- দুই দশকে শুধু চোপড়া থানা এলাকাতেই রাজনৈতিক হিংসার বলি ১৫

ওই সময় লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে আরও ২ জন খুন হন। তার আগে ২০১৭ সালে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মী অরেন সিংহ খুন হন। দুই দশকে শুধু চোপড়া থানা এলাকাতেই রাজনৈতিক হিংসার বলি মোটের উপর ১৫ জন। তাছাড়া বালি মাফিয়া ও চা বাগানের জমি মাফিয়াদের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে গোলাগুলির ঘটনাও কম নেই।

২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘাবানা দক্ষিণ বুথে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে প্রাণ হারান ফয়জুল রহমান ও হাসো মহম্মদ। ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও দুই পরিবারেই আতঙ্ক কাটেনি। মৃত হাসো মহম্মদের স্ত্রী রাকিবা বাড়ির দরজায় বসেছিলেন। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আমারও এক ছেলের ভোটার তালিকার নাম বিচারাধীন ছিল। পরে ডিলিট হয়ে গিয়েছে। ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছি। ভোটাধিকার নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাঁর সংযোজন, 'স্বামী শিলিগুড়িতে রিকশা চালাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কোনও ক্ষতিপূরণ পাইনি।' এখন তিন ছেলের মধ্যে দুজনই পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের ভরসাতেই সংসার চলে।

ফয়জুল রহমানের ছেলে মইনউদ্দিনও একই অভিযোগ তুলে বললেন, 'পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকে পাইনি।'

সেবারই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে কংগ্রেস-সিপিএম জোটের মিছিলে হামলার ঘটনায় গত পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের মনসুর আলমের মৃত্যু হয়েছিল। দাসপাড়ার গোয়াবাড়ি গ্রামে মইনুল হকের বাড়ি। যদিও ড্যামেজ কন্ট্রোলে পরিবার থেকে একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছে। মনসুরের ঠাকুরদা গিয়াসউদ্দিন উঠোন থেকে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'এই সরকারের আমলে ইনসাফ পাওয়া মুশকিল।'

এবারও চোপড়াবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন, ভোটটা শান্তিতে মিটবে তো!

ফুলবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত সিল

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ২০ এপ্রিল : নির্বিঘ্নে বিধানসভা ভোট পরিচালনার জন্য সোমবার বিকাল পাঁচটার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ ফুলবাড়ি সীমান্ত এবং সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ভারত-নেপাল পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকদের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৩ এপ্রিল ভোট পর্ব মিটলে ২৪ এপ্রিল থেকে ফের সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের তরফে সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত সিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো এদিন সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ এসএসবি আধিকারিকরা পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত সিল করে দেন। তবে ভারতীয় ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র থাকলে নেপাল থেকে ভারতে আসতে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা কিংবা বিমানযাত্রী সহ জরুরি ভিত্তিতে নেপাল থেকে ভারতে আসতে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অন্য জরুরি পরিষেবাগুলিও স্বাভাবিক থাকবে। তবে ভারতে থাকা নেপালের নাগরিকরা চাইলে এই সময়ের মধ্যে নেপালে যেতে পারবেন। পর্যটকদের কাছে বৈধ নথি থাকলে তাঁদেরও যাতায়াতে ছাড় দেওয়া হবে। পচনশীল বাণিজ্যিক সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর যাতায়াত করতে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, ভারতে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকরা ওপার বাংলায় মঙ্গলবার ফিরতে পারবে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে সামগ্রী নিয়ে যাওয়া ভারতের অনেক ট্রাকচালক এই মুহূর্তে কাঁটাতারের ওপারে আটকে রয়েছেন। বেশকিছু ভুটানের ট্রাকও আটকে রয়েছে বলে খবর। মঙ্গলবার তাঁরা যাতে ফিরতে পারেন তার জন্য একঘণ্টা সীমান্ত খুলে দেওয়ার আবেদন জানাবে ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জমির বাদশা বলেন, 'মঙ্গলবার যাতে একঘণ্টা সীমান্ত খুলে ওই ট্রাকচালকদের ফিরিয়ে আনা হয়, সেই আবেদন জানাব। ভুটানের বহু ট্রাকের চালক ভারতীয়। তাঁরা ফিরে না এলে ভোট দিতে পারবেন না।'

পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বিশ্ব হেরিটেজ দিবসের কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-র তরফে হেরিটেজ সংরক্ষণের কথা তুলে ধরে তিনদিনব্যাপী পড়ুয়াদের নিয়ে কার্সিয়াংয়ে এই অনুষ্ঠান হয়। পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

নকশালবাড়িতে কংগ্রেসের সভায় বক্তব্য রাখছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

মমতাকে ছাড়ে হতাশ কংগ্রেস কর্মীরা

বাংলায় খাড়গের নিশানায় মোদি

সাগর বাগচী ও মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে ৩৭ মিনিটের বক্তব্যে তৃণমূলের বিরোধিতায় খরচ মাত্র দেড় মিনিট। বাকিটা সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাহলে কি কোনওরকম হোমওয়ার্ক না করেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন তিনি, নাকি ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চটাতে না চাওয়ায় তাঁর এমন অবস্থান, রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি এমন প্রশ্ন উঠছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও। দ্বিতীয় সম্ভাবনাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। কেননা, নিজের বক্তব্যে মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ষড়যন্ত্র ভেস্তে দেওয়ার কথা বলেছেন।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা তো বটেই, প্রধানমন্ত্রী মোদি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জনসভায় স্থানীয় সমস্যাগুলিকে ইস্যু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং তৃণমূলকে বিঁধেছেন। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলকে নিশানা করবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি খাড়গে, এমনই প্রত্যাশা ছিল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের। কিন্তু নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত সভায় সেই রাস্তায় হাঁটেননি খাড়গে। পরিবর্তে সোমবার বিকেলে তিনি আগাগোড়া জাতীয় ইস্যু তুলে কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা বিজেপিকে নিশানা করেন। যে কারণে একসময়ের ভিড়ে ঠাসা সভাস্থল ফাঁকা হতে বেশি সময় লাগেনি। খাড়গের বক্তব্যের ২৫ মিনিট হতেই সভাস্থলের অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা হয়ে যায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে খাড়গের মুখে 'জয় বাংলা' স্লোগান শোনা গিয়েছে। যা হতাশ করেছে অনেক কংগ্রেস কর্মীকে।

> **কেন্দ্র সরকার মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আনতে চায়নি, কেবল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে প্রধানমন্ত্রী বিল পাশ করার চেষ্টা করেছেন।**
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**
> *কংগ্রেস সভাপতি*

খাড়গে বলেন, 'মহিলা সংরক্ষণ বিলের নামে মোদি সরকার ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এসে দেশের সর্বনাশ চেয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরীণ সীমাকে মোদি সরকার ভাঙতে চেয়েছিল। এই বিল পাশ না হওয়ায় বিজেপি ও আরএসএসের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। কেন্দ্র সরকার মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আনতে চায়নি, কেবল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে প্রধানমন্ত্রী বিল পাশ করার চেষ্টা করেছেন।' দেশের মহিলাদের সম্মানে শুধু কংগ্রেস কাজ করেছে বলেও খাড়গে বারবার দাবি করেন। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেস মহিলাদের উন্নয়নে কী কী করেছে, সেই ফিরিস্তি খাড়গে তুলে ধরেন। এ রাজ্যের মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন প্রজন্ম কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, 'তৃণমূল ও বিজেপির লড়াইয়ে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্যে চাকরি নেই, কাজের খোঁজে ছেলেমেয়েরা বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশেরও পরিস্থিতি একই। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি আর রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছেন। কংগ্রেস যখন শক্তিশালী হবে, তখন বিজেপি শেষ হবে। অন্য কেউ বিজেপিকে হারাতে পারবে না।' মোদিকে শিক্ষা দিতে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান রাজ্যবাসীর কাছে রাখেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি।

এদিনের সভায় দার্জিলিং জেলার পাঁচ প্রার্থীর পাশাপাশি কালিম্পং ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থীদের সমর্থনে মল্লিকার্জুন ভোট চান। সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মির, কংগ্রেস সাংসদ পাপ্পু যাদব, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক।

শিবমন্দিরে সংঘর্ষ, আহত ৫ তৃণমূল কর্মী

বাগডোগরা, ২০ এপ্রিল : ভোটের আগে দুই দলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শিবমন্দির মেডিকেল মোড়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির বাইক র‍্যালি থেকে তৃণমূলের মিছিলে আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় তৃণমূলের ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী শংকর মালাকার সংঘর্ষের খবর পেয়েই মেডিকেল মোড়ের দলীয় কার্যালয়ে যান। তবে বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলছেন, 'শুনেছি র‍্যালি ছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের। আসলে তৃণমূল, বিজেপির সবকিছুতেই জুজু দেখছে।' এদিকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সঞ্জয় মণ্ডলকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে বারবার ফোন করলেও সাড়া মেলেনি।

সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ শিবমন্দিরের দিক থেকে তৃণমূলের একটি মিছিল মেডিকেল মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় মেডিকেল কলেজের দিক থেকে একটি বাইক র‍্যালি শিবমন্দিরের

- শিবমন্দিরের দিক থেকে তৃণমূলের একটি মিছিল মেডিকেল মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছিল
- সেসময় মেডিকেল কলেজের দিক থেকে একটি বাইক র‍্যালি শিবমন্দিরের দিকে আসছিল
- অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের কাছে তৃণমূলের মিছিল এবং বাইক র‍্যালি মুখোমুখি হতেই সংঘর্ষ বেধে যায়

দিকে আসছিল। মেডিকেল মোড় সংলগ্ন নেতাজি অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের কাছে তৃণমূলের মিছিল এবং র‍্যালি মুখোমুখি হতেই সংঘর্ষ বেধে যায়।

শংকর বলছেন, 'বিজেপির গুন্ডারা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আমাদের মিছিলের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের মিছিলে মহিলার সংখ্যা বেশি ছিল। মহিলাদের রক্ষা করতে গেলে ওঁরা রাজবংশী, নেপালি ভাষাভাষীর কর্মীদের ওপরে আক্রমণ করে। দরকার হলে আমাদের দল ওদের মতো জবাব দেবে।' শংকর বলেন, 'আমাদের রবি গুরুংকে এমনভাবে মারা হয়েছে, যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এছাড়া বুদ্ধ শেরপা, সুরেশ বর্মন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন।'

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলছেন, 'ওদের র‍্যালি পিছনের দিকে মহিলাদেরকে আক্রমণ করলে পুরুষরা মহিলাদের বাঁচতে এগিয়ে যান। সে সময়ে পুরুষদের ওপর বাঁশ, বাটাম দিয়ে আক্রমণ করে। আমরা কোনওরকমে মহিলাদের রাস্তার পাশের দোকানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই।' ভোলা বলেন, 'রাতে মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১০ জনের নামে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' বিক্ষোভে ছিলেন পাপিয়া ঘোষ।

বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বলছেন, 'বিজেপির সঙ্গে কোনও ঝামেলাই হয়নি। আসলে তৃণমূল বিজেপির সব কিছুতেই জুজু দেখছে।'

ঘটনাস্থলে গিয়ে গেল, মাটিগাড়া থানার পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পাশের ব্যবসায়ীরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। গাড়ির শোরুমের সামনে বসে ছিলেন সত্যবান বর্মন। বললেন, 'কী নিয়ে মারপিট হয়েছে বলতে পারছি না।' একটি আসবাবপত্রের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বপন রায়। তিনি বললেন, 'কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। একটা বড় বাইক র‍্যালি আসার পরেই সংঘর্ষ বেধে গেল। র‍্যালিতে অনেক লোকজন ছিল। তৃণমূলের লোক কম ছিল।'

বনের পথে।। লাটাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির উদয়ন মজুমদার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পরিদর্শন

বাগডোগরা, ২০ এপ্রিল : মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কমাতে বন বিভাগ যেসব সামগ্রী ব্যবহার করে, তা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বন বিভাগের পিসিসিএফ (এইচওএফ) এস সুন্দ্রিওয়াল। সোমবার কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জে বন বিভাগের তরফে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রদর্শন করা হয়।

এদিন সুন্দ্রিওয়াল বন বিভাগের আধিকারিক এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যা, কী করলে এই সংঘাত কমানো যায় এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম গোয়ালপোখর
বিধায়ক গোলাম রব্বানি

প্রাপ্ত নম্বর ৬.৫/১০

তহবিল খরচে : ৮/১০

তহবিলের ৮০ শতাংশের বেশি অর্থ এলাকার উন্নয়নে খরচ করেছেন বলে দাবি বিধায়কের।

উন্নয়নে : ৫/১০

গোয়ালপোখর বিধানসভা এলাকায় একাধিক রাস্তা, দমকলকেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, কালভার্ট গড়ে তুলেছেন। তবে অনেক রাস্তারই বেহাল দশা এখনও ঘোচেনি। শিক্ষা আর স্বাস্থ্য পরিষেবাও তলানিতে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

মানুষের পাশে : ৭/১০

জনসংযোগ বেশ ভালো। বাড়িতে লোকজন গেলে আতিথেয়তার সুনাম রয়েছে।

প্রতিশ্রুতি

গোয়ালপোখরে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ তৈরি করবেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চাঙ্গা করবেন।

বাস্তব

প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা বেহাল। কলেজের দাবিও পূরণ হয়নি।

যা ভালো

বিনয়ী, সকলের সঙ্গে ব্যবহার ভালো। অহংকার নেই।

যা খারাপ

গোয়ালপোখরের ক্ষমতার রাশ সবই তাঁর পরিবারের হাতে। পরিবারতন্ত্র কায়েমের অভিযোগ রয়েছে। কাটমানি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।

বিরোধীর বাউন্সার

এলাকার লক্ষাধিক বাসিন্দা এখন পরিযায়ী শ্রমিক। মন্ত্রীর এলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাটে উঠেছে। বিধায়ক ও তাঁর পরিবারের লোকজন নীলবাতি ও লালবাতি নিয়ে ঘোরা ছাড়া কিছুই করতে পারেননি।
-মাসুদ মহম্মদ নাসিম এহসান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী, এবারও তিনি কংগ্রেসের প্রার্থী।

পুনশ্চ

১. ১০ এ নিজেকে কত নম্বর দেবেন ?

উত্তর : আমি নিজেকে নম্বর দেব না। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।

২. গোয়ালপোখরের উন্নয়নে আপনার কী ভূমিকা?

উত্তর : এলাকার উন্নয়নে সব জায়গাতেই আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অন্য সরকারি দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করিয়ে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করেছি।

৩. প্রতিশ্রুতি দিলেও কলেজ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হল না কেন?

উত্তর : কলেজ ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে অনেক চেষ্টা চালিয়েছি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক কাজ হয়েছে। তবে জমিজটের কারণে কলেজ গড়ে তুলতে পারিনি।

একই মাঠে পালটা সভা

চাকুলিয়া, ২০ এপ্রিল : ভোটগ্রহণের দিন যত এগিয়ে আসছে, তত পারদ চড়ছে চাকুলিয়ায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একই মাঠে কংগ্রেসের পালটা সভা করল তৃণমূল। রবিবার শিরশী মাদ্রাসার মাঠে হাত শিবিরের সভায় ভালো জনসমাগম হওয়ায় শাসকদলের অন্দরে কিছুটা হলেও অস্বস্তি তৈরি হয়। যে কারণে সোমবার ওই মাঠে আরেকটি সভা করল তৃণমূল। মাঠভর্তি লোকের সমাগম দেখে শাসকদল রীতিমতো উচ্ছ্বসিত।

সভার পর তৃণমূলের প্রচুর সংখ্যক কর্মী-সমর্থক মাদ্রাসার মাঠ থেকে পাটহাট্টি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল করেন। হুডখোলা গাড়িতে মিছিলে অংশ নেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি এবং চাকুলিয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মিনহাজুল আরফিন আজাদ সহ দলের নেতৃত্ব। মিছিলে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে গোটা এলাকার যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

ওই সভায় রব্বানি বলেন, 'চাকুলিয়ার মাঠে এই প্রথম এত বড় ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হল। এরকম বিশাল জনসমাবেশ যে হবে তা আমাদের ভাবনার মধ্যে ছিল না।' তবে কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) কে নিয়ে সরাসরি তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

কংগ্রেসের সভায় যে জনসমাগম হয়েছিল, তা তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার করেছিল

চাকুলিয়া

বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই দ্রুত পালটা কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল মাঠে নেমে পড়ে। এদিনের সভা ও মিছিলে যে বিপুল সাড়া মিলেছে, তাতে তৃণমূল নেতৃত্বের কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

তৃণমূল কর্মীদের দাবি, চাকুলিয়ার জনসমর্থন তৃণমূলের পক্ষে রয়েছে এবং এই ধরনের বিশাল সমাবেশ তার প্রমাণ। অন্যদিকে, কংগ্রেসও তাদের সভার সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।

পরিযায়ী ভোটব্যাংকে গেরুয়া স্রোতের আভাস

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : ট্রেন থেকে নামল একদল তরুণ। স্টেশনের ভিতরেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছে তারা। ভোটের মুখে এমন স্লোগানে অন্য যাত্রীরা ধরেই নিয়েছিলেন, বিজেপির কোনও বড় নেতা নেমেছেন হয়তো।

কিন্তু তাঁদের হাতে কোনও দলের পতাকা নেই। সঙ্গে বিজেপির কোনও নেতাকেও সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। ভুল ভাঙল তাঁদের কাছে গিয়ে। অনেকের পিঠে ব্যাগ, ছিমছাম চেহারা। একজনকে জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক, রাজস্থান থেকে ফিরেছেন। এটা ধূপগুড়ি স্টেশনের ছবি।

ওই শ্রমিকদের মধ্যে মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা দীপক বর্মন বলছিলেন, 'আমরা ধূপগুড়িতে নেমেছি মাত্র জনা পঞ্চাশেক। বাকিরা তো কোচবিহার, আলিপুদুয়ারে নামবেন। ভোট দিতে এসেছি।' তাঁর সঙ্গে থাকা বাকি তরুণরা দাবি করলেন, তাঁরা যেখানে কাজ করেন, সেই সংস্থার তরফ থেকেই নাকি একটি নির্দিষ্ট দলকে ভোট দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

বেঙ্গালুরু থেকে শিলিগুড়ি জংশনে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিক স্বপন দাসের কথায়, 'তাঁরা তো খারাপ বলেননি। সেখানে কাজ করে সংসার চলে আমাদের। সেখানকার কেউ বলতেই পারেন। তবে ভোট কাকে দেব, সেটা আমাদের বিষয়।'

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'দলে দলে পরিযায়ীদের ঘরে ফেরা দেখলে, এ রাজ্যের বাস্তব চিত্রটা ফুটে ওঠে। কাজের অভাব উত্তরের জেলাগুলিতে ভীষণরকম। কাজ দিচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। ফলে পরিযায়ীদের নতুন করে বলতে হয় না, তাঁদের কোথায় ভোট দিতে হবে। আমরা শুধু ফেরানোর চেষ্টা করেছি।'

শুধু ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার নয়, উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর থেকে শুরু করে এনজেপি স্টেশনে দলে দলে ফিরছেন পরিযায়ীরা। কেউ গুজরাটে, কেউ বা দিল্লি, মহারাষ্ট্র, চেন্নাই কিংবা দক্ষিণ ভারতে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। উত্তরের মাটিতে ফিরেই তাঁদের একটা বড় অংশ রামের নামে ধ্বনি দিচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমেও এমন বহু ভিডিও ছড়িয়েছে। যদিও এমন ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

এনজেপি স্টেশনে পরিযায়ী শ্রমিকরা। সোমবার। ছবি : সুশান্ত পাল

বিজেপির দাবি, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, পরিযায়ীদের ফেরাতে ৩০ জোড়া ট্রেন চালানো হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্টেশন থেকে। শেষদিকে আরও ৮টি অতিরিক্ত ট্রেন চালাতে হয়। সেগুলোতে চেপে লক্ষাধিক পরিযায়ী ইতিমধ্যে ঘরে ফিরেছেন।

পরিযায়ীদের বড় অংশ বিজেপি শাসিত রাজ্যে কাজে যান। সেখানকার পদ্ম নেতারা তাঁদের রীতিমতো নির্দেশ দিচ্ছেন, বাংলায় ফিরে কাকে ভোট দিতে হবে। শুধু শাসকদলই নয়, নিয়োগকারী সংস্থাগুলির তরফেও বলে দেওয়া হয় বলে দাবি করা হচ্ছে। পদ্ম শিবিরের দাবি, সঙ্গে রয়েছে নিজভূমে কর্মসংস্থানের অভাবের জ্বালাও।

পরিযায়ীদের একাংশ জানাচ্ছেন, এ বছর ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী হয়েছে। তাঁদের পরিবারের তরফে ফোন করে বারবার ঘরে ফিরে ভোট দিতে বলা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা মহম্মদ আব্বাসের কথায়, 'ভোট না দিলে নাম বাদের আতঙ্ক রয়েছে। তবে আমি যেখানে কাজ করি, সেই সংস্থাও ভোট দিতে উৎসাহ দিয়েছে।'

দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় মাত্র পাঁচ হাজারের মতো পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের অনেকেই ঘরে ফিরছেন। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বললেন, 'বৈধ ভোটাররা সবাই ভোট দিন সেটাই কমিশন চাইছে। কত পরিযায়ী ফিরছেন তার সঠিক হিসেব আপাতত নেই।'

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৫২০.৩০ (+২৬.৭৬)

নিফটি : ২৪,৩৬৪.৮৫ (+১১.৩০)

দ্বিতীয় দফার ভোটে দাগিতে শীর্ষে পদ্ম ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২২°	৩৪°	২৩°	৩৪°	২৩°	৩৩°	২১°

র‍্যাশন দুর্নীতি, তলব নুসরতকে ৮

মনীষীর বাণী-বিভ্রাট যোগীর নেতাজির কথা স্বামীজির মুখে ৮

শিলিগুড়ি ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 331

বাইক নিয়ে একদিনে তিন হার ছিনতাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : দামি বাইকে সওয়ার দুই তরুণ। একজনের মাথায় হেলমেট, অন্যজনের টুপি। ভোরে শিলিগুড়ির রাস্তায় বের হওয়া কোনও মহিলার গলায় চেন থাকলেই, তাঁকে 'টার্গেট' করা হচ্ছে। সোমবার শহর এমনই তিনটি ঘটনার সাক্ষী থাকল। এদিন ভোর ৫টার দিকে আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় জলেশ্বরী মোড়ে প্রথম সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনা সামনে আসে।

পরে সকাল ৬টার দিকে সেন্ট্রাল কলোনি থেকে গেটবাজার যাওয়ার রাস্তায় এক বৃদ্ধাকে টার্গেট করে তাঁর গলার হার ছিনতাই করা হয়। ওই বৃদ্ধার গলায় অবশ্য নকল সোনার হার ছিল। সাড়ে ৬টার দিকে সুভাষপল্লির লোকনাথ মন্দিরে তৃতীয় অপারেশন চালানো হয়। পুজোর বাসনপত্র গোছাতে ব্যস্ত এক মহিলার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা তাঁর গলার সোনার হার ছিনতাই করে।

- সোমবার ভোরে শিলিগুড়ি শহরের তিন জায়গায় মহিলাদের গলার হার ছিনতাই
- অভিযুক্ত হিন্দিভাষী দুই তরুণ অনেকটা একইরকমের দেখতে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন
- বহিরাগতরা শহরে এসে অপকর্ম করছে বলে মনে করা হচ্ছে, ঘটনার তদন্তে পুলিশ

যেভাবে এদিন তিনটি ঘটনা ঘটানো হয়েছে তাতে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পুলিশ ঘটনাগুলির তদন্তে নেমেছে। ব্যস্ত থাকায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া দেননি।

শহরে বহিরাগত হিন্দিভাষীরা ঢুকছে বলে সোমবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাচক্রে এদিনই শহরের তিনটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। যাদের দিকে অভিযোগের আঙুল, হিন্দিভাষী দুই তরুণ অনেকটা একইরকমের দেখতে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের দাবি। ছিনতাই সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই হইচই শুরু হয়। সুমন বেরা নামে এক তরুণ ভক্তিনগর থানায় ছুটে যান।

চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি শপিং মলে কর্মরত ওই ব্যক্তির কথায়, 'রবিবার দুপুরে শপিং মলের

এরপর চারের পাতায়

দেবালয়ে ফুলবাহার

খোলার অপেক্ষায় কেদারনাথ মন্দির। উত্তরাখণ্ডে সোমবার। -পিটিআই

ভোট লুটে বাহিনী, আশঙ্কা মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস ও আশিস মণ্ডল

কলকাতা, ও রামপুরহাট ২০ এপ্রিল : এতদিন তাঁর নিশানায় ছিল নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি। প্রথম দফা ভোটের তিনদিন আগে সোমবার সেই তালিকায় যুক্ত হল নতুন নাম- কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'খবর আছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ইভিএম লুটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।' এজন্য যাঁরা ভোট গুনতে যাবেন- সেই দলীয় কর্মীদের নজরে রাখতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

কীভাবে ভোটু লুট হবে। মমতার ভাষায়, 'কেউ ১০০ ভোট পেলে ওরা কম্পিউটারে তুলবে পাঁচ। দেখে নেবেন। যতক্ষণ কম্পিউটারে ভোট না তোলা হবে, কেউ হাল ছাড়বেন না। লড়ে যাবেন। যুদ্ধ জয় করতেই হবে।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোকাবিলায় এর আগে মহিলাদের হাতা-খুন্তি, রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। সোমবার তিনি বলেন, 'মা-বোনেরা গ্লাভস পরে বিছুটি পাতার নাড়ু তৈরি রাখুন। মুখে মাখিয়ে দিলে সুন্দর সাদা ধবধবে ফেসিয়াল হয়ে যাবে।'

মমতার এই চড়া মেজাজ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি ভোট চুরির অভিযোগ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ছাব্বিশের এই ভোটযুদ্ধ তাঁর কাছে যেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বীরভূমের মুরারই থেকে শুরু করে খড়দা হয়ে বেলেঘাটা পর্যন্ত সোমবার তাঁর পুরো প্রচারপর্বই ছিল চড়া সুরে বাঁধা।

কলকাতায় নির্বাচনি প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওরা কি আমায় খুন করতে চায়? আমাকে খুন করে ওরা বাংলা দখল করতে চায়।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রবিবার সভার পর ঝাড়গ্রামে দোকানে ঢুকে ঝালমুড়ি খাওয়াকেও তিনি বিঁধেছেন তীব্র ব্যঙ্গে। তৃণমূল নেত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'ওঁর পকেটে কি কখনও ১০ টাকা থাকে? ঝালমুড়ি আগে থেকে তৈরি ছিল, নাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট করা থাকল কী করে?'

তারপরই তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ, 'ঝালমুড়ি কেন, কবে মাছভাত খাবেন বলুন, আমি নিজে হাতে রেঁধে পাঠিয়ে দেব। দেখি, মাছে-ভাতে বাঙালিকে আপনি কতটা পছন্দ করেন।' ভিনরাজ্যে মাছ-মাংসের ওপর বিজেপির নানাবিধ নিষেধাজ্ঞাকে প্রায়ই সমালোচনা করেন মমতা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিজেপি নেতারা অনেক জায়গায় মাছ নিয়ে প্রচারে গিয়ে সেই সমালোচনায় জল ঢালতে মরিয়া।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা আবার তাঁর রাজ্যে মমতাকে মাছভাত খেয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মমতার চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানান মমতা। তিনি বলেন, 'ওটা মহিলা বিল নয়, ওটা আসলে ডিলিমিটেশন বিল। মানুষকে প্রতারণা করবেন না।'

কেন্দ্রের বঞ্চনা সম্পর্কে তাঁর মুখে ছিল সতর্কবাণী, 'বিজেপি ভোট ফুরোলেই গ্যাসের দাম বাড়াবে আর সব সুযোগসুবিধা কেড়ে নেবে।' দলীয় কোন্দল মেটাতে বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'অনেকে বিজেপির টাকা খেয়ে জাতি-ধর্ম বিক্রি করতে নেমেছে। এরা গদ্দার। যারা বিজেপির টাকা খেয়ে ভোট কাটতে নেমেছে, তারা গদ্দার। তাদের ক্ষমা করবেন না।'

১৫০ ঘণ্টায় অঘটন, দাবি ডেরেকের

ভয় গণহারে গ্রেপ্তারের

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : নতুন আশঙ্কা তৃণমূলের। গ্রেপ্তারির ভয়। খোদ তৃণমূল নেত্রীর মুখে সেই সম্ভাবনার কথা ভোটের মাত্র তিনদিন আগে। বীরভূমের মুরারইয়ে সোমবার নির্বাচনি জনসভায় দাঁড়িয়েই তিনি বলেন, 'অনেককে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনা করেছে। আমি লিস্ট পেয়ে গিয়েছি। শুধু তৃণমূলকে টার্গেট করছে। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়ব। সবচেয়ে বড় দুরাচারী এই বিজেপি।'

ভোটের আগে গণহারে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কারা কারা গ্রেপ্তার হতে পারেন, তার একটি তালিকাও সোমবার হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। জেলা ধরে ধরে ওই তালিকায় ৮০০ জনের নাম আছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি করেছেন তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সোমবারই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়ান ও রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, আগামী ১৫০ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের বক্তব্য, কিছু একটা ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে কোনও অপ্রিয় পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেখানে কোনও অ্যাকশনের পরিকল্পনা আছে।

> **কিছু একটা ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে কোনও অপ্রিয় পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেখানে কোনও অ্যাকশনের পরিকল্পনা আছে।**
>
> **-ডেরেক ও'ব্রায়ান**

তৃণমূলের এই অভিযোগ যেন সিলমোহর পেয়ে গিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় তিনি সোমবার বলেন, 'সব গুন্ডা হয় ঘরে ঢুকে যাবে বা জেলে থাকবে নাহলে ওপরে চলে যাবে।' যাঁরা গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে তৃণমূল তালিকা দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীও আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন পুরসভার কাউন্সিলার ও নেতাদের সতর্ক করেছেন দলনেত্রী।

প্রথম দফার ভোটের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে শনিবার জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে- এমন প্রায় ৮০৭ জনের তালিকা রাজ্য পুলিশের ডিজিকে দিয়ে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে সবাইকে গ্রেপ্তার করে রিপোর্ট দিতে বলেছিল কমিশন। এরপর এক রাতে ১৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় রাজ্যের বিভিন্ন থানা থেকে। এরমধ্যে শাসকদলের একাধিক নেতা-কর্মীও রয়েছেন। তারপরই আরও গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল শাসকদল।

নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন যেহেতু প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, সেই সুযোগে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে দলকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা হতে পারে বলে তৃণমূল আশঙ্কা করছে। যদিও কমিশনের বক্তব্য, এই প্রথা নতুন নয়। সাধারণভাবে কারও বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলে

এরপর চারের পাতায়

২৪ ঘণ্টা বাকি, নাম উঠবে তো

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : চোখের পাতা এক হচ্ছে না মুর্শিদাবাদের সাগর শেখ বা নদিয়ার রাকেশ রুইদাসদের। আর যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। তারপরই ফুরিয়ে যাবে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমা। শেষপর্যন্ত কি আঙুলে নীল কালি লাগবে না? নাকি সাগর, রাকেশদের মতো আরও অনেকে উপেক্ষিতই থেকে যাবেন গণতন্ত্রের মহোৎসবে?

কলকাতার জোকায় এসআইআর-এ বাতিলদের আবেদনের নিষ্পত্তি করার জন্য গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনালের সামনে সোমবারও শয়ে-শয়ে মানুষ অপেক্ষায়। আশানিরাশার দোলাচলে তাঁরা। অভিযোগ, ট্রাইবিউনালের কাজের গতি অত্যন্ত ধীর। পরিস্থিতি এমনই যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সোমবারই হাইকোর্টের কাছে সর্বশেষ অবস্থা জানতে চেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। ট্রাইবিউনালের গড়িমসি ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তোলেন আইনজীবী দেবদত্ত কামাত। তিনি জানান, অফলাইনে আবেদন গ্রহণ বন্ধ থাকায় ডিজিটাল সংযোগহীন মানুষ নাম নথিভুক্তির সুযোগের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

তিনি শীর্ষ আদালতে অভিযোগ করেন, আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করতে না দিয়ে যান্ত্রিকভাবে আবেদন 'স্ক্রিনিং' করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ শুনে প্রধান বিচারপতি

এরপর চারের পাতায়

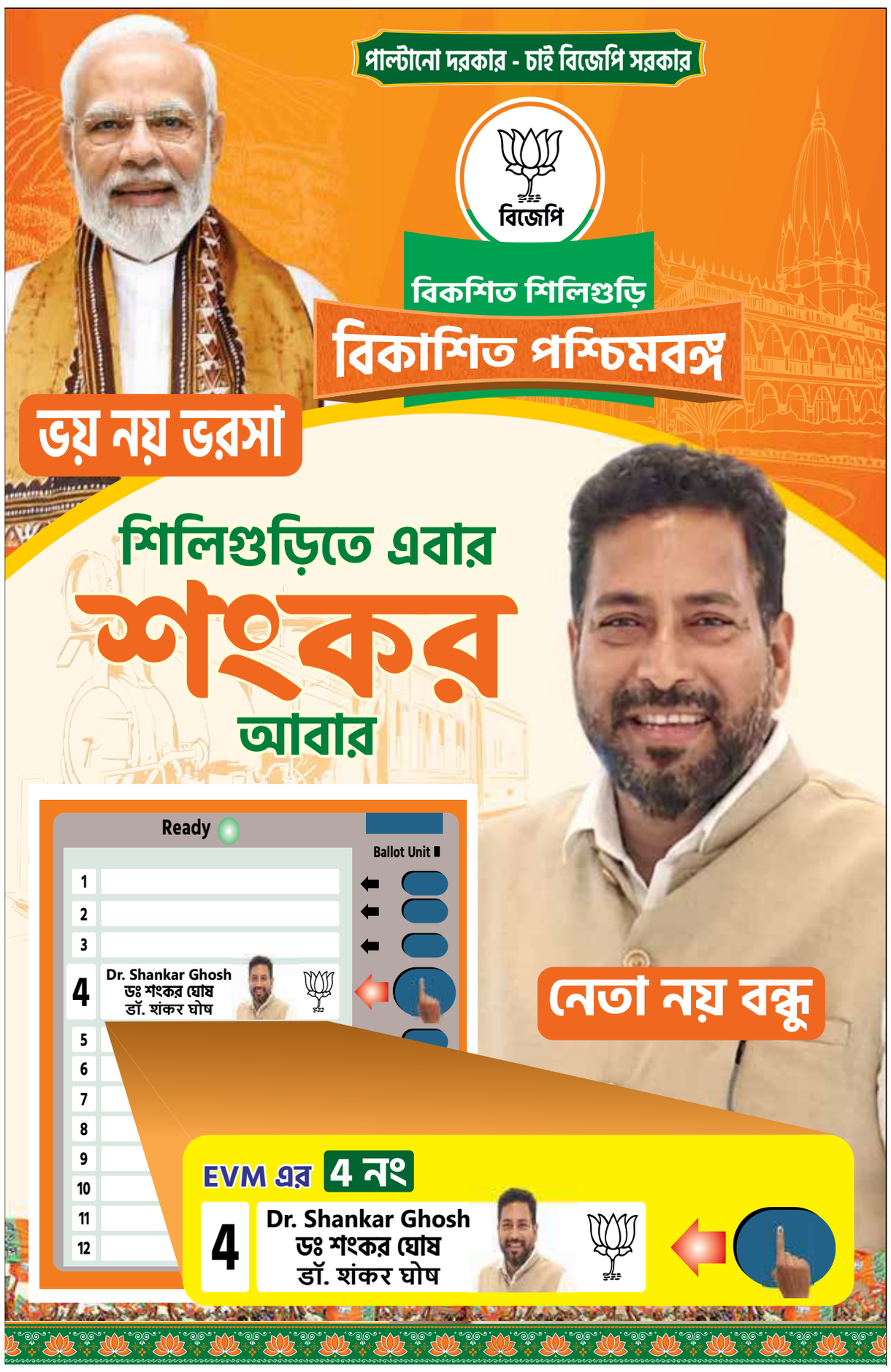

ভোটে বৌয়ের জন্য বিরিয়ানি

ভোট মানেই এক বিশাল যজ্ঞ। রাজনৈতিক ব্যস্ততা এবং আরও অনেক কিছু। ভোট এলেই বদলে যায় বাংলার পথঘাট। বদলে যায় চায়ের আড্ডার গল্প। শহর শিলিগুড়ি ঘুরে সেই আমেজ উপভোগ করলেন রামসিংহাসন মাহাতো।

পথে প্রান্তরে

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শাশুড়িকে ডাক্তার দেখিয়ে কোর্ট মোড় থেকে টোটোয় বাঘা যতীন কলোনিতে ফিরছিলেন তরুণী রিম্পা ঘোষ।

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় অনেক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও বোঝা গেল দূরের ওয়ার্ডের মানুষকে এখনও চিকিৎসার জন্য কোর্ট মোড়েই ছুটতে হয়।

বেলা তখন বারোটা গড়িয়েছে। ফিরতি পথে শাশুড়ি-বৌয়ের আলোচনার বিষয় ছিল বাড়িতে রান্না কী হবে? এদিনের মেনুতে ঢেঁকিশাকের প্রসঙ্গ, মাছের প্রসঙ্গ নিয়ে দুজনের কথা হল। শাশুড়ির গ্যাস অম্বলের কথা মাথায় রেখে

শিলিগুড়ির পরিচিত চায়ের আড্ডায়। সোমবার। ছবি : সুশান্ত পাল

বৌমা ঢেঁকিশাক বাদ দিলেন।

পরে কথা উঠল, ভোটের দিন ভোট দিতে গেলে বাড়িতে কীভাবে রান্না হবে?

- 'পাশেই বলরাম স্কুলে ভোটকেন্দ্র। আর ভোট দিতে চার ঘণ্টা লাগবে না', তড়িৎ জবাব বৌমা রিম্পার।

তাঁর কথায়, 'শর্টকাটে সকালসকাল কিছু একটা রান্না করে নিলেই হবে। সকালে তুমি ভোট দিয়ে আসবা। তিনটার দিকে আমরা যাব।'

অসুস্থ শরীরেও শাশুড়ির ঠোঁটে হাসির রেখা। বোঝা গেল, বৌয়ের জবাবে সন্তুষ্ট তিনি। ভোটের দিন বাড়িতে তাঁর খাওয়ার চিন্তা মিটেছে।

জলপাই মোড়ের টোটোচালক সুশীল দাসের ভোটের দিন দুপুরের খাবার নিয়ে কোনও টেনশনই নেই। তিনি বাড়িতে বৌকে বলে রেখেছেন ভোটের দিন দুপুরে বিরিয়ানি খাওয়াবেন। জানালেন, 'ওটা পার্টির লোক দেবে।' ওইদিন বয়স্কদের আনা আর পৌঁছানোর ডিউটি পড়েছে তাঁর। বললেন, 'কামাইও ভালো।'

হায়দরপাড়া বাজারের দিকে ফাঁকা টোটো নিয়ে যাচ্ছিলেন পবন বসাক। দাঁড় করিয়ে উঠলাম। কামাখ্যার মোড়ে সামনের দিকে তাকিয়েই পেছনে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা ছুড়লেন, 'দাদা কি বামফ্রন্ট?'

প্রশ্নের অভিঘাত প্রথমে বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম জানতে চাইলাম, 'কেন বলুন তো?'

পিছন ফিরে একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাঁধে কাপড়ের ঝোলা নিয়ে ঘুরছেন তো। এসব এখন আর দেখা যায় না। আগে বামফ্রন্টের লোকেদের কাঁধে কাপড়ের ঝোলা দেখা যেত।' তাঁর এই সরল বিশ্বাসে ধাক্কা না দিয়ে শুধু বললাম,

এরপর চারের পাতায়

সফল প্লেসমেন্টের সুযোগ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২০ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের ডিপ্লোমা পড়ুয়াদের জন্য সফলভাবে প্লেসমেন্ট কর্মসূচির আয়োজন করল দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল তাকদা ক্যাম্পাসে প্লেসমেন্ট ড্রাইভটির আয়োজন করা হয় কলেজের ট্রেনিং ও প্লেসমেন্ট সেলের উদ্যোগে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিকের চূড়ান্ত বর্ষের মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নেন। নিয়োগকারী হিসেবে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের টিএইচকে ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধিরা।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দু'দিনের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৪১ জন তরুণ-তরুণী চাকরির অফার পেয়েছেন। এঁরা ফালাকাটা, মালদা, তুফানগঞ্জ, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে সরকারি পলিটেকনিকে পাঠরত। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মূল উদ্যোক্তা, দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান অমিয়রঞ্জন বাদাজেনালসো প্রমুখ। অমিয়রঞ্জন বলেন, 'কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সের পড়ুয়াদের চাকরির সুযোগ পাইয়ে দিতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ।'

ছয় রুটে স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : ভোটের মুখে আরও ছয়টি রুটে স্পেশাল ট্রেন দিল রেল। সোমবার রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ২০ এপ্রিল সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেন চলবে। ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল এবং ২৫ থেকে ২৭ এপ্রিল দুপুর ১২টা নাগাদ নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন পর্যন্ত আরেকটি স্পেশাল ট্রেন চলবে।

একইরকমভাবে, ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত এবং জলপাইগুড়ি রোড থেকে নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত ২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে গোলকগঞ্জ পর্যন্ত ১৯ থেকে ২২ এপ্রিল এবং গোলকগঞ্জ থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল একটি ট্রেন চলবে।

পাশাপাশি ১৯, ২০, ২২ ও ২৩ এপ্রিল- এই চারদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে উত্তর রাঙ্গাপাড়া থেকে ধূপগুড়ি পর্যন্ত এবং ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ধূপগুড়ি থেকে রাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চলবে। আবার ২২ এপ্রিল বেঙ্গালুরু থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন ও ২৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন রয়েছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সিপিএম কর্মীর মৃত্যুতে রহস্য ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ এপ্রিল : ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। পুলিশে ফোন করো। ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া অঞ্চলের নাহালপুর এলাকার সিপিএম কর্মী নুর আজম (২৭) এটুকুই কোনওমতে বলতে পেরেছিলেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তারপর থেকেই এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

ঘটনায় রাজনীতির রং লেগেছে। নুরের বাবা গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন। মৃতের কাকাতো ভাই মহম্মদ নৌশাদ আলম বলেন, 'আমাদের গোটা পরিবারই সিপিএমের সক্রিয় সদস্য। নুর সিপিএম প্রার্থীর হয়ে প্রচার শুরু করেছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে যেতে ওর ওপর সমানে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এর ফলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে ও সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। এদিন সব শেষ হয়ে গেল। আমরা এর বিচার চাই।' সিপিএম প্রার্থী সামি খান শাসক শিবিরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় সদলবলে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছান। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনা করে ওই তরুণকে খুন করেছে। ভোটের আগে ওরা একটা নিরীহ প্রাণ কেড়ে নিল।' তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য নিহত তরুণকে নিজেদের কর্মী হিসেবে দাবি করেছেন। পাশাপাশি, গোটা ঘটনাটি বিরোধীদের সাজানো বলে জানিয়েছেন। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'প্রাথমিক তদন্তে এই মৃত্যুর ঘটনায় আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক যোগ পাইনি। তবে ড্রাগস সংক্রান্ত বিষয় উঠে এসেছে।' পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে খবর, নুরকে এদিন বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যায় তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন। রীতিমতো ছটফট করছিলেন। শরীরে আঘাতের চিহ্ন। কোনওমতে বলছিলেন, 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে...' পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই নুর মারা যান। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গুঞ্জরিয়ার বাসিন্দারা হাসপাতালে এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে

- গুঞ্জরিয়া অঞ্চলের নাহালপুর এলাকার সিপিএম কর্মী নুর আজমের অস্বাভাবিক মৃত্যু
- বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ, সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি ফেরেন
- শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল, পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি, ইসলামপুর থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী তড়িঘড়ি হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সামি বলেন, 'শাসকদলের হুমকির জেরে নুর বাড়িতে বসে গিয়েছিল। ওর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করুক।' অভিযোগ উড়িয়ে কানাইয়ার বক্তব্য, 'ওই তরুণ আমাদেরই কর্মী ছিলেন। ওঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। কীভাবে ওঁর মৃত্যু হয়েছে তা তদন্তে পরিষ্কার হবে।'

অধরা প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একজন খুন ও অপহরণের আসামি যখন ক্ষমতার অলিন্দে নীলবাতি জ্বালিয়ে দম্ভের সঙ্গে ঘোরেন, তখন সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'বিডিও প্রশান্তকে কি তাহলে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারবে না?' কাতর সুরে প্রশ্ন তোলেন স্বপন কামিল্যার স্ত্রী মমতা। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ২৩ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভোট হবে। জেলার মোহনপুর থানার দিলমাটিয়া গ্রামের বুথে ভোট দেবেন খুন হওয়া স্বর্ণ কারিগরের পরিবারের সদস্যরা। তার আগে মমতার প্রশ্ন কমিশনের কর্তাদের কানে আদৌ পৌঁছাবে কি না সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। কারণ, ক্ষমতাবান প্রশান্তর জন্য রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের পাশাপাশি কমিশনের দরজাতেও বোধহয় অলিখিতভাবে লেখা আছে 'সব খুন মাফ'।

ভোটের জন্য পাহাড়ে তিনদিনের নিষেধাজ্ঞা

দার্জিলিংমুখী দুই রাস্তা বন্ধ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের জেরে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনদিন রোহিণী রোড এবং ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবে। শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে এসময় চলাচলের ক্ষেত্রে সাধারণ যাত্রীদের মিরিক, সুখিয়াপোখরি হয়ে যাতায়াত করতে হবে। জেলা প্রশাসনের তরফে এমনই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যা নিয়ে পর্যটন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, এর ফলে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে খরচ অনেকটাই বাড়বে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'অন্যান্যবারের মতোই এবারের ভোটের আগেও কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। তবে, জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে।'

- মঙ্গলবার থেকে তিনদিন বন্ধ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি রোহিণী রোড
- সুখিয়াপোখরি-মিরিক হয়ে যান চলাচলে খরচ বাড়বে বলে আশঙ্কা পর্যটন ব্যবসায়ীদের
- পর্যটকদের হয়রানির আশঙ্কাও রয়েছে, প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় বিভ্রান্তি

> **অন্যান্যবারের মতোই এবারের ভোটের আগেও কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। তবে, জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে।**
>
> **হরিশংকর পানিক্কর**
> জেলা শাসক, দার্জিলিং

মঙ্গলবার থেকে তিনদিন শিলিগুড়ি-দার্জিলিং যাতায়াতের ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড এবং রোহিণী রোডে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ফলে সমতল থেকে সমস্ত যানবাহন মিরিক, সুখিয়াপোখরি-ঘুম হয়ে দার্জিলিংয়ে যাতায়াত করবে। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি নামার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ীদের জেলা প্রশাসনের তরফে এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে লিখিতভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জেলা প্রশাসন দেয়নি। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার ভোট রয়েছে। তার আগে মঙ্গলবার থেকেই শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী যানবাহনগুলিকে মিরিক হয়ে চলাচল করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। ঘুরপথে মিরিক হয়ে যাতায়াত করতে হলে পরিবহণ খরচ অনেকটাই বাড়বে।' তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ে বর্তমানে অল্প কিছু পর্যটক রয়েছেন। ভোটের জেরে এরাজ্যের পর্যটক না এলেও অন্যান্য রাজ্য থেকে মানুষ ঘুরতে আসছেন। তাঁদের খরচ বাড়বে।' যদিও জেলা পুলিশের কোনও কর্তাই বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করেননি। তাঁরা জানিয়েছেন, বিধিনিষেধ জারি হলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, সোমবারও দিনভর রোহিণী রোড যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দার্জিলিংয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) জনসভা ছিল। সেই সভায় কার্সিয়াং থেকে প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করায় যানজট হয়েছে। এর ফলেই রোহিণী রোডেও যানজট হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার সুকনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সভা রয়েছে। তিনি নিউ চামটার রিসর্ট থেকে সড়কপথে সুকনার সভায় যোগ দেবেন। সেইজন্য ওই রুটে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাশাপাশি ওইদিনই কার্সিয়াংয়ে বিজিপিএমের জনসভা রয়েছে। সেদিকে নজর রেখেই সমস্ত যানবাবহন মিরিক, সুখিয়াপোখরি হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

দার্জিলিং ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার ভোটকর্মীরা বুথে যাতায়াত শুরু করবেন। ফোর্সও যাতায়াত হবে। ফলে জাতীয় সড়ক এবং রোহিণী রোডে সাধারণ পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচনের জন্য এমনিতেই বিধিনিষেধ থাকে। এবারও সেটাই থাকছে। এর ফলে পর্যটকদের হয়রানি হবে বলে মনে করেন দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্টস (ডাটা) সম্পাদক প্রদীপ লামা।

একই বক্তব্য তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খানের। তিনি বলেছেন, 'ট্রাফিক পুলিশের তরফে আমাদের ফোন করে মিরিক হয়ে যাতায়াত করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এবার কার্সিয়াংয়ে আইআইএফএম

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : পাহাড়ের শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত হল নতুন পালক। কার্সিয়াংয়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (আইআইএফএম)-এর নতুন ক্যাম্পাস চালু হল। ইস্টার্ন ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজ চত্বরে এই বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ওই ক্যাম্পাস থেকে এমবিএ প্রোগ্রাম শুরু হবে। সোমবার সাংসদ রাজু বিস্ট বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড়ের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। এর ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে।'

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্সিয়াংয়ের সুনাম বিশ্বজুড়ে। পাহাড়ের 'এডুকেশন হাব' বলতে প্রথমেই কার্সিয়াংয়ের নাম উচ্চারিত হয়। ফলে নতুন এই কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তৈরি হওয়ায় কার্সিয়াংয়ের সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদবের সহযোগিতায় নতুন এই ক্যাম্পাসটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে বলে রাজু জানিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে এমবিএ'র পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স-এর মতো বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ থাকছে। ফলে দার্জিলিং সহ আশপাশের এলাকার পড়ুয়াদের ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য আর দূরে যেতে হবে না।

তবে এই ক্যাম্পাসটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। এটি 'লিভিং ল্যাবরেটরি' হিসেবে কাজ করবে। হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা, গবেষণা, ইনোভেশন এবং পলিসি এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রেও এই কেন্দ্রটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক মানের এই শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্বজুড়ে পড়ুয়াদের পাশাপাশি গবেষকদেরও আকর্ষণ করবে। ফলে শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। 'গ্রিন ইকনমি' গড়ে উঠতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কার্সিয়াংয়ে আইআইএফএম ক্যাম্পাস।

হার ছিনতাই

তিনের পাতার পর

পেছনের জায়গায় বাইক রেখে আমি কাজে গিয়েছিলাম। রাতে কাজ থেকে বেরিয়ে দেখি সেখানে আমার বাইকটি নেই। এর মধ্যেই এদিন সকালে ভাইরাল ভিডিওতে দুজনকে একটি বাইক চালিয়ে যেতে দেখি। বাইকের মডেল দেখে সেটি আমারই বলে মনে হচ্ছে। ওরা আমার বাইক চুরি করেই সোমবার সকালে একের পর এক ছিনতাই করেছে বলে আমার ধারণা। পুলিশকে সবই জানিয়েছি।'

এদিন যাঁদের টার্গেট করা হয়েছিল তাঁরা প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। জলেশ্বরী বাজারের বাসিন্দা রেবা ভৌমিক সপ্তাহের অন্যদিনের মতোই এদিন ভোরে গাছ থেকে ফুল তুলতে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'দেখলাম একজন গলিতে বাইক ঢুকিয়ে সেটির মুখ ঘুরিয়ে নিল। এরপর আরেকজন পিছন থেকে এসে হিন্দিতে আমার কাছে ফুল চাইল। আমি পিছন ফিরতেই হ্যাঁচকা টানে আমার গলার সোনার চেন ছিঁড়ে নিয়ে পিছনের তরুণ দৌড়ে গিয়ে ওই বাইকে বসে। তারপর ওরা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়।' একইভাবে সবাণী পালেরও উদ্বেগ বেড়েছে। অক্ষয় তৃতীয়ার পুজোর জন্য এদিন ভোরে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে তিনি বাসন গোছাচ্ছিলেন। ওই মহিলা বলেন, 'বাইকে করে দুজন মন্দিরের সামনে থেকে গিয়ে কিছুটা এগোনোর পর দাঁড়িয়ে পড়ে। টুপি পরা এক তরুণ জুতো পায়ে মন্দিরে ঢুকতে গেলে আমি তাকে বাধা দিই। সে আমার হাতে ছেঁড়া নোট দিয়ে দানবাক্সে দিতে বলে। ভগবানকে ছেঁড়া নোট দেওয়া উচিত নয় বলে আমি তাকে বোঝাচ্ছিলাম। সেই সময় ওই তরুণ আমার গলার হারটি টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

হঠাৎ করে এদিন যে অপারেশন চালানো হয়েছে তা নয়। এলাকাবাসীর দাবি, ওই দুই তরুণ গত কয়েকদিন ধরে ভোরের দিকে মন্দিরের কাছে এসে পথকুকুরদের বিস্কুট খাইয়ে যেত। এভাবেই তারা রেইকি চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিপিএমের মৌসুমি হাজরার বক্তব্য, 'বোঝাই যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে পরিকল্পনা সেরে তারপর এদিন অপারেশন চালানো হয়েছে। এভাবে দিনকয়েক ধরে রেইকি চালানো হলেও সে বিষয়ে প্রশাসনের কাছে কেন কোনও খবর থাকল না সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।' শহরের নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বলে কাউন্সিলারের দাবি।

ভয় গণহারে

তিনের পাতার পর

ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে তাঁদের গ্রেপ্তার করাই প্রথা। এছাড়া প্রতিটি থানার রেকর্ডে 'ট্রাবল মঙ্গার' হিসেবে চিহ্নিতদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। সেই প্রথা মেনে পুলিশকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল।

হাইকোর্টের মামলায় তৃণমূলের আবেদনপত্রে জেলাভিত্তিক নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে নেতা থেকে সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও রয়েছেন। কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, মাথাভাঙ্গার প্রার্থী সাবলু বর্মন প্রমুখ রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের অজিত বর্মন, ভিক্টর বর্মন, মনোরঞ্জন দে, সঞ্জয় দাস প্রমুখের নামও রয়েছে।

জলপাইগুড়ির তালিকায় আছেন প্রশান্ত রায়, উত্তম সরকার, দিলীপ রায়, দার্জিলিংয়ের তালিকায় আছেন রঞ্জন সরকার, দুলাল দত্ত। উত্তর দিনাজপুরের আবদুল সাত্তার, বিধায়ক হামিদুল রহমান, জাকির হোসেন, করণদিঘির গৌতম পাল, হেমতাবাদের সত্যজিৎ বর্মন, রায়গঞ্জের রন্টু দাস, কার্তিক দাস, দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তম জৈন, মালদার রেজাউল করিম বক্সী, বুলবুল খান, তজমুল হোসেনের নাম রয়েছে।

নাম উঠবে তো

তিনের পাতার পর

সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, 'কেন নির্দেশ সত্ত্বেও বারবার একই অভিযোগ নিয়ে আদালতে আসতে হচ্ছে?' তারপরই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়।

ট্রাইবিউনাল সূত্রে খবর, প্রথম দফার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের আবেদনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বিচারকদের নির্দেশ মেনে অনুমোদিত এবং বাতিল- এই দু'ভাগে তালিকা তৈরি হচ্ছে। প্রতি ৫টি আবেদনের মধ্যে ৪টি মঞ্জুর হচ্ছে। কিন্তু যাঁদের নথিতে ধোঁয়াশা আছে, তাঁদের আবেদন ঝুলে থাকছে। ট্রাইবিউনালের সামনে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীদের বক্তব্য, প্রতিদিন অন্তত ১০০ জন মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে ভিড় করছেন। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'বিএলও এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্তারা মানুষকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের নির্দেশ আছে কাউকে ভিতরে ঢুকতে না দেওয়ার। এই অসহায় মানুষগুলিকে আমরা কী জবাব দেব, তা নিয়ে কোনও গাইডলাইন নেই। পরিস্থিতি সামলাতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে।'

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারিতে পর্যটকদের ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়ে সংসার চালান সাগর শেখ। মুর্শিদাবাদে ভোট আর চারদিন পর। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। দেড়শো কিলোমিটার ট্রেন যাত্রা করে ১,২০০ টাকা খরচ করে জোকার ট্রাইবিউনাল অফিসে হাজির তিনি। হাতে পাসপোর্ট আর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে কাকুতিমিনতি করেছেন ভিতরে ঢোকার জন্য। কিন্তু রক্ষীদের সাফ কথা, 'প্রবেশ নিষেধ'।

দৃশ্যত বিধ্বস্ত সাগর বললেন, 'আমার স্ত্রীর নাম আছে, কিন্তু আমারটা কেন কাটা গেল, কেউ বলতে পারছেন না। বিএলও বললেন, অনলাইনে আপিল করতে। করলাম। তাঁর কথামতো কলকাতায় এলাম। মাসের শেষে পকেটে টান, তাও সব কাজ ফেলে এলাম। কিন্তু দেখা করতে দিলেন না কেউ। শিয়ালদা স্টেশনে রাত কাটিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। চার পুরুষ ধরে মুর্শিদাবাদে আমাদের বাস, তাও আমি ভোটার নই!'

সাগরের মতোই অভিজ্ঞতা নদিয়ার রাকেশ রুইদাসের। ভোরবেলা বেরিয়ে বাইকভাড়া করে জোকার অফিসে পৌঁছেছিলেন। গেটের সামনে গার্ডরেল। রক্ষীরা সটান জানিয়ে দিয়েছেন, ট্রাইবিউনাল থেকে তলব করা না হলে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। রাকেশের গলায় এখন হতাশা। শেষপর্যন্ত তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি? উত্তর দেওয়ারও কেউ নেই।

উত্তরে শাসকের শক্তিক্ষয়ের আভাস

প্রথম পাতার পর

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। অধ্যাপক সাবলু বর্মনের তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। ফলে অঙ্কের হিসেবে এগিয়ে নিশীথই। কোচবিহার উত্তর গতবার বিজেপির দখলে ছিল। এবারও সেটাই থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কোচবিহার দক্ষিণে ঘরোয়া ক্ষোভ রয়েছে বিজেপির প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে। গতবার এখানে বিজেপির জয়ের ব্যবধানও ছিল সামান্য। পদ্মের ক্ষোভ ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হলে তৃণমূলের অভিজিৎ দে ভৌমিক এগিয়ে থাকবেন। শীতলকুচিতে গতবারের মতো এবারও পদ্ম ফোটার সমূহ সম্ভাবনা। এসআইআর-এ প্রচুর মুসলিম ভোটারের নাম বাদ পড়ায় চাপে রয়েছে তৃণমূল। জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার গড় সিতাই নিয়ে এবার আর স্বস্তিতে নেই ঘাসফুল শিবির। বিজেপি এখানে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। দিনহাটায় বিজেপির প্রার্থী বাছাই নিয়ে অসন্তোষের আবহে উদয়ন গুহই এগিয়ে থাকছেন। নাটাবাড়িতে বিদায়ি বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে নিয়ে ক্ষোভ প্রচুর। তা সত্ত্বেও বিজেপির গিরিজাশংকর রায় এগিয়ে থাকছেন। তুফানগঞ্জে বিজেপির পিচে বাজিমাত করতে তৃণমূল প্রার্থী করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন বোলার শিবশংকর পালকে। কিন্তু রাজনীতির পিচে প্রতিপক্ষকে বোল্ড করা তাঁর পক্ষে একটু কঠিনই।

ঠিক পাশের জেলা আলিপুরদুয়ারের হিসেব অবশ্য এত জটিল নয়। চা বাগান অধ্যুষিত কয়েকটি বিধানসভায় নিঃশব্দে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে আরএসএস। একসময়ের লালদুর্গে এখন শুধুই 'রামরাজত্ব'। একুশের ভোটে জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনের পাঁচটিতেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। পরে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২৪ সালে মাদারিহাটে উপনির্বাচন হওয়ায় সেটিও ঘাসফুলের দখলে আসে।

এবার আলিপুরদুয়ার আসনে সুমন লড়লেও গোষ্ঠীকাঁটায় জর্জরিত হওয়ায় তাঁর জয় বড়ই কঠিন। মাদারিহাট আসনটিও ধরে রাখা সহজ নয় তৃণমূলের কাছে। ফলে জেলার পাঁচটি আসনেই পদ্ম ফুটতে পারে।

তুলনামূলকভাবে জলপাইগুড়ি জেলায় সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে তৃণমূল। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রিক এই জেলায় তৃণমূল-বিজেপির আসন যথাক্রমে ৪ ও ৩। ধূপগুড়িতে উপনির্বাচনে জয় পেয়েছিল তৃণমূল। এখানে পদ্ম প্রার্থীর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তৃণমূলের বিদায়ি বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় এগিয়ে থাকছেন। ময়নাগুড়ি আসনটিতেও প্রার্থী বাছাই নিয়ে পদ্মের চূড়ান্ত নাটকের জেরে হাওয়া লাগতে পারে ঘাসফুলের বাগানে। জলপাইগুড়ি আসনটিতে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। দলের অন্তর্কলহ খুব বেশি প্রভাব না ফেললে তৃণমূলের প্রার্থী কৃষ্ণ দাস বাঁশিতে সুর তুলতে পারেন ৪ মে। রাজগঞ্জেও অঙ্কটা একই। তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্নার জয়-পরাজয় নির্ভর করছে খগেশ্বরের নিজস্ব কিছু ভোটব্যাংকের ওপর। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে পদ্মের বিদায়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ক্ষোভ প্রচুর। 'মা-ছেলের' ব্যক্তিগত রসায়নের ওপর নির্ভর করে প্রথমদিকে শিখার প্রচার নিষ্প্রভ হলেও শেষ দিকে জ্বলে উঠেছেন। ফলে তৃণমূলের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে তাঁর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মাল বিধানসভা থেকে জিতে গতবার মন্ত্রী হয়েছিলেন বুলু চিকবড়াইক। তিনি এবারও আসনটি নিজের দখলে রাখতে পারেন। নাগরাকাটায় অবশ্য এগিয়ে থাকছেন বিজেপির বিদায়ি বিধায়ক পুনা ভেংরাই।

গোটা উত্তরবঙ্গের চর্চিত আসনগুলির মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি। দুই হেভিওয়েটের লড়াই এখানে। একদিকে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ অন্যদিকে, দু'বারের মন্ত্রী, বর্তমান মেয়র গৌতম দেব। ভোটের অঙ্কে এগিয়ে থাকছেন শংকরই। গৌতমকে বাজিমাত করতে হলে হিসেব মেলাতে হবে প্রচুর। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্য দুটি আসন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়াতেও গেরুয়া শিবিরই এগিয়ে থাকছে। একুশেও এই আসন দুটি বিজেপির দখলেই ছিল।

গোর্খাল্যান্ড আবেগে ভর করে পাহাড়ের তিনটির মধ্যে দুটি আসনেই পদ্ম ফুটেছিল গতবার। স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বিজেপিও এবার আর স্বপ্ন দেখাচ্ছে না। তাই একক আধিপত্য ভেঙে অন্য পথে হাঁটতে চাইছে পাহাড়। দার্জিলিং আসনটিতে এগিয়ে থাকছে বিজেপি। কার্সিয়াংয়ে অনীতের দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা অনেকটাই সুবিধাজনক জায়গায়। কালিম্পংয়ে অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও বিজেপির।

পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে সমতলে নেমে যতই দক্ষিণমুখী হওয়া যায়, ততই রাজনৈতিক অঙ্ক আরও জটিল হতে থাকে। উত্তরের এই অংশে লড়াই মূলত দ্বিমুখী হলেও দুই দিনাজপুর ও মালদায় তা ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী।

উত্তর দিনাজপুর উত্তরের এমন একটি জেলা, যেখানে তৃণমূলের আসন সবচাইতে বেশি। ৯টির মধ্যে এখানে সাতটিতেই গতবার জয় পেয়েছিল তৃণমূল, দুটিতে বিজেপি। পরে রায়গঞ্জের বিজেপি বিধায়ক চলে আসেন তৃণমূলে। ফলে এই জেলায় এখন তৃণমূলের আট বিধায়ক। এবারে অবশ্য ঘাসফুলের বাগান তছনছ হওয়ার আভাস ধর্মের কালবৈশাখীতে। চোপড়া, গোয়ালপোখর, হেমতাবাদ আসনে তৃণমূল খানিক এগিয়ে থাকলেও শঙ্কা রয়েছে ইসলামপুর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ ও ইটাহার নিয়ে। ইসলামপুরে করিম-কাঁটায় কানাইয়ালাল আগরওয়ালের জয় পাওয়া খুব শক্ত। চাকুলিয়ায় কংগ্রেস এবার অনেকটাই শক্তিশালী। তৃণমূলের ভোট কাটতে পারলে আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)-এর 'ভিক্ট্রি' সময়ের অপেক্ষা। করণদিঘিতে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছেন সিপিএমের হাজি সাহাবুদ্দিন। ভোট কাটাকাটির অঙ্কে এখানে তৃণমূল, বিজেপি বা সিপিএম যে কেউ শেষ হাসি হাসতে পারে। রায়গঞ্জের বিজেপি ত্যাগী কেকে অর্থাৎ কৃষ্ণ কল্যাণীকে নিয়ে ক্ষোভ অনেক। এবার তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণের পথ খুব মসৃণ নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ছ'টির মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে ছিল, বাকি তিনটি বিজেপির। এখানেও তৃণমূলের আসন কমার পূর্বাভাস। একেবারে তৃণমূল স্তরে চরম অসন্তোষ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঘাসফুলের ভোটব্যাংকে বড় ফাটল। কুশমণ্ডিতে যেমন তৃণমূল ও বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। হরিরামপুরেও মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের গদি টলমল করছে। বামের ভোট রামে গেলে এখানে শেষ হাসি হাসবে বিজেপিই। গঙ্গারামপুরেও আরএসএসের গড়ে দেওয়া ভিতে প্রাণচঞ্চল বিজেপি। তপনে বিজেপি-তৃণমূল উভয়ই চেষ্টার কসুর করছে না। ফলে লড়াই এখানে হাড্ডাহাড্ডি। কুমারগঞ্জে সংখ্যালঘু ভোট প্রচুর। কিন্তু রয়েছে শাসক বিরোধী হাওয়া। ফলে তোরাফ হোসেন মণ্ডল আসনটি ধরে রাখতে পারবেন কি না, সংশয় রয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের নিজের এলাকা বালুরঘাটে শাসকদল ও বিজেপি-উভয়ই ঘরোয়া কোন্দলে জর্জরিত। তবে হিন্দুত্বে ভর করে এগিয়ে থাকছে বিজেপিই।

উত্তরের জেলাগুলিতে সবথেকে বেশি আসন মালদায়। ১২টি। তারমধ্যে আটটিই তৃণমূলের দখলে ছিল। বাকি চারটি বিজেপির। ঘাসফুলের সাজানো বাগান এখানেও তছনছ হতে পারে। আদিবাসী অধ্যুষিত গাজোল বিজেপির দখলে ছিল। এবার সেখানে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। পাশের হবিবপুরে বিজেপি ছিল। এবারও পদ্মের আসনটি ধরে রাখতে পারেন জয়েল মুর্মু। চাঁচলে বড় ফ্যাক্টর কংগ্রেসত্যাগী নির্দল আনজারুল হক জনি। তৃণমূলের 'বহিরাগত' প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন নাকি বিজেপির রতন দাস, তা ঠিক করবেন জনিই। হরিশ্চন্দ্রপুরে মন্ত্রী তজমুল হোসেন এবার প্রার্থী হতে পারেননি। তাঁর 'খেলা'র ওপর নির্ভর করছে তৃণমূলের প্রার্থী মতিবুর রহমানের ভাগ্য।

পাশেই মালতীপুর নিয়ে চর্চার শেষ নেই মালদাজুড়ে। ক্ষমতাবান তৃণমূল নেতা আব্দুর রহিম বক্সীর গড়ে এবার তাঁর প্রতিপক্ষ সদ্য তৃণমূলত্যাগী কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম বেনজির নুর। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মৌসমের হাত ধরতে মরিয়া সংখ্যালঘুরা। রহিম বক্সীর ভোট কাটলে মৌসমের ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে এবার। রতুয়ায় গতবার বিপুল ভোটে জিতেছিল তৃণমূল। কিন্তু 'বুড়ো' প্রার্থী সমর মুখার্জিকে নাপসন্দ দলেরই অনেকের। মুসলিম সমাজও মুখ ফেরাচ্ছে। ফলে অঙ্ক কঠিন হচ্ছে এখানে।

মানিকচকে ধর্মীয় মেরুকরণ চূড়ান্ত। গতবার তৃণমূলের সাবিত্রী মিত্র জিতলেও এবার আসনটি তৃণমূলের দখলে থাকবে কি না, সংশয় রয়েছে। বাম-ফ্যাক্টর হওয়ায় লড়াই মূলত বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। মালদা ও ইংরেজবাজার দুটি শহর ঘেঁষা আসনে এবারও রামরাজত্বের আভাস।

মোথাবাড়ি আসনটিতে গতবার জয় পেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। গঙ্গা এখানে গিলছে বাড়ির পর বাড়ি। ক্ষোভ আঁচ করে সাবিনা চলে গিয়েছেন পাশের সুজাপুরে। মোথাবাড়িতে এবার কংগ্রেসের পালে হাওয়া। সাবিনা বীজগণিত বুঝেই প্রার্থী হয়েছেন সুজাপুরে। এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও শেষ হাসি হাসতে পারেন তিনি।

রইল বাকি বৈষ্ণবনগর। নামে হিন্দুত্বের ছোঁয়া থাকলেও এখানে হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই বাস। তৃণমূলের এই আসনে ভোট কাটাকাটির হিসেব করে ফেলেছে কংগ্রেস। আর এই অঙ্ক মিলে গেলে আসনটি পেয়ে যেতে পারে বিজেপি।

দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শাসকের শক্তি বরাবরই কম। এবার শক্তিক্ষয়েরই আভাস তোর্ষা থেকে শুরু করে গঙ্গাপারে।

বৌয়ের জন্য বিরিয়ানি

তিনের পাতার পর

'এখন আর ঝোলা দেখে বাম-রাম বা বাউল কাউকেই চেনা যায় না। সবাই ভেকধারী।'

কোর্ট মোড়ে বিশু ঘোষকে দেখা গেল খুবই উত্তেজিত। চিৎকার করছেন আর তাপস গুহরায়কে উদ্দেশ্য করে দু'চারটে কুকথাও বলছেন। উত্তেজনার বিষয় ভোটার স্লিপ। কোর্ট মোড়ে রাস্তার ফুটপাথে তাপসের পান গুটখার দোকান। চিৎকার শুনে দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই কানে এল বিশু ঘোষের গলা।

বলছেন, 'পার্টির দেওয়া ভোটের স্লিপ নিয়ে গেলে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে দেবে না। ওটা ছিঁড়া ফ্যালায় দে।'

জানতে চাইলাম, যাঁদের বাড়িতে বিএলও এখনও স্লিপ দিয়ে যাননি তাঁদের কী হবে? একটি অপরিচিত গলার প্রশ্নে একটু সুর নরম বিশুর। জ্ঞানেশকুমারের ঢঙে বললেন, 'যাঁদের বাড়িতে স্লিপ পৌঁছায়নি তাঁদের বিএলওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।' নিদান পেয়ে সেখান থেকে অন্যদিকে পা বাড়াতেই তাপস ইশারায় ডাকলেন, নীচু স্বরে বললেন, 'আমাদের তিনজনের স্লিপ বিএলও বাড়িতে এসে গতকালই দিয়ে গিয়েছেন।'

মানুষ এখন ভোট নিয়ে কতটা ভাবিত, তা জানতেই পথে বেরিয়েছিলাম। চম্পাসারি মোড়ে কানে এল এক উত্তেজিত নারী কণ্ঠ। বাংলার বাইরে বাঙালি মার খাচ্ছে বলে সেখানে উত্তেজিত মমতা দাস। তিনি শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আমরা বাঙালির প্রার্থী। একটি টোটো আর গুটিকয় লোক নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন। বললেন, 'এবার বাঙালিদের মানসিকতা বদলাচ্ছে।' জানতে চাইলাম যে বাঙালি এখন তৃণমূলকে বা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন তাঁরা হঠাৎ বাঙালি ভাবাবেগে ভাবিত হয়ে আপনাকে ভোট দেবেন বলে আশা করেন? মৃদু হেসে মমতা বলেন, 'যেদিন আমাদের ঘরের শিশু এবং নারীদের গায়ে হাত পড়বে সেদিন আমাদের কথা ভাবতে হবেই।'

এই মোড়েই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভবেশ ঘোষের ভাই হনুর (ভালো নাম বিপদভঞ্জন ঘোষ) বাসনপত্রের দোকান। আগে মিষ্টির দোকান ছিল। বললেন, 'ভাবতে তো হবেই। যে রাজনীতির কথাই উঠুক না কেন, তাঁকে ভাবতে হবে মেডিকেলের আজ বেহাল অবস্থা কেন? সেখানে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নেই কেন? উন্নয়ন নিশ্চয়ই দরকার। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য মোড়ের যেসব দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে সেই পরিবারগুলির মুখ চেয়ে পুনর্বাসনের কথাও ভাবতে হবে।'

ভাবতে তো হবে, কিন্তু ভাববে কে? এখন কি আর মানুষের অত ভাবনার সময় আছে? এই প্রশ্ন শান্তি মোড়ের ৫০ বছর পেরিয়ে আসা আড্ডার সদস্য দুলাল বসাকের। তাঁর মতে, 'অত ভাবাভাবির কী আছে, পরিষেবা আর কাজ দেখে ভোট দিলেই হল।'

এত কথা বলছে সবাই কিন্তু খেলার কথা কই? এখন তো ভোটের নাম 'খেলা হবে'। অবশেষে সেকথাও শোনা গেল নেতাজি কেবিনে। এমন নয় যে আমাকে প্রশ্ন করে খেলার প্রসঙ্গ তুলতে হয়েছে। সেখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা নিজেদের মধ্যেই খেলা নিয়ে কথা বলছিলেন। নীলনলিনী স্কুলের কালীবাবু স্যারের ছেলে শিবাশিস রায় (পুজন) বলছিলেন, 'গামাদা আর তাঁর ভাই তপন ঘোষকে তো দেখেননি, তিলক ময়দানে তাঁদের খেলা ছিল চোখ চেয়ে দেখার মতো। তেমন খেলা কি আর এখন কেউ খেলতে পারবে?'

সুযোগ বুঝে সক্রিয় জমি হাঙররা

সবাই হাতে আছে, অকপট মাফিয়ারা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ এপ্রিল : 'সব আমাদের হাতের মুঠোয়, আপনার কত লাগবে রেট বলুন।'

জলাভূমি বুজিয়ে অট্টালিকা তুলতে ব্যস্ত মাফিয়াদের একজন ঠিক এই ভাষাতেই প্রতিবেদককে অফার ছুড়ে দিলেন।

'ছবি তুলে লাভ হবে না, বিল্ডিং হবেই', বলে ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে সরে গেলেন ওই ব্যক্তি। ঘটনাস্থল ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়। শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে কাদের মদতে কালা কারবারিরা এমন স্পর্ধা পাচ্ছে, সেই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে।

ভোটের আবহেও ইসলামপুর শহরে আইনের শাসন যে লাটে উঠেছে, তা জমি মাফিয়াদের কথাতেই স্পষ্ট।

৪ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ অপ্সরা মোড়ের পুকুর ভরাট করে বাড়ি নির্মাণের পর্দা ফাঁস করে। সেই সময় পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল 'ব্যক্তিগত স্তরে কাজ বন্ধ করতে পদক্ষেপ করব' বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দিব্যি বুক ফুলিয়ে পুকুর ভরাট করে অট্টালিকা উঠছে।

ইসলামপুর মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বেআইনি কারবারিদের 'আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে' বলে দাবি করেছিল। কিন্তু সোমবার কাজের বহর এবং কারবারে যুক্তদের ঔদ্ধত্য বলছে, প্রভাবশালী দাদাদের হাত মাথায় না থাকলে এমনটা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক তাসি ভুটিয়া বলছেন, 'কয়েকদিন আগেই আমাদের কর্মীরা মহকুমা শাসকের নির্দেশে স্পট ভিজিট করে যাঁরা এই বেআইনি কাজ করছেন, তাঁদের আইনি নোটিশ ধরিয়েছিলেন। নির্বাচনের কাজে বর্তমানে আমরা ব্যস্ত। ফলে নজরদারির অভাব রয়েছে। নোটিশের তোয়াক্কা না করে ওই কাজ শুরু হয়ে থাকলে কড়া পদক্ষেপ করব।' আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন কি না প্রশ্নে তাসি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পদক্ষেপ হবে।' মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়ালের প্রতিক্রিয়া জানতে বিকেল ৩টে ২৮ মিনিট, ৩টে ৩৯ মিনিট ও ৪টে ৩০ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

ইসলামপুর শহরের অপ্সরা মোড়ে পুকুর ভরাট করে অট্টালিকা তৈরি।

> **নির্বাচনের কাজে বর্তমানে আমরা ব্যস্ত। ফলে নজরদারির অভাব রয়েছে। নোটিশের তোয়াক্কা না করে ওই কাজ শুরু হয়ে থাকলে কড়া পদক্ষেপ করব।**
>
> **তাসি ভুটিয়া**
> *ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, ইসলামপুর*

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই দেখা গেল, বহালতবিয়তে দাপিয়ে বেআইনি কাজ চলছে। ছবি তুলতেই পাশে এসে দাঁড়ালেন এক ব্যক্তি। বলে উঠলেন, 'কেন অযথা হাঙ্গামা বাড়িয়ে এসব করছেন। কত টাকা লাগবে রেট বলুন, সব হয়ে যাবে। খবরটা ছেড়ে দিন। বাকি সব সেটিং হয়ে গিয়েছে।'

কানাইয়া বলেছেন, 'নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে এসব বেআইনি কাজ চলছে। আমি খোঁজ নিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি।' মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত মজুমদার বলেন, 'বিএলএলআরও আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। আসলে দপ্তরের কর্মীরা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় অসাধু লোকজন হয়তো কাজ শুরু করেছে। আমরা কড়া আইনি পদক্ষেপ করব, তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।' প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন চলছে বলে কি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নয়?

ফের বেআইনি দখলের সক্রিয়তা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সরকারি জমি দখল আটকাতে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরের তরফে বোর্ড টাঙানো হয়েছিল। যদিও সেই বোর্ড খুলে জমি দখলের চেষ্টা হয়েছিল একাধিকবার। এরইমধ্যে ভোটে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ব্যস্ততাকে কাজে লাগিয়ে এসব জমিতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।

শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু'র ধারে টোল গেট এলাকায় এমনই একটি সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, টোল গেট এলাকাটি হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ঝাড়জোত এলাকার মধ্যে পড়ে। একাধিকবার সেখানে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে দুটি বোর্ড টাঙানো হয়েছিল। পরে সেখান থেকে একটি বোর্ড চুরিও হয়ে যায়। ভোটের আগে সেখানেই অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।

মূল সড়কের ধারে জমিতে অবৈধ নির্মাণ হলেও তা কেন প্রশাসনের নজরে পড়ল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে বিজেপির অভিযোগ, জমি দখল এবং নির্মাণকাজের পিছনে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের হাত রয়েছে। সেকারণেই প্রশাসন এমন উদাসীন রয়েছে। যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঘাসফুল শিবিরের নেতারা।

নকশালবাড়ির ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপাঞ্জন মজুমদার বললেন, 'বিষয়টি জানা নেই। কেউ অভিযোগ জানাননি। যদিও এমন দখলদারি নিয়ে প্রশাসন সব দেখেও কিছু দেখছে না বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। তাদের প্রশ্ন, ভোটের কাজে ব্যস্ত বলে কি সরকার তার সম্পত্তি রক্ষা করবে না? শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'টাকা তোলা এবং ভোটে সেই টাকা কাজে লাগানোর জন্য এমন দুর্নীতি করছে তৃণমূল।' যদিও দার্জিলিং জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানা নেই। আমরা খোঁজ নেব।'

টোল গেট এলাকায় সরকারি জমিতে নির্মাণসামগ্রী ফেলা হয়েছে। -সূত্রধর

শিলিগুড়িতে তৃণমূল নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে জমি কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ নতুন নয়। ভোটের আগে দলের তরফে এনিয়ে সাবধানবাণীও শোনানো হয়েছিল ওই নেতাদের। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'দলের কেউ জমি দখলের সঙ্গে যুক্ত কি না, জানা নেই। নকশালবাড়ির বিষয় সেখানকার নেতারাই বলতে পারবেন। অভিযোগ উঠলে দল ব্যবস্থা নেবে। তবে ভোটের সময় বিজেপি ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা করতে পারে।'

প্রয়াত সাংবাদিক অনুপ সাহা

২০ এপ্রিল : মাত্র ৫৮ বছর বয়সে জীবনকে অলবিদা জানালেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক অনুপ সাহা। পত্রিকার সঙ্গে টানা ২৫ বছরের পথ চলায় ইতি পড়ল সোমবার সকালে। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। গত শুক্রবার ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে তিনি ওই নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন।

মৃত্যুকালে রেখে গেলেন অশীতিপর মা মীরা, স্ত্রী পম্পা ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া একমাত্র কন্যা অনুষ্কাকে। সোমবার সন্ধ্যায় দেহ ওদলাবাড়ির বাড়িতে পৌঁছোনোর পর চেল নদীর ধারে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে গোটা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রচুর মানুষ।

২০০১ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদে কাজ করেছেন নির্ভীক চিত্তে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রকৃতি সংরক্ষণ, খেলাধুলো ও পর্যটনের প্রসার, নানা সামাজিক আন্দোলন কিংবা শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিলেন অনুপ।

ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরকে ডুয়ার্স দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে চা বলয়ের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী সৈনিক। ওদলাবাড়ি উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ শয্যার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণ, ২০১০ সালে পাথরঝোরার রাস্তায় রেলের আন্ডারপাস তৈরি, সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের স্টপ একসময় ওদলাবাড়ি থেকে উঠিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে দিল্লি যাত্রা ও পরে হল্ট স্টেশনের মর্যাদা আদায়- সবেতে তিনি ছিলেন পুরোভাগে।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র গিরিখাত ইয়েলবংকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার নেপথ্য কারিগর তিনি। রহস্য রোমাঞ্চে ভরা সুন্দরী চুইখিমের কথা কেউ জানত না অনুপের সৌজন্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত না হলে। হারিয়ে যেতে বসা ক্লাব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার অগ্রণী সেনা হিসেবেও তাঁকে মনে রাখবে ওদলাবাড়ি।

গত ৬ বছর ধরে উত্তরবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণীয় ওদলাবাড়ি নৈশ ফুটবল কমিটির সম্পাদক ছিলেন তিনি। ২০০১ সালে মালবাজার মহকুমা হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক বছর ছিলেন মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক। প্রতিনিধিত্ব করেছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থাতেও।

বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন ঝুলে

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : নির্বাচনের আবহে ৪৫টি'র বেশি বিল্ডিং প্ল্যান পুরনিগমের অনুমোদনের অপেক্ষায় আটকে রয়েছে। মার্চে মাসিক অধিবেশন অর্থাৎ বোর্ড মিটিং না হওয়ার জেরে সেই সংখ্যা কিছুটা হলেও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে বলেই মানছেন পুরকর্তারা। যদিও তাঁদের দাবি, চলতি মাসের শেষ দিকে হতে চলা বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন, নির্বাচনের আবহে চলতি মাসে বোর্ড মিটিং হলে মার্চে কেন হল না?

সূত্রের খবর, একদিন বিশ্রাম নিয়েই গৌতম দেব পুরনিগমের কাজে পুনরায় মন দেবেন। তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে দলের তরফে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হলে নিয়মিত পুরনিগমে যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই গৌতমের দাবি। প্রথম দফার ভোট পর্ব শেষ হতেই পুরসভার মাসিক অধিবেশন হতে চলেছে, যা গৌতম স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, ২৮ এপ্রিল বোর্ড মিটিং হবে। তার আগে ২৫ তারিখ মেয়র পারিষদদের নিয়ে বৈঠকে বসার কথাও রয়েছে। তবে নির্বাচনের আবহে হতে চলা বোর্ড মিটিংয়ে ঠিক কোন কোন ইস্যুতে আলোচনা হবে, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও পুরকর্তারা জানান, শহরের দৈনন্দিন জরুরিভিত্তিক কাজকর্ম নিয়েই আলোচনা হবে। সেই তালিকায় পানীয় জল পরিষেবা থেকে শুরু করে জঞ্জাল সাফাই সহ নানান ইস্যু থাকার সম্ভাবনা। তবে, এবারের বৈঠকে নতুন করে কোনও প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হবে না।

সূত্রের খবর, নির্বাচনের আবহে শহরের বেশ কিছু এলাকায় রাস্তা সহ নিকাশিনালা ও কালভার্টের কাজ থমকে আছে। এনিয়ে মেয়র বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য শহরের নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা। সেই লক্ষ্যেই প্রথম দফার ভোট পর্ব মিটতেই নির্বাচনের বিধিনিষেধ মেনেই বোর্ড মিটিং করা হবে। এছাড়াও নিয়মিত পুরনিগমেও যাব।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনরে কটাক্ষ, 'পুর বোর্ড নাগরিক পরিষেবা বাদে সব কিছু দেখছে। আসলে ভোটের প্রচারে ক্ষতির আশঙ্কা করে গত মাসে বৈঠক করা থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যর কথায়, 'বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে অনুমোদন দিতে কোনও আপত্তিও নেই।'

ভোটের মুখে অবৈধ নির্মাণের বাড়বাড়ন্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : ভোটারদের মন পেতে আদা-জল খেয়ে ময়দানে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলো। এই অবস্থায় ভোটারদের কে-ই বা চটাবে? বিষয়টি বিলক্ষণ জানা রয়েছে সুযোগসন্ধানী একশ্রেণির মানুষের। তাই বিনা বাধায় রমরমিয়ে চলছে অবৈধ নির্মাণ। শুধু অবৈধ নির্মাণই নয়, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন চাঁদমণি এলাকাতে নদীর মধ্যে মাটি ফেলে অবৈধ দখলদারি শুরু হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে পুরনিগমের ১ নম্বর, ৪ নম্বর এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সবকিছু যেন দেখেও না দেখার ভান করছেন কাউন্সিলাররা। তাঁদের গলায় একসুর, 'খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী অবশ্য বলছেন, 'অভিযোগ পেলেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।' যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নির্মাণ বন্ধের সাহস কে-ই বা আর দেখাবেন! পাছে ভোটার চটে যায়।

চতুর্থ মহানন্দা সেতু হয়ে মাটিগাড়ার দিকে নামার সময় অবাক করা দৃশ্য নজরে পড়ল। সেতুর একধারে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অংশে একটি নির্মাণ। নিয়মমাফিক আশপাশে ছাড়া হয়নি জায়গা। বিদ্যুতের তার থাকলেও, সেটা ঘেঁষেই বিপজ্জনকভাবে নির্মাণ তোলা হচ্ছে।

সামনে গিয়ে বাড়ির মালিকের খোঁজ করতেই বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। প্রশ্ন করা হল, 'আপনার এই কাজের কোনও কাগজপত্র রয়েছে?' জবাব দিলেন, 'কাগজপত্র বানাতে অনেক সময় লেগে যাবে। পরিবার বেড়েছে। তাই ঘর বাড়ানোর জন্য ওপরতলা তৈরি করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ।

ওই এলাকায় শুধু এই একটি নির্মাণই নয়, কুলিপাড়ায় রেলের জায়গার ওপর তৈরি বসতিতেও চলছে বেআইনি কর্মকাণ্ড। একটি তিনতলা নির্মীয়মাণ ভবন চোখে পড়ল। খোঁজখবর নিতেই একজন বেরিয়ে এসে বললেন, 'নিজের টাকাতেই তো বানাচ্ছি। ওসব নিয়মের কোনও ব্যাপার নেই।' এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন্ত দাসের কথায়, 'আসলে ভোটের সময়ে গণদেবতারাই সবকিছু। এখন তাঁদের কেউ চটাতে চাইবেন না, সেটা ওঁরা খুব ভালোমতো জানেন।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের বক্তব্য, 'বিষয়টা দেখা হচ্ছে।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরে রেলের এবং খাসজমির ওপর তৈরি হওয়া বসতিতে অবৈধ নির্মাণের দৌরাত্ম্য বেশ কয়েক বছর ধরেই রয়েছে। আগে ওই এলাকার একাধিক কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুরনিগম। তবে ভোটের মরশুমে প্রশাসন সেই পথে পা বাড়াচ্ছে না। নিয়ম না মেনে মাথা তোলা বাড়ির মালিক ঘুরিয়ে স্বীকারও করে নিয়েছেন, 'এটাই সঠিক সময়। নয়তো পরে সমস্যা হতে পারে।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং বলছেন, 'এগুলো তো পুরনিগমের দায়িত্ব। আসলে কেউ দেখার নেই বলেই এমন পরিস্থিতি।'

পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দনগর রোডের দুইপাশে থাকা পূর্ত দপ্তরের জায়গায় গজিয়ে ওঠা দোকানগুলোর একাংশে বেআইনি নির্মাণ শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির ওপরে তৈরি হচ্ছে গোডাউন। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ অবৈধ নির্মাণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সোমবার সকালে ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল এনজেপি থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃতের বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তবে, সঠিক কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে মৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টাও শুরু করেছে পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : চোপড়া থানা এলাকায় সোমবার দুটি পৃথক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রঙ্গাগছ এলাকায় ঝুমা হালদার (১৭) নামে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অন্যদিকে, সদর চোপড়া এলাকায় মালতী বিশ্বাস নামে (৩৬) এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দুটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার এক

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : চোপড়া থানার চিতলঘাটায় পারিবারিক সংঘর্ষে রেজবুল হক নামে এক তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার মহম্মদ ইয়াসিনকে আটক করেছে পুলিশ। এদিন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেজবুলের ময়নাতদন্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

ঘিসিংয়ের আদর্শে উন্নয়নের বার্তা অনীতের

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সুবাস ঘিসিংয়ের আদর্শে কাজ করছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। তাই ঘিসিংয়ের আদর্শে বিশ্বাসী সকলকে এবার পাহাড়ের তিনটি আসনে বিজিপিএমকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন অনীত থাপা। সোমবার দার্জিলিংয়ে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনীত বলেন, 'সুবাস ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ সবসময় উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছে। সেইজন্যই দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) কাজ করেছিল। আমরাও উন্নয়নে বিশ্বাসী হয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) কাজ করছি।'

এদিন দার্জিলিংয়ে দলীয় প্রার্থী বিজয়কুমার রাইয়ের সমর্থনে চকবাজারে জনসভা করেন অনীত। তার আগে মিছিল করে দার্জিলিং শহর পরিক্রমা করেন। মিছিল এবং জনসভাজুড়ে দলের নেতাকর্মীদের নাচ, গানে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। অনীতও মঞ্চে বক্তব্য রাখার আগে গানের তালে তালে কোমর দুলিয়েছেন।

এদিন অনীত বলেন, 'এটাই পাহাড়ের চিন্তাধারার পরিবর্তন। এখন আর নির্বাচনে মারামারি, রক্তারক্তি হয় না। এখন নির্বাচন মানে সত্যিকারের গণতন্ত্রের উৎসব।'

এদিনের বক্তব্য থেকে বিজেপিকে তোপ দাগেন তিনি। পাহাড়ের মানুষকে উদ্দেশ্য করে অনীত বলেন, 'বিজেপিকে বহু বছর ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। না গোর্খাল্যান্ড হয়েছে, না এখানকার উন্নয়নে কিছু করেছে। কিন্তু আমরা ২০১৭ সালের পর থেকে রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়েছি। এখন আর দু'দিন পর পর পাহাড়ে বনধ, অবরোধ, রাস্তায় নেমে আন্দোলন হয় না। একবার আমাদের সুযোগ দিন। পাহাড়কে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছে দেব।'

জিএনএলএফ কর্মী-সমর্থকদের মন জয় করতে অনীত বলেন, 'আমি সুবাস ঘিসিংয়ের আদর্শকে মাথায় নিয়ে কাজ করি। পাহাড়ের উন্নয়নে ঘিসিংয়ে অবদান অস্বীকার করা যায় না।' অনীত দাবি করেন, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াং এই তিনটি আসনের বিজিপিএম প্রার্থীদের জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠালে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পাহাড়ের উন্নয়নের ছবিটা বদলে যাবে।

যদিও অনীতের বক্তব্য নিয়ে সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি জিএনএলএফ। দলের সাধারণ সম্পাদক নীরজ জিম্বা শুধু বলেন, 'অনীত থাপা কী বলেছেন সেটা নিয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করব না।'

ডিউটি বদলের দাবি

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের ভোটের দিন বুথে প্রিসাইডিং অফিসারের ডিউটি দিয়েছে কমিশন। কিন্তু পে-স্কেল অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসারের বদলে নির্বাচন কমিশন যাতে ভোটের কাজে উঁচু কোনও পদের দায়িত্ব কলেজ শিক্ষকদের দেয় সেই দাবি সোমবার জানানো হয়। এদিন ৩৬ জন শিক্ষক শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকদের কাছে ডিউটি বদলের দাবি জানান। অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারদের তরফে দাবি জানানো হয়, তাঁদের যাতে প্রিসাইডিং অফিসারের ডিউটি না দেওয়া হয় সেই নির্দেশ হাইকোর্টের তরফে দেওয়া হয়েছে। কেননা তাঁরা সকলে গেজেটেড অফিসার। তারপরও শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের বুথের ডিউটি দেওয়া হয়েছে।

বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে আবর্জনার গাড়ি যাওয়া ঘিরে এদিন বিতর্ক ছড়াল। পুরনিগমের ওই গাড়ির পেছনে তৃণমূলের স্লোগান দেওয়া একটি স্টিকারকে ঘিরে যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। ওয়ার্ড কাউন্সিলার আলম খান বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডে আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার কোনও গাড়িতে এমন কোনওকিছু স্টিকার লাগানোর বিষয়টি জানা নেই। এরকম কেউ করে থাকলে অবশ্যই বিষয়টি দেখা হবে।'

কাজ বন্ধ রেখে দেব-দর্শনে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২০ এপ্রিল : সুপারস্টার বলে কথা! তাই তাঁকে এক ঝলক দেখতে অপেক্ষাকে কেউ সেভাবে আমলই দিলেন না।

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার সমর্থনে সোমবার এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মিলনপল্লি মাঠে আয়োজিত এই সভায় দেব এদিন প্রধান আকর্ষণ ছিলেন। অভিনেতাকে দেখতে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি চা শ্রমিকদের প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। দর্শকদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন চা বাগান থেকে এসেছিল। অনেকে এদিন নিজেদের রোজকার কাজ স্বেচ্ছায় বন্ধ রেখেছিলেন। অভিনেতা দর্শনের সুযোগ হওয়ায় এদিনের আর্থিক ক্ষতিকে তাঁরা হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিন মিলনপল্লির মাঠে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টার পর পৌঁনে ৫টা নাগাদ দেব কপ্টার থেকে নামতেই ছবি তোলার হিড়িক পড়ে। অনেকেই অভিনেতার হাতে গোলাপ তুলে দেন। বিধাননগরের এক তরুণীর 'আই লাভ ইউ দেবদা' লেখা প্ল্যাকার্ড দেখে দেব হেসে তাতে সই করেন। মঞ্চে রিনার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পকে হাতিয়ার করেন। উন্নয়ন ভালো লাগলে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলেন। ধর্মের নামে রাজনীতি করা মানুষদের ভোট দেওয়া উচিত নয় বলে সাংসদ সবাইকে জানান। যোগী আদিত্যনাথের বলা 'উত্তর বিহার' প্রসঙ্গে দেবের মন্তব্য, 'কথাটি হয়তো ওঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা বিহার নয় বাংলা। এখানে সব রাজ্যের মানুষই থাকেন।'

অভিনেতা পৌঁছানোর আগেই এদিন মাঠ ভরে গিয়েছিল। মতিধরের চা শ্রমিক শর্মিলা দাস বলেন, 'দেবকে দেখতে ৩টার সময় কাজ ছেড়ে গিয়েছিলাম। পরে বসার চেয়ারও পাইনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল। অভিনেতাকে দেখে খুব ভালো লেগেছে।' সৈয়েদাবাদ চা বাগানের সাব্বির এক্কার কথায়, 'অভিনেতাকে দেখতে ২টা নাগাদ কাজ ছেড়ে মোটরবাইক নিয়ে মিলনপল্লি মাঠে গিয়েছিলাম। মহিলাদের টোটো করে পাঠিয়েছিলাম। দলীয় সভায় গেলে অনেক সময় তেলের টাকা পাওয়া যায়। আজ সেটাও পাইনি। এদিকে, হাজিরার টাকাও বাদ গিয়েছে। তবে, দেবকে সামনে থেকে দেখে আনন্দ হয়েছে।'

সভায় এসে জগন্নাথপুরের কিশোরী সোনালি মুর্মু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। তাকে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অভিনেতাকে দেখতে না পাওয়ায় কিশোরীর মন খুবই খারাপ। মঞ্চের সামনের চেয়ারে বসা খুদে ঊর্মি ও সায়ন অবশ্য 'খোকাবাবু'কে দেখে খুবই খুশি। মহিলারা কোলে বাচ্চা নিয়ে এসেছিলেন। দুটি বাচ্চা হারিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। মঞ্চ থেকে মাইকে ঘোষণা করে তাদের পরিবারের হাতে দেওয়া হয়।

তৃণমূল প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার সমর্থনে মিলনপল্লি মাঠে আয়োজিত জনসভায় দেব। সোমবার।

ধর্মের রাজনীতি প্রসঙ্গে অভিনেতার সংযোজন, 'বাবরি মসজিদের নামে ভোট চাওয়া হচ্ছে, এটা কি ঠিক? উন্নয়নের নিরিখে ভোট হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করবেন।' বেরিয়ে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী দেব বলে যান, 'আগের বারের চেয়ে এবারে আমরা অনেক বেশি ভালো ফল করব। অনেক বেশি সিটে জয় হবে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৩১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩৩

চাপের নতুন ফ্রন্ট

দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, চাপের মুখে বাংলায় নিজেদের গুটিয়ে নিল পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সংস্থার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মীদের ২০ দিনের জন্য ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। ১১ মে-র পর পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে বলা হলেও আর কখনও আইপ্যাক কাজ শুরু করবে কি না, তা ঘোর অনিশ্চয়তায়। ২০১৯ থেকে বাংলায় এই সংস্থার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাতে ইতি পড়ল।

বাংলায় তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা হিসেবেই আইপ্যাক-এর পরিচিতি। তবে শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে নয়, তৃণমূলের সংগঠন পরিচালনাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চলে এসেছিল আইপ্যাক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনকি তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতাদের আইপ্যাক-এর নির্দেশে কাজ করতে হত। দলের পাশাপাশি তৃণমূল সরকার পরিচালনাতেও আইপ্যাক পরামর্শদাতার কাজ করে চলেছে গত কয়েক বছর ধরে। দলের প্রচার, সাংগঠনিক ও নির্বাচনি কৌশল ইত্যাদি সবই ঠিক করে দিত সংস্থাটি।

ফলে আচমকা প্রথম দফা বিধানসভা ভোটের চারদিন আগে আইপ্যাক-এর পাততাড়ি গোটানোর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গভীর কারণ আছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ইতিমধ্যে বাংলায় কয়লা কেলেঙ্কারিতে আইপ্যাক-এর যোগসূত্র নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এতে অনেকটা ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়ার মতো ঘটনার আন্দাজ করা যাচ্ছে। কেন না, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে আইপ্যাক হঠাৎ কাজ বন্ধ করায় তৃণমূল ভোটের মুখে বিড়ম্বনায় পড়ল।

এই বিড়ম্বনার কারণ, সংগঠন ও আইপ্যাক-ই হয়ে উঠেছিল দলের হয়ে ভোটের সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রক। সর্বত্র সংগঠন আইপ্যাক-এর সেই কাজ করার মতো সক্ষমতায় নেই। ইডি'র তৎপরতা তৃণমূলকে বিপাকে ফেলার তাই আরেকটা ফ্রন্ট হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে যে, ইডি'র এমন সক্রিয়তায় ভয় পেয়ে বাংলা থেকে সরে গেল আইপ্যাক। সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার বাসভবন ও দপ্তরে তল্লাশি দিয়ে বিড়ম্বনা শুরু হয়েছিল।

তারপর একে নয়াদিল্লিতে আইপ্যাকের এক অধিকর্তাকে গ্রেপ্তার, অন্য অধিকর্তাকে তলব ইত্যাদিতে স্পষ্ট হয়ে যায়, সংস্থাটি ক্রমশ তদন্তের জালে জড়িয়ে পড়ছে। চর্চা শুরু হয়েছে যে, গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা, নিদেনপক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এড়ানোর জন্য প্রতীক জৈন শেষপর্যন্ত বাংলায় সংস্থার কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কর্মীদের পাঠানো সংস্থার কর্তৃপক্ষের ই-মেলে এটাও স্পষ্ট যে, ভোটের ফলাফল বুঝে আইপ্যাক ঠিক করবে তারা বাংলায় কাজ করবে কি না।

কর্মীদের পাঠানো ওই ই-মেলে জানানো হয়েছে, ১১ মে-র পর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। ততদিনে ভোটের ফলাফল প্রকাশ ও সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। ফলে তৃণমূল সরকারে না ফিরলে যে আইপ্যাক আর বাংলায় কাজ করবে না, তা নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আইপ্যাক-এর এই সিদ্ধান্তের পিছনে বিজেপির চাপ দেখছেন, তা একেবারে অমূলক নয়।

ভোটের এই মরশুমে ইডি ও আয়কর দপ্তর যে লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তার সবক'টি ক্ষেত্রে নিশানায় তৃণমূল নেতা বা তৃণমূল-ঘনিষ্ঠরা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) তৃণমূলকে প্রথম ধাক্কা দিয়েছে। দলের অনেক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাক্কা হল, বদলিকে হাতিয়ার করে প্রশাসন ও পুলিশে তৃণমূল সরকারের সাজানো বাগান তছনছ করে দেওয়া।

তৃতীয় ধাক্কা ছিল, দেবাশিস কুমার, সুজিত বসুর মতো প্রভাবশালী তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের ডেরায় ইডি'র তল্লাশি ও লাগাতার চাপ সৃষ্টি। আইপ্যাক-এর ওপর ইডি'র চাপ হয়ে উঠল তৃণমূলের পক্ষে পঞ্চম ধাক্কা। সহজ ভাষায় তৃণমূলকে ঘিরে ফেলার নতুন ফ্রন্ট খুলে গেল এই ঘটনায়। তাতে তৃণমূলের ক্ষতি হবে কি না, হলে কতটা- তা পরের কথা। তবে আইপ্যাক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা থাকলে, তৃণমূলের সঙ্গে সংস্থার সম্পর্ক কাঠগড়ায় উঠবে।

অমৃতধারা

যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা আসলে দুর্বল, তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানে না, খোঁজ রাখে না তাদের বৃহত্তর সত্তার। তুমি যত দুর্বল হবে ততই অধিকার সচেতনতা বাড়বে। অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আবার এতে গর্বও বোধ করে। এটা মূর্খের গর্ব। এটা বোঝা উচিত কেউ কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। অধিকার সবসময়েই স্বপ্রতিষ্ঠিত। সাহসী লোকেরা অধিকারবোধ ত্যাগ করে। এই ত্যাগেই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি। কারণ অধিকার থাকলে তবেই না অধিকারবোধ ত্যাগ করা যায়। যেমন 'অধিকার চাই', 'অধিকার চাই' বলে চ্যাঁচালেই তুমি অধিকার পেয়ে যাবে না, তেমনি ত্যাগ করলেও তোমার অধিকার হারিয়ে যাবে না।

– শ্রীশ্রী রবিশংকর

বিচ্ছিন্নতার দায় কি শুধুই উত্তর-পূর্বের?

পাহাড় বা উত্তর-পূর্বের ছেলেমেয়েদের চরিত্রহনন ও চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করার আগে, বর্ণবিদ্বেষের আয়নায় 'মহান' ভারতীয় সমাজের একবার নিজেদের মুখ দেখা উচিত।

নীহারিকা সরকার

আমাদের তথাকথিত 'মূলস্রোতের' ভারতীয়দের একটা অদ্ভুত এবং দুরারোগ্য অসুখ আছে। আমরা মুখে 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' বা 'অখণ্ড ভারত'-এর বড়াই করি, জাতীয় সংহতি দিবসে বড় বড় গালভরা ভাষণ দিই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন মানসিকতা চরম মাত্রায় বর্ণবিদ্বেষী। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পাহাড় থেকে আসা মানুষদের প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা এক কথায় লজ্জাজনক। প্রাত্যহিক আড্ডার পরিসর হোক বা শহুরে অভিজাতদের বৈঠকখানা— সব জায়গাতেই এই দেশেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশের মানুষদের নিয়ে যে ধরনের অবমাননাকর মন্তব্য অনায়াসে উড়ে বেড়ায়, তা শুনলে যে কোনও সভ্যসমাজের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। গায়ের রং একটু ফর্সা, নাক খাঁদা আর চোখের গড়ন একটু আলাদা হলেই আমাদের জিভের ডগায় অবলীলায় চলে আসে 'চিংকি', 'মোমো', 'চিনা', 'চাউমিন' বা 'বাহাদুর'-এর মতো চরম অপমানজনক শব্দবন্ধ। আমরা ভুলে যাই, এই শব্দগুলো নিছক কোনও রসিকতা নয়, এগুলো এক-একটা বিষাক্ত তির, যা আমাদেরই দেশের নাগরিকদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয়— 'তোমরা আমাদের কেউ নও।'

পাহাড় বা উত্তর-পূর্বের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের মনে যুগ যুগ ধরে কিছু অত্যন্ত নোংরা এবং ভিত্তিহীন স্টিরিওটাইপ গেঁথে আছে। এই অঞ্চলের কোনও অল্পবয়সি ছেলেকে দেখলেই মূলস্রোতের ভারতীয়দের একটা বড় অংশ অবচেতনভাবেই ধরে নেয় যে, ছেলেটি নির্ঘাত ড্রাগস অ্যাডিক্ট বা নেশাগ্রস্ত। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ভয়ংকর, আরও কদর্য। উত্তর-পূর্বের মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁদের আধুনিক জীবনযাত্রা এবং খোলামেলা স্বভাবকে আমরা আমাদের বিকৃত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে বিচার করি। আমাদের সমাজের একটা বড় অংশের ধারণা, ওই অঞ্চলের মেয়েরা 'সহজলভ্য'। তাঁদের সঙ্গে সহজে যে কোনও ধরনের আপত্তিকর কথা বলা যায় বা তাঁদের গায়ে হাত দেওয়া যায়। তাঁদের আধুনিকতাকে আমরা অবলীলায় 'চরিত্রহীনতা' বলে দেগে দিই। ফলস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহরে পড়তে বা কাজ করতে আসা উত্তর-পূর্বের মেয়েদের প্রতিনিয়ত চরম যৌন হেনস্তা, কটূক্তি এবং অশালীন ইঙ্গিতের শিকার হতে হয়। রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রেনে বা কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসে লোলুপ দৃষ্টি। ভাড়াবাড়ির মালিক থেকে শুরু করে পাড়ার মুদি দোকানি— অনেকেই তাঁদের দিকে এমনভাবে তাকান যেন তাঁরা অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী, যাঁদের আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকতে নেই।

অথচ বাস্তবের মাটিতে চোখ রাখলে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। আজ ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম— সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা, হসপিটালিটি, রূপচর্চা থেকে শুরু করে বিমান পরিবহণ শিল্পে কান পাতলে উত্তর-পূর্বের এই ছেলেমেয়েদের নিঃশব্দ, অক্লান্ত পরিশ্রমের গল্প শোনা যাবে। আপনি দেশের যে কোনও নামীদামি হাসপাতালে যান, দেখবেন রোগীদের সেবায় দিনরাত এক করে দিচ্ছেন ওই অঞ্চলেরই নার্সরা। অত্যন্ত হাসিমুখে, চরম পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাঁরা এমনভাবে মুমূর্ষু রোগীর সেবা করেন, যা সত্যিই বিরল। ফাইভ স্টার হোটেলের রিসেপশন হোক বা বিমানের কেবিন ক্রু— তাঁদের ভদ্রতা, সততা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা আজ গোটা দেশের সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় ভরসা। যে মেয়েটিকে দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন বখাটে ছেলে নোংরা মন্তব্য ছুড়ে দেয়, সেই মেয়েটিই হয়তো কোনও হাসপাতালে আপনারই অসুস্থ আত্মীয়ের মুখে পরম মমতায় জল তুলে দিচ্ছেন, রাত জেগে তাঁর শুশ্রূষা করছেন। আমরা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তাঁদের দেওয়া পরিষেবাটুকু কড়ায় গন্ডায় ভোগ করি, কিন্তু তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে আমাদের যত অনীহা। তাঁদের আলাদা খাদ্যাভ্যাস, আলাদা পোশাক বা আলাদা সংস্কৃতি থাকতে পারে, সেটাই তো ভারতের আসল সৌন্দর্য। কিন্তু সেই ভিন্নতার অজুহাতে তাঁদের প্রতিনিয়ত হেনস্তা করাটা কোনও যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না।

সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালে আমাদের এই ভণ্ডামির একাধিক জ্বলন্ত উদাহরণ চোখে পড়বে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, কোভিড অতিমারির শুরুতে যখন গোটা দেশ আতঙ্কে কাঁপছে, তখন এই উত্তর-পূর্বের নাগরিকদের রাস্তায় দেখে আমাদেরই মূলস্রোতের 'শিক্ষিত' মানুষজন তাঁদের গায়ে থুতু ছিটিয়েছে, তাঁদের 'করোনা' বলে দেগে দিয়েছে। ভাবখানা এমন, যেন ভাইরাসের জন্ম ওঁরাই দিয়েছেন! রাজধানী দিল্লির বুকে নিডো তানিয়ার মতো এক তরুণ ছাত্রকে শুধুমাত্র তাঁর চেহারার গড়নের জন্য প্রকাশ্য রাস্তায় পিটিয়ে মারার ঘটনা আজও দেশের বর্ণবিদ্বেষের ইতিহাসে এক দগদগে ক্ষতের মতো রয়ে গিয়েছে। বেঙ্গালুরু, পুনে বা চেন্নাইয়ের মতো আইটি হাবগুলোতে বারবার উত্তর-পূর্বের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাড়িভাড়া নিতে গেলে তাঁদের হাজারো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়, যেন তাঁরা এই দেশের নাগরিক নন, কোনও অনুপ্রবেশকারী। পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়েও যে তাঁরা খুব একটা সুবিচার পান, এমনটাও নয়। সেখানেও তাঁদের দিকেই সন্দেহের তির ছুড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলো কোনও বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, এগুলো আমাদের মজ্জায় মিশে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক বর্ণবিদ্বেষের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ।

মুখে 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'-র বুলি আওড়ালেও, পাহাড় ও উত্তর-পূর্বের মানুষদের আমরা অনায়াসে 'চিংকি' বা 'মোমো' বলে কটাক্ষ করি। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের স্বাস্থ্য থেকে হসপিটালিটি পরিষেবা সচল, বিকৃত মানসিকতার বশে তাঁদেরই আমরা চরিত্রহীন বা নেশাগ্রস্ত বলে দেগে দিই। নিজভূমে তাঁদের 'পরবাসী' করে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ তোলার কোনও অধিকার আমাদের নেই। সময় এসেছে এই বর্ণবিদ্বেষী ভণ্ডামির আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার।

আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়শই খুব বিজ্ঞের মতো আলোচনা করি— উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে এত বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব কেন? কেন সেখানকার মানুষজন কথায় কথায় ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হতে চান? কিন্তু আমরা একবারও নিজেদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করি না যে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজটা আসলে কারা বুনছে? আমরা যদি দেশের এক বিশাল অংশের মানুষকে প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দিই যে তাঁরা 'বহিরাগত', যদি তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আমরা অসম্মান করি, তাঁদের মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাই, আর তাঁদের ছেলেদের অপরাধী সাব্যস্ত করি, তবে কোন জাদুবলে তাঁরা আমাদের আপন করে নেবেন? নিজের দেশের মাটিতে, নিজের দেশের রাজধানীতে দাঁড়িয়ে যদি কোনও তরুণীকে বারবার তাঁর জাতীয়তা প্রমাণ করতে হয়, তবে তাঁর মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে কীভাবে? মূলস্রোতের ভারতীয় হিসেবে আমরা যতদিন না তাঁদের আমাদের সমান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি, ততদিন আমাদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে সমালোচনা করার। দেশপ্রেম কোনও একতরফা চুক্তি নয়। আপনি কাউকে দিনের পর দিন নিজভূমে পরবাসী করে রাখবেন, আর তাঁর কাছ থেকে অন্ধ দেশপ্রেম আশা করবেন— এই চরম দ্বিচারিতা আর চলতে পারে না।

সময় এসেছে এই বিষাক্ত মানসিকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার। পরিবর্তনটা কোনও সরকারি আইন বা পুলিশের লাঠি দিয়ে হবে না, পরিবর্তনটা আনতে হবে আমাদের নিজেদের মগজে। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভারতের মানচিত্রটা শুধু গঙ্গা-যমুনা বা বিন্ধ্য পর্বতেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্রহ্মপুত্র বা তিস্তার পাড়ে থাকা মানুষগুলোরও এই দেশের ওপর ঠিক ততটাই অধিকার আছে, যতটা অধিকার একজন বাঙালি, মারাঠি বা পঞ্জাবির আছে। উত্তর-পূর্বের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বদলানোর দরকার নেই, দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল। তাঁদের চোখের গড়ন নিয়ে ব্যঙ্গ করার আগে আমাদের নিজেদের মনের অন্ধত্ব ঘোচানো জরুরি। বৈচিত্র্যকে শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় আটকে না রেখে, তাকে উদযাপনের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যতদিন না আমরা একজন উত্তর-পূর্বের নাগরিককে দেখে অবচেতনভাবেই তাঁকে 'অন্য কেউ' ভাবা বন্ধ করছি, ততদিন আমাদের 'মহান ভারতীয়' হওয়ার গর্ব স্রেফ একটা ফাঁকা আওয়াজ হয়েই থেকে যাবে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

২০১৩

'মানব কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী প্রয়াত হন আজ।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি শঙ্খ ঘোষ।

আলোচিত

মিলিটারিদের সঙ্গে মিটিং করছেন ভোট করার জন্য। আমার প্রার্থীদের প্রচার করতে দিচ্ছেন না। রেইড করছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে। অথচ বিজেপির মন্ত্রীগুলো সব চোর-ডাকাত। বলছেন গাঁজা দিয়ে তৃণমূলের সবাইকে অ্যারেস্ট করিয়ে দাও। তুমি গাঁজা দেবে আর আমি তোমাকে খাজা দেব?

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পেট্রোলপাম্পে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি! ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোলপাম্পের প্রবেশপথে দিকনির্দেশক হিসেবে ট্রাম্পের কাটআউট ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিওটি করার সময় একজন বলছেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প ইন্ডিয়ান অয়েলে আসার জন্য মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন।'

ভাইরাল/২

প্রয়াগরাজের সুভাষ চক পুলিশ ফাঁড়ির সামনে একটি কালো গাড়ি রাস্তার মাঝে ধুলো উড়িয়ে বাঁইবাঁই করে ঘুরছে। ভয়ে এক পুলিশকর্মীকে পালিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। নম্বর প্লেটহীন গাড়ির বিপজ্জনক স্টান্টে তোলপাড় সমাজমাধ্যম।

জনমন জনমত

ভোটে এত খরচ কেন?

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক প্রচার চলছে। বিভিন্ন জেলা, শহরে উচ্চপর্যায়ের নেতা-মন্ত্রীদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। তাতে করে খরচের বহর দেখে চমকে উঠি।

১৪ এপ্রিল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সভা ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে আয়োজিত হয়। আয়োজকরা প্যান্ডেল করতে বিশাল খরচ করেন। অথচ একটা সময় ভোটের মরশুমে নেতা-মন্ত্রীর আগমন হত খুব সাদামাঠাভাবে। খোলা মঞ্চে তাঁরা ভাষণ রাখতেন। এতে কারও কোনও আক্ষেপ ছিল না। একজন উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্য মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন বলে এতটা খরচ বেশ ভাবিয়ে তোলে।

নেতা-মন্ত্রী যত সাধারণভাবে আসবেন তত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। টাকা খরচ হোক রাজ্য তথা দেশবাসীর সেবায়, এভাবে মঞ্চসজ্জায় নয়।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

চাকরির পরীক্ষার ফি কমানো হোক

-এআই

ভোটের সময় সব রাজনৈতিক দলই বেকারসমস্যার কথা বলছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে বেকারসমস্যা অত্যন্ত বেশি। বেকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই চেষ্টা করে, তাদের যাতে একটি সরকারি চাকরি হয়। কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্র- উভয় সরকারই পরীক্ষার ফি হিসেবে চাকরির পরীক্ষার জন্য অর্থ নিয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাকরির পরীক্ষার ফি'র পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেকে এই অর্থ দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বিশেষত যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তারাই বেশি সমস্যায় পড়ে।

কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ব্যাংকের পরীক্ষার নিয়োগ সংস্থা যদি ফি'র পরিমাণ অন্তত অর্ধেক কমায় তাহলে অনেকেই এইসব পরীক্ষা দিতে সক্ষম হবে। দরিদ্র বেকার চাকরিপ্রার্থীদের কথা ভেবে সকল চাকরির পরীক্ষার ফি'র পরিমাণ অবিলম্বে কমানো হোক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শ্রীখোল ছাপিয়ে ডিজে কীর্তনের দাপট

ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার আসরে সস্তা বিনোদন কি বাঙালির দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করছে?

মলয় চক্রবর্তী

কীর্তনের নামে চটুল নাচ।

বাঙালির মজ্জায় মিশে থাকা যে কীর্তনের সুর একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের হাত ধরে বড়সড়ো সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বদল এনেছিল, আজ তা এক বিকৃত সংস্কৃতির নির্মম শিকার। ভক্তি প্রেম আর সমর্পণের যে সুমহান ঐতিহ্য বাঙালিকে গোটা বিশ্বদরবারে চিরকাল সম্মানিত করেছে তা আজ ডিজে কীর্তনের নামে সস্তা চটুলতায় পর্যবসিত। সম্প্রতি বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে এবং ইউটিউবের ভাইরাল ভিডিওগুলোতে নিয়মিত যা দেখা যাচ্ছে তা কীর্তনের মূল ভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আধ্যাত্মিকতার নামে সেখানে যা পরিবেশন করা হচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই আইটেম গানের চটুলতাকেও অনায়াসেই হার মানায় বলে মনে করা হচ্ছে।

কীর্তনের মূল নির্যাস হল নামসংকীর্তন, যেখানে ভক্ত নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ বিলীন করেন। কিন্তু বর্তমানের এই ডিজে সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় কীর্তনের পবিত্র আসরে চটুল ফিল্মি গানের তর্জমায় উদ্দাম নাচগান চলছে। কানে তালা লাগানো ডিজে বক্সের বিকট আওয়াজে শ্রীখোল আর করতালির সেই পবিত্র ঝংকার আজ প্রায় মৃতপ্রায়। যে আঙিনায় একসময় বৈষ্ণব পদাবলির সুগভীর দর্শনে মানুষ আত্মহারা হতেন আজ সেখানে লেজার লাইটের ঝলকানিতে প্রবলভাবে চলছে সস্তা বিনোদনের আসর। আধ্যাত্মিকতার মোড়কে ঘটা এই পরিবর্তন আসলে সাংস্কৃতিক রুচির চরম অবক্ষয়কেই চোখের সামনে তুলে ধরে।

এই গভীর সংকটের মূলে লুকিয়ে রয়েছে সস্তা জনপ্রিয়তা আর বাণিজ্যিক লাভের প্রবল হাতছানি। কিছু অসাধু আয়োজক আর ভিউ বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামা ইউটিউবারদের পাল্লায় পড়ে কীর্তনের মতো এক সুগভীর দর্শন আজ অনেকটাই তার নিজস্ব গাম্ভীর্য হারাচ্ছে। যে মানুষগুলো এই ডিজে কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা হয়তো ভুলেই গেছেন যে কীর্তন হল অন্তরের মুক্তির সোপান, কোনও আধুনিক ডিস্কোথেকের অস্থায়ী মঞ্চ নয়। কীর্তনের আসরে আধুনিক পোশাকের আড়ালে যে কদর্য শারীরিক কসরত প্রকাশ্যে দেখানো হচ্ছে তা কেবল মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকেই আঘাত করে না বরং সুস্থ সমাজ ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মূলেও আঘাত হানে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, এখনও পর্যন্ত আমাদের সচেতন সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বড় অংশ এই স্পর্শকাতর বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চুপ। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন, শিকড় ছিঁড়ে গেলে কোনও গাছ যেমন বাঁচতে পারে না তেমনি নিজস্ব ঐতিহ্যকে পণ্যে রূপান্তরিত করে কোনও জাতিও দীর্ঘকাল সগৌরবে টিকে থাকতে পারে না। জয়দেব, বিদ্যাপতি কিংবা চণ্ডীদাসের সেই অমর সৃষ্টিগুলোকে যাঁরা আজ অন্ধভাবে ডিজের তালে ধুলোয় মেশাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে এবার সংঘবদ্ধভাবে কথা বলার সময় এসেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সচেতন বাঙালি সমাজ এখনই এই অপসংস্কৃতির পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ালে অদূরভবিষ্যতে বাঙালির নিজস্ব সম্পদ বলতে হয়তো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আধ্যাত্মিকতার নামে এই চরম চটুলতার কারবার অবিলম্বে একেবারে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কীর্তন কোনও সস্তা বিনোদন নয়, এটি পবিত্র একটি জীবন্ত সাধনা। এই সাধনাকে যাঁরা নির্লজ্জভাবে বাণিজ্যিক পণ্যের মোড়কে জনসমক্ষে আনছেন তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত জনমত গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে বিদগ্ধ সমাজ সকলের কাছেই আজ এই গভীর প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা কি এভাবেই আমাদের প্রাচীন শিকড়কে হারিয়ে যেতে দেব? আজ আমরা নীরব থাকলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য কেবল একটি বিকৃত উপহাসে পরিণত হবে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪২৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্রমতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাবধান হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু সোনা ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুসলিমদের পরব ৭। অবসান, ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের এক নাম ৯। জরৎকার মুনির পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১০। পর্যুদস্ত বা হিমসিম অবস্থা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪৪২৪

পাশাপাশি : ১। নির্বাক ৪। রঙিন ৫। শিবা ৭। নারদ ৮। কঙ্কতিকা ৯। ঝকমারি ১১। কলাপ ১৩। তিথি ১৪। হলফ ১৫। নলিচা।

উপর-নীচ : ১। নিশানা ২। করদ ৩। অনধিক ৬। বালিকা ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। কফন ১২। পরচা।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া বিশাল মোদক পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনেও বেশ ভালো। তাকে নিয়ে শিক্ষকরা বেশ খুশি।

খুদেদের খেলার মাঝে কপ্টার নামায় বিতর্ক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ এপ্রিল : তারকা প্রচার নিয়ে ইসলামপুরে ঘাসফুল শিবিরের পর এবার ল্যাজেগোবরে পরিস্থিতি গেরুয়া শিবিরের। সোমবার এই ইস্যুতে রীতিমতো মুখ পুড়ল বিজেপির। দিল্লির সাংসদ তথা গায়ক মনোজ তিওয়ারির বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায়ের সঙ্গে শহরে রোড শো করার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। শহরের মানুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে 'সেলেব্রিটিদের ছেলেখেলা'— ইসলামপুরে এই চর্চাই এখন চরমে।

সোমবার বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। মনোজের জন্য শহরে হেলিকপ্টার অবতরণ কাণ্ড এক নজিরবিহীন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই খুদেদের খেলার মাঝেই আচমকা কপ্টার অবতরণ করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। ফেরার পথে মনোজকে তুলে নেওয়ার জন্য এটি নামলেও, অবতরণের বিধি শিকেয় ওঠে। পাইলট মাঠে উপস্থিত বিজেপি নেতাদের ওপর রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে 'পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন' বলে রেগে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দেন।

হেলিপ্যাডে ব্যারিকেড করার দায়িত্ব ছিল বিজেপি নেতৃত্বের। গোটা ঘটনায় ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং ক্ষোভের সুরে বলেন, 'আমাদের কাছে এই মর্মে কোনও তথ্য ছিল না। ব্যারিকেড কেন ছিল না এ নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আমরা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ করব।'

প্রস্তুতি ছাড়াই সোমবার কোর্ট মাঠে হেলিকপ্টারের বিপজ্জনক অবতরণ।

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেন, 'অনেক টালবাহানার পর জেলা প্রশাসন এদিন সকাল ৯টার সময় আমাদের হেলিকপ্টার অবতরণের অনুমতি দেয়। ব্যারিকেড করার দায়িত্ব আমাদেরই ছিল। দলীয় স্তরে বোঝাপড়ার অভাবে যে এমনটা ঘটেছে সেই ব্যর্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই।' তবে পুলিশি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে তিনি সংযোজন করেন, 'জেলা শাসক অনুমতি দিলেন অথচ পুলিশ সুপারের কাছে তথ্য থাকবে না এটা আদৌ সম্ভব? যাইহোক, তিনি আইনি ব্যবস্থা নিলে আমরা আইনি ভাষাতেই জবাব দেব।'

এদিন বিকেল ৩টেয় ট্রাকস্ট্যান্ড থেকে হাইস্কুল মোড় পর্যন্ত মনোজের রোড শো করার কথা ছিল। কপ্টারটি ৩টে নাগাদ কোর্ট মাঠে নামলেও, উত্তর দিনাজপুরের অন্যত্র প্রচার সেরে মনোজ সময়মতো পৌঁছাতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়ে বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁকে ছাড়াই পদযাত্রা শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী। রাস্তার দু'ধারে অপেক্ষারত জনতা চরম হতাশ হয়। অন্যদিকে, প্রস্তুতি ছাড়া কপ্টার নামানোয় বড়সড়ো বিপদ ঘটতে পারত বলে অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শীদের।

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল ঘাসফুল প্রার্থীর প্রচারে এসে অব্যবস্থার জেরে মাত্র এক কিলোমিটার রোড শো করেই এলাকাবাসীকে হতাশ করে ফিরে গিয়েছিলেন তারকা সাংসদ দেব। এদিন মনোজও সন্ধ্যায় সড়কপথে সোজা হেলিপ্যাডে পৌঁছে হেলিকপ্টারে চড়ে ফিরে যান।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃতের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : নির্বাচনি আদর্শ আচরণ বিধির মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উজ্জ্বল বর্মন। তিনি মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে, শিশাবাড়ি এলাকায় এক তরুণ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ভোটের আবহে সন্ত্রাস ছড়াতে ওই তরুণ কাউকে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের চেষ্টা করছিলেন কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাম প্রার্থীকে কটাক্ষ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর পুজো দেওয়াকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। শিলিগুড়িতে সিপিএম প্রার্থীকে কয়েকটি জায়গায় প্রচারের ফাঁকে পুজো দিতে দেখা গিয়েছে। সোমবার শংকর বলেন, 'বাম প্রার্থী মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজেকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছেন। ফেস টুপি পরে ধর্ম নিরপেক্ষতার বাণী গাইলে তাদেরকে সম্প্রীতির বাহক হিসাবে কেউ মানবে না।' শংকর এদিন একাংশ বাম নেতার সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর যোগের অভিযোগও তুলেছেন। পালটা শরদিন্দু বলেছেন, 'বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের কাছে ধর্মীয় বিভাজন ছাড়া আর কী বা আশা করা যেতে পারে। মানুষ হিসাবে ধর্ম থাকতেই পারে। সেটা নিয়ে আমরা রাজনীতি করি না।' তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপিই যোগ রেখে চলেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

তরুণীকে নিয়ে বিপাকে প্রবীণ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : মানসিক সমস্যায় থাকা মেয়েকে জোর করে বাড়িতে ঢোকাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ তুলে পথচলতি মানুষ ঘিরে ধরেন ওই প্রবীণকে। রবিবার রাতে প্রধাননগর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ওই প্রবীণ জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের মানসিক সমস্যা রয়েছে। রবিবার রাতে জোর করে বাড়ির বাইরে চলে যান তরুণী। ওই প্রবীণ তখন ওই তরুণীকে আটকান। যদিও বিষয়টা অন্যরকম মনে করেন পথচলতি মানুষজন। ওই প্রবীণকে পথচলতি মানুষজন ঘিরে ধরার সুযোগে ওই তরুণী পালিয়ে যান। সোমবার প্রধাননগর থানায় এসে ওই তরুণীর মিসিং ডায়েরি করে পরিবার।

শুনানি শেষে জামিন পেলেন না দেবাংশু

হিট অ্যান্ড রান কাণ্ডে 'ইউ টার্ন' মানুর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : কুড়িদিনের মাথায় শংকর ছেত্রী 'হিট অ্যান্ড রান' কাণ্ডে 'ইউ টার্ন'। অভিযুক্ত দেবাংশু পালচৌধুরীর জামিনের ব্যাপারে 'নো অবজেকশন'-এর অ্যাফিডেভিট দেওয়ার কুড়িদিনের মধ্যেই ফের 'ইউ টার্ন' নিলেন শংকরের দিদি মানু ছেত্রী। সোমবার দেবাংশুর জামিনের বিরোধিতা করার পাশাপাশি তাঁর ফাঁসির দাবিতে সকাল থেকেই আদালতে ঢোকার মুখে আন্দোলনে সরব হন মানু ও তাঁর পরিবার সহ এলাকারবাসী। এদিনের শুনানি শেষেও জামিন মঞ্জুর হয়নি দেবাংশুর।

এদিন মামলা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে মানু বলেন, 'আমি বলেছিলাম, 'মামলা থেকে সরে যাচ্ছি কিন্তু কেন বলেছিলাম, সেটাও জানা প্রয়োজন। গত মাসে শুনানির আগের দিন এক ব্যক্তি বাইকে করে এসে ভয় দেখিয়েছিল। বলেছিল, তিন মাস পরে দেবাংশু এমনিতেও জামিন পেয়ে যাবে। তাই এত টাকা খরচ করে মামলা লড়ার কোনও কারণ নেই।'

শিলিগুড়ি আদালতের সামনে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর।

এমনকি মানুর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'ওইদিন আদালতে আসার পর এক আইনজীবী কোনও কিছু না বলেই আমাকে একটি কাগজে সিগনেচার করিয়ে এজলাসে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি কিছু জানতামই না।' এমনকি টাকার প্রলোভনের অভিযোগ তুলে মানুকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগপত্র লেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন আইনজীবী অখিল বিশ্বাস। অখিল মানুর পক্ষের আইনজীবী। তিনি শুনানিতে অভিযোগপত্রের ড্রাফট অ্যাফিডেভিট করে জমা দেন। তাঁর বক্তব্য, 'আইনজীবী ও দেবাংশুর পরিবারের সদস্যরা মানুকে ভয় দেখিয়ে আমার নামেও অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যাতে করে আমরা সরে যাই। মানু ওই অভিযোগপত্র একজনকে দিয়ে পড়ানোর পর পুরো বিষয়টা বোঝে। এরপর আমার কাছে চলে এসে পুরো বিষয়টা বোঝায়।'

যদিও অখিলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দেবাংশুর পক্ষের আইনজীবী সমীর ঘোষ। তিনি বলেন, 'সমস্তটাই অখিলবাবুর বানানো গল্প। আমরা কেন শংকরের বোনের ওপর চাপ তৈরি করতে যাব? আজ নয় তো কাল, দেবাংশু তো ছাড়া পাবেই। আগের দিনের শুনানিতে মানু একধরনের কথা বলল। আজকে আর একধরনের কথা বলল। আসলে সমস্তটাই বোঝা যায়।'

এদিকে, এদিন মানুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়পরিজন সহ এলাকার বাসিন্দারাও আদালতের সামনে এসে আন্দোলনে সরব হন। এদিন মানুর সঙ্গেই আসা শুভম থাপা বলেন, 'মামলা চালানোর জন্য আর্থিক, মানসিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। আমরা মানুর পাশে রয়েছি। এই মামলার মধ্যে দিয়ে আমরা গোটা দেশের কাছে একটা উদাহরণ তৈরি করব।' মানু এদিন অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে জীবনের শেষদিন লড়াই জারি রাখবেন বলে জানান।

ভোটবিধিতে শহরে যানজটের আশঙ্কা

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : নির্বাচনের আবহের মধ্যেই শহর শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা ১৬৫ জন ট্রাফিক পুলিশকর্মীর মধ্যে ১১৬ জনকে ইতিমধ্যেই ভোটের কাজে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের ওপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নির্দেশিকা আসায় মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তাদের মাথায় হাত পড়েছে।

আগামী শুক্রবার পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদের হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা প্রায় তিনশো সিভিক ভলান্টিয়ার বসে গিয়েছেন।

ট্রাফিক পরিচালনার ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহে ট্রাফিক পরিচালনা কাদের দিয়ে করা হবে, তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না পুলিশকর্তারা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকায় এ ব্যাপারে কেউ কোনও ধরনের মন্তব্য করতেও নারাজ।

এদিকে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো এদিন সন্ধ্যার পর থেকে ট্রাফিক পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার রাস্তা থেকে উধাও হতেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় যানজট তৈরি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকেই দার্জিলিং মোড় থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। যানজটের মধ্যে আটকে পড়েন খোদ ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদও। যদিও এই যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

- ১৬৫ জন ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে ১১৬ জন ভোটের কাজে
- সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ
- প্রায় তিনশো সিভিক ভলান্টিয়ার বসে গিয়েছেন

যানজট যেন শহরের অঙ্গ হয়ে উঠেছে! সকাল থেকেই শহরের হিলকার্ট, বিধান রোড থেকে শুরু করে সেবক রোডে গাড়ির লাইন সামলাতে গিয়ে হিমসিম পরিস্থিতি ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের! আলো চৌধুরী মোড়, ভুটিয়া মার্কেটের রাস্তায় সকাল থেকেই যানজট লেগে থাকে। শহরের অন্দরের মোড়গুলো মূলত সিভিক ভলান্টিয়াররাই সামলে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে যানজটপ্রবণ ওই এলাকাগুলি নজরদারিবিহীন হয়ে পড়লে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে বলে আশঙ্কা করছেন শহরবাসী। শহরের বাসিন্দা অশোক দাস বলেন, 'যদি রাস্তায় হাতেগোনা কয়েকজন ট্রাফিককর্মী থাকেন, তাহলে আরও সমস্যা তৈরি হবে। দুর্ঘটনারও আশঙ্কা তৈরি হবে।' এদিন সন্ধ্যার দিকে দার্জিলিং মোড় থেকে সিটি সেন্টারে যাওয়ার সময় রাস্তায় যানজটে আটকে পড়েছিলেন বিমল দাস। তিনি বলেন, 'আগামী কয়েকদিন যদি এই ধরনের পরিস্থিতি চলে, তাহলে আর কাজে বের হওয়াই যাবে না।'

ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সোমবার দুপুরে একঘণ্টার জন্য বাড়ি ফাঁকা রেখে পরিবারের সদস্যরা বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগে বাড়ির তালা ভেঙে ভেতর ঢুকে আলমারি থেকে প্রায় নগদ ১৫ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ায়। বাড়িতে এভাবে চুরির ঘটনার জেরে পরিবার নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন কাপড়ের ব্যবসায়ী দীপক সাহা।

দীপকের স্ত্রী অঞ্জলি সাহা বাড়িতে শাড়ি ও জামাকাপড়ের ব্যবসা চালান। পাড়ার মহিলাদের নিয়ে অঞ্জলি ফান্ড চালান। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে দীপক কাজের জন্য বেরিয়ে যান। দম্পতির ছেলে চন্দন এদিন বাইরে ছিলেন। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ অঞ্জলি বাড়িতে তালা মেরে বাজারে গিয়েছিলেন। এদিকে, দেড়টা নাগাদ দীপক বাড়িতে ফিরে দেখেন দরজার তালা ভাঙা এবং সেটি বাইরে পড়ে রয়েছে। বাইরে তালা পড়ে থাকতে দেখে ওই ব্যক্তির সন্দেহ হয়। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখেন আলমারির তালা ভাঙা আর টাকাপয়সা, সোনাদানা সবকিছু উধাও। বিষয়টি দেখতে পেয়ে ওই ব্যক্তি চিৎকার জুড়ে দেন। প্রতিবেশীরা আসেন। দীপক বলেন, 'বাড়ি তৈরি করব ভেবে আলমারিতে নগদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা রেখেছিলাম। ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য সোনার গয়না করা হয়েছিল। স্ত্রীর গয়না তো ছিলই।' দীপকের দাবি, প্রায় ৯০ গ্রাম সোনার গয়না চুরি গিয়েছে।

ঘটনার পর প্রতিবেশীর বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, এক কমবয়সি ব্যক্তি মুখে মাস্ক পরে দীপকের বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। যার পরনে হলুদ গেঞ্জি ছিল। হাতে ব্যাগ ছিল। সন্দেহ, ওই ব্যাগে সমস্ত চুরির সামগ্রী ছিল। এরপর সে হেঁটেই মহানন্দা নদী সংলগ্ন রাস্তা ধরে চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করে। ওই ব্যবসায়ীর ছেলে বলেন, 'বাড়িতে মায়ের ফান্ডের টাকা যে রয়েছে, তা চোরের জানা ছিল। কেন-না, মায়ের শাড়ির ব্যবসা ও ফান্ডের টাকা জমাতে যে মহিলারা আসেন তাঁদের সঙ্গে পুরুষরাও আসেন। আগাম খবর না থাকলে এভাবে চুরি করা সম্ভব ছিল না। ফান্ডের টাকার সঙ্গে বাবার জমানো টাকাও নিয়ে গিয়েছে।' চুরি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পুলিশ চুরির ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

অসুস্থ বিচারক

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সোমবার এসিজেএম কোর্টের বিচারক শুনানি চলাকালীন হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থার্ড কোর্টের বিচারক এসিজেএম কোর্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। দুপুরের দিকে শুনানি চলাকালীনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি চেয়ার থেকে পড়ে যওয়ার উপক্রম হয়। কোর্টে অ্যাম্বুল্যান্স আসে। এরপর বিচারককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

শরদিন্দু চক্রবর্তীর প্রচারে বর্ণাঢ্য মিছিল সিপিএমের। সোমবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

পদ্মকে আটকাতে রাস্তায় বুদ্ধিজীবীরা

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : ধর্মকে নির্বাচনে ইস্যু করা যাবে না। এই বার্তা দিয়ে সোমবার গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করলেন শহরের বুদ্ধিজীবীরা। মূলত বামপন্থী বলে পরিচিত এই বুদ্ধিজীবীদের ভোটের মুখে রাস্তায় নামা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। আদৌ বামেদের পক্ষে কথা বলা, নাকি এর পিছনে অন্য রহস্য রয়েছে সেই প্রশ্নও বিজেপি শিবির থেকে তোলা হয়েছে। কেন-না এই মঞ্চে থাকা একাধিক মুখকে রবিবার রাতে কলেজপাড়ায় এক তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে দেখা গিয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের তরফে দাবি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি তৃণমূলের ইশারাতেই বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ রাস্তায় নেমেছেন?

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'আমি ওঁদের লিফলেট দেখিনি। পরে লিফলেট দেখলে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেব।'

শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বলেন, 'বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কথা বলেছেন। তাঁদের লিফলেট আমি দেখেছি। সমাজে এঁদের প্রভাব রয়েছে। তাঁদের এই বার্তা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।'

বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের পিছনে তৃণমূলের ইন্ধন রয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিজীবীদের তরফে শংকর পাল বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনও নেতার বাড়ি গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের জেরে গিয়েছেন। এর সঙ্গে আমাদের আহ্বানের কোনও সম্পর্ক নেই।'

রবিবার থেকে শহরজুড়ে একটি লিফলেট ছড়ানো হচ্ছে। সেখানে বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা বিষয়ক যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক প্রচারকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। লিফলেটে এসআইআর-এর অছিলায় গণতান্ত্রিক অধিকার লুঠের চেষ্টা, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরোধিতাও করা হয়েছে। ওই লিফলেটে বলা হয়েছে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী যে কোনও বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে হবে। গোবলয়ের নিকৃষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে ওই লিফলেটে।

লিফলেটে লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, নাট্যকর্মী, আবৃত্তিকর্মী থেকে শুরু করে সংগীতশিল্পী, সমাজকর্মীদের বহুজনের নাম রয়েছে। তালিকার সিংহভাগ মানুষই বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত।

এই বুদ্ধিজীবীরা সোমবার দুপুরে মূল ডাকঘরের সামনে গান্ধিমূর্তির নীচে অবস্থান করেন। সেখানে নাট্যকর্মী পার্থপ্রতিম মিত্র বলেন, 'গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আমরা সচেতন। এবারের নির্বাচনে কোনও অবস্থাতেই যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিঘ্নিত না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।' সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।'

বাম প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার জোরদার

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শেষ কবে শহরে বামেদের এমন মিছিল দেখা গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না অনেকে। সোমবার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর সমর্থনে পথে নামল বামেরা। লাল পতাকা, লাল বেলুন হাতে, ঢাকের তালে কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান তোলেন। বিধানসভায় 'শূন্য' বামেদের এমন মিছিল দেখে পথচলতি অনেকেই অবাক।

এদিন বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড, সেবক মোড় হয়ে বিধান রোডে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে শেষ হয়। হুডখোলা গাড়িতে প্রার্থী শরদিন্দুর পাশে দেখা গিয়েছে দলের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যকে। তিনি বলেন, 'মানুষের এই উচ্ছ্বাস ব্যালট বক্সে নিয়ে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য।' মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

এবার ভোটের প্রচারে কোনও খামতি রাখছে না বামেরা। হারানো মাটি ফেরানো এবার বামেদের কাছে চ্যালেঞ্জ। শিলিগুড়ির একাধিক সমস্যার কথা নিজেদের ইস্তাহারে রেখেছে তারা। শরদিন্দু বলেন, 'মানুষ বদল চাইছেন। ভিড় দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।' বামেদের এই মিছিলকে অনেকেই মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করেছেন।

নাম বাদের ভয়ে বঙ্গমুখী পরিযায়ীর দল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : পিঠে ভারী ব্যাগ, হাতে খালি রঙের বালতি। চোখেমুখে কয়েক হাজার কিলোমিটার ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি থাকলেও মইনুল আনসারির দুশ্চিন্তা অন্য জায়গায়। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের এই তরুণ তামিলনাড়ু থেকে ছুটে এসেছেন শুধু একটি কারণে-ভোট দিতে হবে। মইনুলের সাফ কথা, 'আমাদের ভোটার তালিকায় নাম রাখতেই হবে। বাংলার বাইরে গেলে আধার আর ভোটার কার্ডই আমাদের একমাত্র পরিচয়।' মইনুল একা নন। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে দু-দফায় ভোট। আর এই ভোট ঘিরে এখন দেশজুড়ে এক অভূতপূর্ব ছবি ধরা পড়ছে। কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র বা গুজরাট-ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলার লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এখন ঘরমুখী। সরকারি হিসেবে এই সংখ্যাটা ৩৬ লক্ষ হলেও বেসরকারি মতে তা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। শিয়ালদা বা সাঁতরাগাছি স্টেশনে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস আর অনিশ্চয়তার গল্প।

পরিযায়ীদের এই মরিয়া হয়ে ফিরে আসার নেপথ্যে রয়েছে এসআইআর আতঙ্ক। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলোয় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এই বাদ পড়ার আতঙ্কই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে পরিযায়ী দিনমজুর, রাজমিস্ত্রিদের। বীরভূমের সাঁইথিয়ার জসমির শেখ সোজাসুজি জানালেন, 'সাধারণত ইদের সময় বাড়ি আসি। ট্রেনের টিকিট মেলেনি, সংরক্ষিত কামরায় জরিমানা দিয়েও ফিরতে হয়েছে। যেভাবেই হোক ভোটটা দিতেই হবে।' কেরলের ইটভাটায় কাজ করা প্রদীপ নাগ ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে চোট পেয়েছেন। বলেন, 'বাংলায় কাজ কোথায়? রাজমিস্ত্রির কাজ করলে চেন্নাইয়ে দিনে ১০০০ টাকা মেলে। কিন্তু নাম কাটা গেলে তো পরিচয়ই থাকবে না।' মুম্বইয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করা মালদার পিন্টু মাহালদার তিন মাস ধরে গ্রাম আর আদালতের চক্কর কাটছেন। তাঁর নাম বিচারাধীন ছিল। এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন ১০০০ টাকা রোজগার হারানো পিন্টুর কথায়, 'ভোটার কার্ড না থাকলে বাইরে কেউ কাজে নেবে না।' ভগবানগোলার মিনারুল ইসলামের মতো অনেকেই গত কয়েক মাসে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বারবার বাড়ি ফিরছেন শুধু ভোটার তালিকায় নাম টিকিয়ে রাখার জন্য।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, কেন্দ্র শ্রমিকদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে এবং ভোটার তালিকা থেকে সুকৌশলে নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্যমঞ্চের আসিফ ফারুকের কথায়, 'আঙুলের ডগায় ভোটের কালিটা এখন আর শুধু ভোট দেওয়ার চিহ্ন নয়, ওটা ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ। ওটাই ওদের গা থেকে বাংলাদেশি বা বহিরাগত তকমা মুছে দেয়।' হাজার হাজার টাকা খরচ করে, রুটিরুজির টানে রাজ্য ছাড়লেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাংলার মাটির 'ভোটার' তকমাটুকুই তাঁদের শেষ সম্বল।

আধাসেনার জন্য এক লক্ষ বাইক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রাজ্যের বিধানসভা ভোটকে হিংসা ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখতে চায় না কমিশন। সূত্রের খবর, এবারই প্রথম ভোটের দিনে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাইকে চেপে টহল দিতে দেখা যাবে। তার জন্য দু'দফার ভোটে প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি বাইক ভাড়া নিচ্ছে কমিশন। ভোট সন্ত্রাসে হতাহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাখা হচ্ছে দুটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। ভোটের দিনে গণ্ডগোল এড়াতে ইতিমধ্যেই জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে এমন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশনের দাবি, অন্যান্যবারের তুলনায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেকটাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। ফলে ভোটের দিনে হিংসা ও অশান্তি রুখতে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে বাহিনীকে।

ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে বৈঠক করতে এসে মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে দিয়েছিলেন, হিংসা ও সন্ত্রাসের প্রশ্নে এবার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করতে চায় কমিশন। এরপরই কমিশনের কড়া পদক্ষেপে মনোনয়ন ও প্রচারপর্বে কোনওরকম হয়নি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মনোনয়পর্ব শুরুর আগেই রাজ্যের জেলায় জেলায় মোতায়েন করা হয়েছিল কয়েক লক্ষ আধা সেনা। প্রতিটি ঘটনার নজরদারিতে প্রযুক্তির পাশাপাশি সক্রিয় রাখা হয়েছিল বাহিনীকেও। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, 'গত কয়েক বছরের রেকর্ডের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রাক ভোট পরিস্থিতি অনেকটাই শান্তিপূর্ণ। মৃত্যু তো নয়ই দু'একটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ছাড়া এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এটা নিঃসন্দেহে হিংসামুক্ত ভোটের লক্ষ্যে কমিশনের বড় সাফল্য। তবে আমাদের আসল পরীক্ষা নির্ভর করছে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল এই দু'দিনের ওপর।' সেই কারণেই প্রথম দফার ভোটের আগে কোনও আত্মতুষ্টি রাখতে চায় না কমিশন। প্রথম দফার ভোটে প্রায় ২৪০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে। সেই বাহিনী যাতে দ্রুত শহরের গলিঘুঁজি এলাকাতেও পৌঁছোতে পারে তার জন্য এবারই প্রথম প্রায় ১ লক্ষের মতো বাইক ভাড়া নিচ্ছে কমিশন। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা মতো জেলাগুলিতে ভোটের দিনে এই বাইক বাহিনীকে দেখা যাবে। ভোটের দিনে সন্ত্রাস ও হানাহানি রুখতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় আধাসেনা কর্তারা বৈঠক করে জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছেন। যাতে কোনও ঘটনার মোকাবিলায় বাহিনী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এদিন কমিশনের এক আধিকারিকও বলেন, 'ভোটের দিন বা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে এবার আর কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার না করা নিয়ে কোনও অভিযোগ ওঠার কথা নয়। কারণ, অন্যান্য বারের চেয়ে এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেকটাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।' দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, 'প্রতিটি জেলায় রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কমানড্যান্টরাও উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা মনে করলে রাজ্য পুলিশের অনুমতি ছাড়াই যে কোনও জায়গায় যেতে পারবে এবং পদক্ষেপ করতে পারবে।' তবুও কমিশন এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সকে প্রস্তুত রাখাছে। ইতিমধ্যেই ১৫ শয্যার একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স মালদায় পৌঁছেছে। আধাসেনা কর্তারা আরও একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের দাবি করেছেন। সেই দাবি মেনে গুজরাট থেকে জরুরি ভিত্তিতে উড়িয়ে আনা হচ্ছে আরও একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স।

গুজরাট থেকে আসছে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স

'এরকম করলে আর ঢুকতেই দেব না'

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : ভারতের স্বাধীনতা লাভে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতির আর্জি নিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলা পত্রপাঠ খারিজ করার পাশাপাশি আবেদনকারীকে তীব্র ভর্ৎসনাও করল সুপ্রিম কোর্ট।

আবেদনকারীর আর্জি ছিল, ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত কারণ যে নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ, সেটা যেন দস্তুরমতো স্বীকার করে নেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, এই পিটিশন স্রেফ প্রচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। মামলাকারী পিনাকপাণি মোহান্তির এই ধরনের আবেদন আদালত এর আগেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সোমবার আদালত মোহান্তিকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, 'ফের এমন মামলা করলে আপনার সুপ্রিম কোর্টে ঢোকা পুরোপুরি বন্ধ করে দেব।' এমনকি তাঁর কোনও জনস্বার্থ আবেদন গ্রহণ না করতেও রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নেতাজিকে 'জাতীয় পুত্র' ঘোষণা, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা দিবসকে 'জাতীয় দিবস' করা এবং কটককে 'জাতীয় জাদুঘর' করার দাবি জানিয়েছিলেন আবেদনকারী। পাশাপাশি বীরাঙ্গনা নীরা আর্যকে 'জাতীয় কন্যা'র স্বীকৃতির দাবিও তাঁর আবেদনে ছিল। সেইসঙ্গে ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা নিয়ে প্রকৃত রিপোর্ট প্রকাশের আর্জিও।

নেতাজির বাণী স্বামীজির মুখে বসালেন যোগী

জয়পুর (পুরুলিয়া), ২০ এপ্রিল : ভোট মানেই উত্তেজনা। ভোট মানেই স্নায়ুর চাপ। তাতে অনেক সময় অনেক হাস্যকর ভুল হয়ে যায়। কখনও রবি ঠাকুর হয়ে যান রবিশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্রকে উল্লেখ করা হয় বঙ্কিমদা বলে। এবার বাণী বিভ্রাট ঘটিয়ে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ফেলে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পুরুলিয়ার জয়পুরে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতোর সমর্থনে যোগী দাবি করেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' অথচ মোটামুটি সকলেই জানেন কথাটা স্বামীজির নয়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর।

যোগীর এই ভুল মন্তব্য সামনে আসতেই তাঁকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ মহুয়া মৈত্র একে 'বুলডোজার বুদ্ধি' আখ্যা দিয়ে বলেন, যোগীর উচিত বাংলার মনীষীদের নিয়ে পড়াশোনা করা এবং ভুল তথ্য না ছড়ানো। তিনি যোগীকে ব্যঙ্গ করে উত্তরপ্রদেশে ফিরে গিয়ে 'ফ্যান্টা' পান করার পরামর্শও দেন। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা শান্তিরাম মাহাতো মন্তব্য করেন, বহিরাগত বিজেপি নেতারা বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শশী পাঁজা বলেন, যোগীর মন্তব্য হাস্যকর ও দুর্ভাগ্যজনক।

ময়দানে অভিষেকের বিকল্প বাহিনী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ভোটের ঠিক মুখেই স্ট্র্যাটেজিতে বদল ঘাসফুল শিবিরে। দীর্ঘদিনের পরামর্শদাতা সংস্থা 'আইপ্যাক' আচমকা ছুটিতে যাওয়ায় দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে, তার জন্য তড়িঘড়ি 'বিকল্প বিশেষ বাহিনী' ময়দানে নামাল জোড়াফুল। আইপ্যাকের অনুপস্থিতিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব একটা আমল দিতে না চাইলেও, পর্দার আড়ালে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই তিনি নিজের গড়া একঝাঁক প্রশিক্ষিত যুবককে জেলা স্তরে ভোটের কাজে নামিয়ে দিয়েছেন।

আইপ্যাকের কর্মীরা সংস্থা থেকে নির্দেশ পাওয়ামাত্রই জেলা ছাড়তে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে দেরি করেননি অভিষেক। আইপ্যাকের কায়দাতেই অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট অফিসে

আইপ্যাক অতীত

একটি পেশাদার 'কর্পোরেট' টিম আগে থেকেই তৈরি ছিল। এতদিন তারা আইপ্যাকের সমান্তরালে কাজ করছিল। এখন আইপ্যাক পিছু হটতেই স্পেশাল ফোর্সকে পুরোদমে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হয়েছে। মমতা বলেন, 'ওদের হাজারটা এজেন্সি আছে। আমাদের একটা এজেন্সি আছে (আইপ্যাক)। তাকেও ওরা বলছে বাংলা ছেড়ে চলে যাও! লজ্জা করে না ওদের?'

আইপ্যাকের ছায়ামুক্ত হয়ে তৃণমূলের নিজস্ব এই টিম কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার। দ্বিতীয় দফার লড়াইয়ের আগে জেলা ও রাজ্য স্তরে এই নতুন বাহিনীকে গুছিয়ে নিয়ে পুরোদমে ময়দানে নামানোর পরিকল্পনা চলছে ক্যামাক স্ট্রিট থেকেই। এদিকে ইডির হাজিরা এড়ালেন আইপ্যাক ডিরেক্টর ঋষিরাজ সিংহ।

দ্বিতীয় দফার ভোটে দাগিতে শীর্ষে পদ্ম

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে প্রার্থীদের সম্পত্তির খতিয়ান ও 'কীর্তিকলাপ' ফাঁস হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এর পেশ করা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কোটিপতি প্রার্থীর নিরিখে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও, ফৌজদারি মামলা বা 'দাগি' প্রার্থীর তালিকায় পাল্লা ভারী বিজেপির। আগামী ২৯ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের ১৪২টি কেন্দ্রের এই লড়াইয়ে যেমন রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী, তেমনই রয়েছেন এমন কিছু প্রার্থী যাঁদের বিরুদ্ধে খুন বা ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

বিস্ময়কর তথ্য হল, গত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দু'জনেরই সম্পত্তি কমেছে। ২০২১-এর উপনির্বাচনে মমতার সম্পত্তি ছিল ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা, যা এবার কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজারে। আর, শুভেন্দুর সম্পত্তি ১ কোটি ৫ লক্ষ থেকে কমে হয়েছে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকা। তবে দুই হেভিওয়েটের সম্পত্তি কমলেও প্রার্থীদের তালিকায় ফৌজদারি মামলার বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ সাধারণ মানুষের। দ্বিতীয় দফার ৩৩৮ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং ২৯৫ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে। নারী নির্যাতনে অভিযুক্তদেরও টিকিট দিতে কার্পণ্য করেনি দলগুলো।

■ বিজেপির ৭২ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা

■ তৃণমূলের ৭৩ শতাংশ প্রার্থী কোটিপতি, তালিকায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও

■ ২১-এর নির্বাচনের নিরিখে চলতি বছর সম্পত্তি কমেছে মমতা-শুভেন্দুর

আইএসএফ-এর নওসাদ সিদ্দিকী ও তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ঝুলছে ধর্ষণের মামলা।

দলগত লড়াইয়ে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির ৭২ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা রয়েছে। গুরুতর মামলার ক্ষেত্রেও বিজেপি (৬৫ শতাংশ) টেক্কা দিয়েছে তৃণমূল (৩০ শতাংশ) ও সিপিএমকে (৪২ শতাংশ)। আবার পকেটের জোরে তৃণমূলের ৭৩ শতাংশ প্রার্থীই কোটিপতি। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন রায়দিঘির বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা (১০৪ কোটি), পাণ্ডুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী (৭৬ কোটি) এবং কসবার জাভেদ খান (৩৯ কোটি)। বামেদের হয়ে কোটিপতির তালিকায় ১০ নম্বরে রয়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (২১ কোটি)।

সবচেয়ে বেশি মামলা নিয়ে তালিকার শীর্ষে কলকাতা বন্দরের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং (৯১টি)। এরপরেই রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী (২৯টি) ও আরাবুল ইসলাম (২৭টি)। এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখেও রিপোর্টে বড় ফাঁক নজরে এসেছে; ১৬ জন প্রার্থী যেমন নিরক্ষর, তেমনই প্রার্থীদের বড় অংশই উচ্চশিক্ষার ধারেকাছে যাননি। ৬৩টি কেন্দ্রকে ইতিমধ্যেই 'রেড অ্যালার্ট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার লড়াইয়ে নীতি-আদর্শের চেয়ে বাহুবল আর অর্থবলই যে আসল ফ্যাক্টর, তা এডিআর-এর রিপোর্টেই পরিষ্কার। এখন দেখার, এই 'দাগি' ও 'ধনী'দের ওপর সাধারণ ভোটাররা কতটা ভরসা রাখেন।

র‍্যাশন দুর্নীতিতে ইডি'র কাল তলব নুসরতকে

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে কখনও বেআইনি লেনদেন, কখনও কয়লা, র‍্যাশন, জমি, শিক্ষা সহ একাধিক দুর্নীতিতে ইডির ঝোড়ো ব্যাটিং চলছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতারা। বাদ পড়েননি পুলিশ আধিকারিকরাও। তবে রবিবার বাড়িতে তল্লাশির পরই একপ্রকার উধাও কলকাতা পুলিশের প্রভাবশালী আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। তাঁর দুই পুত্রকে তলবও করেছে ইডি। অথচ শান্তনু হাজিরা দেননি। তল্লাশির সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন কি না, তা নিয়েও পরস্পর বিরোধী দাবিতে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তাঁর ছেলের দাবি, ওই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন এবং তাঁকে জেরাও করা হয়েছে। অথচ ইডি সূত্রে খবর, শান্তনু বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে একই মামলা সূত্রে সোনা পাপ্পু কাণ্ডে ব্যবসায়ী জয় কামদারকে ৮ দিনের হেপাজতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি র‍্যাশনের গম দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছে ইডি। করোনার সময় বাংলাদেশে গম পাচারের অভিযোগে বেশ কিছু ট্রাক সীমান্ত এলাকায় আটক হয়। ওই সময় বসিরহাটের সাংসদ ছিলেন নুসরত। তা নিয়েই অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা।

এদিন জয়কে আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে আদালতে হাজির করানোর পর তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জয় ও সোনা পাপ্পুর মধ্যে দেড় কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা একটি কোম্পানির সঙ্গেও জয়ের অর্থ বিনিময় হয়েছে। যদিও সোনা পাপ্পুর স্ত্রী সমস্ত বিষয় অস্বীকার করেছেন।

হাইকোর্টে এনআইএ

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : যথাসময়ে চার্জশিট দিতে না পারা ও উপযুক্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা কাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে যান ১৫ জন অভিযুক্ত। নিম্ন আদালতের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল এনআইএ। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এনআইএ'র বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে এনআইএ। বেলডাঙা কাণ্ডে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউএপিএ'র ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হবে কি না, তা দেখছেন তদন্তকারীরা। অথচ তদন্ত শেষ হওয়ার আগে অভিযুক্ত ১৫ জনকে জামিন দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এনআইএ উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে অভিযুক্তদের জামিন বাতিল করা হবে। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। একক বেঞ্চের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোমবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কমিশন। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

নালিশ অধীরের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছেন। এই অভিযোগে অধীররঞ্জন নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৭২ নম্বর কেন্দ্র বহরমপুরে পোস্টাল ব্যালটের ভোটদাতাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে, পোস্টাল ব্যালটের ভোটদাতারা যেন ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার কথায়, এধরনের কার্যকলাপ শুধু বেআইনি নয়, সুষ্ঠ নির্বাচনের ভিত্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। যোগ্য ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে কমিশনকে।

খাদে পড়ার পর ভগ্নদশা যাত্রীবাহী বাসের। সোমবার কাশ্মীরের উধমপুরে।

কাশ্মীরে যাত্রীবাহী বাস খাদে, মৃত ২১

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল : যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ায় মৃত্যু হল অন্তত্পক্ষে ২১ জনের। আহতের সংখ্যা ৬০। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরের একটি বাঁকে মোড় ঘুরতে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় ৬০ ফুট নীচে খাদে পড়ে যায় বাসটি। রামনগর থেকে রওনা হয়েছিল বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র পুলিশ, সেনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী একসঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে। হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে গভীর শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, 'উধমপুরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর শুনে আমি ব্যথিত। যাঁরা আপনজনদের হারিয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। গুরুতর আহতদের বিমানে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাপানে সুনামির আশঙ্কা

টোকিও, ২০ এপ্রিল : ফের মাটি কাঁপল জাপানের। কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। সোমবার বিকাল ৪টে ৫৩ মিনিটে প্রবল কম্পন টের পান দেশের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা। এর কিছুক্ষণ পরেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের ইওয়াতে প্রিফেকচারের কুজি বন্দরে ৮০ সেন্টিমিটার উচ্চতার সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা উপকূলীয় এলাকাগুলিতে ৩ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার সুনামির সতর্কতা জারি করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জরুরি টাস্কফোর্স গঠন করে উদ্ধার তৎপরতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমিকম্পের তীব্রতায় কয়েকশো কিলোমিটার দূরে টোকিওর বড় বড় ভবনও কেঁপে ওঠে। উত্তর জাপানে বুলেট ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

ট্রাম্প-মুনির আলোচনায় কাটল না জট

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল : রবিবার ওমান উপসাগরে ইরানি বাণিজ্য জাহাজ তৌস্কার দখল নেয় আমেরিকার নৌবাহিনী। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন মোড় নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, মার্কিন নৌসেনার গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার 'ইউএসএস স্প্রুয়ান্স' ইরানের পতাকাবাহী জাহাজটিকে সতর্ক করার পরেও না থামায় ইঞ্জিনরুমে গোলাবর্ষণ করে সেটিকে কবজা করা হয়েছে। ট্রাম্পের পদক্ষেপকে 'সশস্ত্র জলদস্যুতা' ও 'যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন' বলে তোপ দেগেছে তেহরান। জবাবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানি বাহিনী।

ইরানি জাহাজ দখলের জেরে 'শান্তিভঙ্গ'

ঘটনাপ্রবাহে ইসলামাবাদে আয়োজিত আমেরিকা-ইরান শান্তি বৈঠক কার্যত ভেস্তে যাওয়ার জোগাড়। অবস্থা সামাল দিতে সোমবার তড়িঘড়ি ট্রাম্পকে ফোন করেছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। তবে দু-জনের মধ্যে কী কথা হয়েছে তা প্রকাশ্যে আসেনি। সন্ধ্যাপর্যন্ত শান্তি বৈঠক নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, 'এই মুহূর্তে আলোচনায় বসার কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই। এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' যদিও বৈঠকে যোগ দিতে সোমবার রাতেই ইসলামাবাদে আসার কথা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের।

ট্রাম্পের দাবি, হরমুজে মার্কিন নৌ-অবরোধ অমান্য করে জাহাজটি চিনের দিক থেকে ইরানের বন্দর আব্বাসের দিকে এগোচ্ছিল। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ওদের সতর্কবার্তা দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা শোনেনি। বাধ্য হয়ে আমাদের নৌসেনা জাহাজটির ইঞ্জিনরুমে গোলা ছুড়ে বড় গর্ত করে দেয় এবং সেটিকে নিয়ন্ত্রণে নেয়।' ৯০০ ফুট লম্বা বাণিজ্য জাহাজটি আপাতত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনে রয়েছে। সেটিতে থাকা পণ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইরানের সংবাদ সংস্থা 'তাসনিম' জানিয়েছে, জাহাজ আটকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান। ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের পক্ষ থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইব্রাহিম জোলফাগারি বলেছেন, 'মার্কিন সেনার হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।' তাঁর দাবি, জাহাজের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে।

সামরিক উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় ৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলার ছাড়িয়েছে। মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটও প্রায় ৮৯ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালীর এই অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ফোন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, আমেরিকার এই আগ্রাসন এবং 'কূটনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা' তাঁদের সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি চিনের বিদেশমন্ত্রকও বর্তমান পরিস্থিতিকে 'সংকটজনক' বলে বর্ণনা করেছে।

> **আমরা ওদের সতর্কবার্তা দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা শোনেনি। বাধ্য হয়ে আমাদের নৌসেনা জাহাজটির ইঞ্জিনরুমে গোলা ছুড়ে বড় গর্ত করে দেয় এবং সেটিকে নিয়ন্ত্রণে নেয়।**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

লারক এড়িয়ে চলার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলির জন্য নয়া সতর্কতা কেন্দ্রের। ১৮ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার সময় 'জগ অর্ণব' এবং 'সানমার হেরাল্ড' নামে দুটি ভারতীয় জাহাজে ইরানি সেনার গুলিবর্ষণের পর এই পদক্ষেপ। নৌসেনা জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ যেন লারক দ্বীপের আশপাশ দিয়েও যাতায়াত না করে। খবর, বর্তমানে ১৪টি ভারতীয় জাহাজ পারস্য উপসাগরে আটকে। আরব সাগরে সাতটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, যারা হরমুজ প্রণালী পার হওয়া জাহাজগুলিকে 'এসকর্ট' করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

আর্সেনালের বিরুদ্ধে জয়ের পর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও রায়ান চেরকি (১০)।

হাল ছাড়ছেন না আর্তেতা, সতর্ক গুয়ার্দিওলা

লন্ডন, ২০ এপ্রিল : সেই একই চিত্রনাট্য। প্রতিবছর প্রিমিয়ার লিগে দুরন্ত সূচনা। কিন্তু শেষের দিকে গিয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলা। গত কয়েক মরশুম ধরে এটাই আর্সেনালের পারফরমেন্স।

এবারেও শুরু থেকে দাপুটে পারফরমেন্স মিকেল আর্তেতার ছেলেদের। কিন্তু লিগের শেষ দিকে এসে ফের খেই হারিয়ে ফেলেছে তারা। রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ২-০ গোলে হার। এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচে পরাজয়। নিজেদের খেতাব জয়টা ক্রমশ কঠিন করে ফেলেছে বুকায়ো সাকারা। তবে এই পরিস্থিতিতে হাল ছাড়ছেন না কোচ মিকেল আর্তেতা। তাঁর কথায়, 'আমরা একটা বড় ম্যাচ হেরেছি। তবে এখনও হাতে পাঁচটি ম্যাচ রয়েছে। লিগের আশা এখনও রয়েছে।'

লিগ টেবিলে এখনও শীর্ষে আর্সেনাল। ৩৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৭০ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যান সিটি ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। যদিও তারা আর্সেনালের থেকে এক ম্যাচ কম খেলেছে। পরের ম্যাচ বার্নলের বিরুদ্ধে জিতলে গানার্সকে টপকে লিগ শীর্ষে উঠবে ম্যান সিটি। এই পরিস্থিতিতে নিজের দলকে সতর্ক করেছেন খোদ সিটি কোচ গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'আমাদের খেতাব জয়ের আশা বেড়েছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও মুহূর্তে লিগের গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পারে। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

এবার দেখার ইপিএলের শেষ পর্বে সাপলুডোর খেলায় কে শেষ হাসি হাসে।

শোকজের জবাব দিল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে করা শোকজের উত্তর দিতে নিজেদের লিগ্যাল টিমের সাহায্য নিল ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি। যা এদিনই চলে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। সোমবারই ছিল উত্তর দেওয়ার শেষ দিন। যা খবর, তাতে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে মিগুয়েলের শাস্তি আরও বাড়বে।

এদিকে সোমবার থেকে ওডিশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ খেলতে ২৬ এপ্রিল রওনা দেবেন বিপিন সিংরা। এদিন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে কেভিন সিবিল্লে, আনোয়ার আলিকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

নির্বাচনি কমিটি ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ডিসেম্বরে নির্বাচন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। তার আগেই তিন সদস্যের নির্বচনি কমিটি গঠন করল এআইএফএফ। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুনীল অরোরা। বাকি সদস্যরা হলেন দিল্লির অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি ও গোয়ার অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি ডঃ বিবেক গগৈই ও সিবিআইয়ের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুরিন্দার সিং গুর্ম। তাঁরা সোমবার ফুটবল হাউসে যান। এবং কীভাবে সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সংবিধান কার্যকরী করা হবে সেসবও দেখবেন। তেমনি নতুন গভর্নেন্সের প্রয়োগের কাঠামোও তৈরি করবে এই কমিটি।

জোড়া ভারতীয় দল!
অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : ২০২৫ আইপিএলে ভালো খেলেও ভারতীয় টি২০ দলে জায়গা হয়নি। বিতর্কের আঁচ পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলেও। এবার আর শ্রেয়স আইয়ারকে বাইরে রাখা মুশকিল। খবর, শুধু ডাক নয়, অধিনায়ক হিসেবেই প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে শ্রেয়সের! ভারতীয় বোর্ডের অন্দরমহলে কান পাতলে এমনই খবর ঘুরপাক খাচ্ছে।

নেতৃত্বের পাশাপাশি দাপুটে ব্যাটিং-পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। ছয় ম্যাচ শেষে দলও অপরাজিত। ১১ পয়েন্ট নিয়ে (কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়) লিগ টেবিলের শীর্ষে। এদিকে, খারাপ ফর্মে থাকা সূর্যকুমার যাদবকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে পারেন শ্রেয়স। এমনই কথা ঘুরপাক খাচ্ছে বোর্ডের অন্দরমহলে।

এমনকি সূর্যকে নেতৃত্ব থেকে ছাঁটাই না করেও শ্রেয়সকে অধিনায়ক করার সম্ভাবনাও প্রবল! যার নেপথ্যে বিসিসিআইয়ের একই সময়ে জোড়া টি২০ দল খেলানোর ভাবনা। টানা ক্রিকেটের ধকল, সারা বছর ধরে ব্যস্ত সূচির চাপ কমাতে একাধিক দল নামানোর কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন বোর্ড কর্তারা। ৩০-৩৫ জনের একটি পুল তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। এর থেকে জোড়া দল বাছাই করে একই সময়ে আলাদা আলাদা সিরিজ খেলানোর পরিকল্পনা।

ভারতীয় ক্রিকেটে জোড়া দলের ভাবনা অবশ্য নতুন নয়। অতীতেও একসঙ্গে দুইটি আলাদা আলাদা দল খেলিয়েছে ভারত। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ রয়েছে। যেখানে ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রায় একই সময়ে আবার এশিয়ান গেমস। ফলে জোড়া দল তৈরির ভাবনা, যার একটাতে শ্রেয়সের অধিনায়ক হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। এমনই দাবি বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক। বলার কথা, গতবারও এশিয়ান গেমসে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে ভিন্ন দল পাঠিয়েছিল ভারত এবং চ্যাম্পিয়নও হয়।

৩০-৩৫ জনের পুল বাছাইয়ে প্রাথমিক একটি তালিকাও নাকি প্রায় প্রস্তুত। তালিকায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের তিন যোদ্ধা অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, অনুকূল রায় ও কার্তিক ত্যাগীর নাম গুরুত্ব পাচ্ছে। চলতি আইপিএল শেষে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। রয়েছে ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজও। অপেক্ষাকৃত লো-প্রোফাইল জোড়া সিরিজে নতুন একঝাঁক মুখকে খেলানো হবে। এর ফলে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার মঞ্চও পাবে উঠতি তারকারা। পাশাপাশি ভারতীয় মূল দলের ব্যাকআপও তৈরি হওয়ার সুযোগ পাবে।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ও এশিয়ান গেমস একই সময়ে থাকায়, পৃথক পৃথক দুইটি দল গঠন নিয়ে ভাবা হচ্ছে। ৩০-৩৫ জনের একটা পুল তৈরি করে রাখা লক্ষ্য আমাদের। বিভিন্ন সিরিজে যাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানোও যাবে।'

ভারতীয় বোর্ডের নজরে যখন শ্রেয়স, তখন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়কের নজর সতীর্থ ব্যাটারদের ওপর। শ্রেয়সের উদ্যোগে দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে নিয়মিত ছক্কা মারার প্রতিযোগিতা চলছে। লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'কুপার (কনোলি) ও প্রিয়াংশদের (আর্য) সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম আমরা। বলেছিলাম যে বেশি ছক্কা মারবে তাদের আমার ব্যাট উপহার দেব। দল ভালো খেলছে, সবাই নিজেদের সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর।'

সুফল চলতি লিগ। লখনউ ম্যাচে যেমন প্রিয়াংশ ও কুপার জুটিতে ৮০ বলে ১৮২ রান যোগ করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। শ্রেয়সের কথায়, 'ব্যাটারদের নিজেদের মতো করে খেলার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। দলের মন্ত্র যা। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা, পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তুতিও আছে। অযথা তাই নাক গলানোর পক্ষপাতী নই। নিয়ম করে খেলার আগে আমি কিংবা রিকি পন্টিং কিছু কথা বলি। কিন্তু কাজটা করে দেখাচ্ছে ওরাই।'

জয়ের সঙ্গে আইপিএলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রাখা। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ঋষভ পন্থ।

পন্থকে ছেড়ে গোয়েঙ্কার নজরে কি প্রিয়াংশ!

নিউ চণ্ডীগড়, ২০ এপ্রিল : প্রিয়াংশ ঝড়ে কচুকাটা দল।

পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরে আবারও পিছিয়ে পড়া। যদিও ম্যাচ শেষ হতে না হতেই একফ্রেমে ম্যাচের নায়ক প্রিয়াংশ আর্য ও পরাজিত লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা! নেহাতই সৌজন্য। ম্যাচের সেরা প্লেয়ারকে অভিনন্দন জানানো।

যদিও গোয়েঙ্কার যে সৌজন্যতা নিয়েই সামাজিক মাধ্যমে মিমের ছড়াছড়ি। কেউ কেউ মজা করে প্রশ্ন তুলেছেন - সামনের বছর কি ২৭ কোটি ঋষভ পন্থকে বাতিল করে প্রিয়াংশকে দলে টানতে চাইছেন গোয়েঙ্কা! সেই রাস্তাটাই কি এদিন প্রশস্ত করে রাখলেন! আসলে মাঠে গোয়েঙ্কা মানে খবর। মিম তো রয়েইছে।

> **পাওয়ার প্লে-র পরও ইনিংসকে টেনে নিয়ে গিয়েছি আমি। যা আমার কাছে প্রাপ্তি। আলাদা করে ছক্কা মারার প্র্যাকটিস করি না আমি। চেষ্টা করি মূলত টাইমিংয়ে জোর দিতে। সাপোর্ট স্টাফরা আমাদের সিডিউল ঠিক করে দেন। আমরা তা মেনে চলি, যা আমাকে ফিট রাখতে সাহায্য করে।**
>
> -প্রিয়াংশ আর্য

রবিবার রাতের ম্যাচে পাঞ্জাবের ২৫৪ রানের জবাবে ২০০-তেই আটকে যায় লখনউ। ৩৭ বলে প্রিয়াংশ ৯টি ছক্কার সাহায্যে করেন ৯৩। কুপার কনোলির ৪৬ বলে একইরকম বিস্ফোরক ৮৭ রানের ইনিংস। জোড়া বিস্ফোরণের হাত ধরে আড়াইশো পেরিয়ে ম্যাচ কার্যত পকেটে পুরে নেওয়া। ঋষভ (৪৩), মিচেল মার্শ (৪০), আয়ুষ বাদোনি (৩৫), আইডেন মার্করামরা (৪২) সম্ভাবনা তৈরি করেও যে লক্ষ্যের ধারেকাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ।

পঞ্চম জয়, লখনউ-বধের হাত ধরে ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের মগডালে শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের চেয়ে পরিষ্কার তিন পয়েন্টে এগিয়ে। অপরদিকে ৬ ম্যাচে লখনউ ৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে বাকি আটে ভুলভ্রান্তি দ্রুত শুধরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

ম্যাচের নায়ক প্রিয়াংশ আর্য। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করলেও সবার মন জিতে নেওয়া যুবরাজ সিংয়ের নতুন 'ছাত্র' প্রিয়াংশ বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-র পরও ইনিংসকে টেনে নিয়ে গিয়েছি আমি। যা আমার কাছে প্রাপ্তি। আলাদা করে ছক্কা মারার প্র্যাকটিস করি না আমি। চেষ্টা করি মূলত টাইমিংয়ে জোর দিতে। সাপোর্ট স্টাফরা আমাদের সিডিউল ঠিক করে দেন। আমরা তা মেনে চলি, যা আমাকে ফিট রাখতে সাহায্য করে। কখনও বাড়তি চাপ নিয়ে মাঠে যাই না। চাপমুক্ত হয়ে খেলতে চাই।'

শ্রেয়স প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন কুপার-প্রিয়াংশ জুটিকে। বলেছেন, 'দুর্দান্ত পার্টনারশিপ। চোখধাঁধানো সব শট খেলেছে ওরা। ওদের ব্যাটারদের নিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। দলের বেশিরভাগ বোলারই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে অভিজ্ঞ। পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে ওরা।'

রবিবার ম্যাচ শেষে পাঞ্জাব কিংসের প্রিয়াংশ আর্যের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের ঋষভ পন্থের সঙ্গে আলোচনায় প্রীতি জিন্টা।

অনুষ্কাকে নিয়ে বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজি মহারাজের আশ্রমে বিরাট কোহলি।

আজ চেন্নাইয়ানের সামনে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ওডিশা এফসি ম্যাচে পয়েন্টের খাতা খুলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এবার তাদের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ান এফসি।

দক্ষিণী দলটির বিরুদ্ধে মহমেডানের অতীত রেকর্ড ভালো। এখনও পর্যন্ত চেন্নাইয়ানের কাছে হারেনি রেড রোডের ক্লাবটি। ফলে এই পরিসংখ্যান মহমেডান শিবিরকে খানিকটা আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। তবে, এই মরশুমে বিদেশিহীন দল নিয়ে খেলতে হচ্ছে। পাশাপাশি মহমেডানকে চিন্তায় রাখছে খেলোয়াড়দের ক্লান্তি।

ওডিশা ম্যাচের পরে সেভাবে অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি মহমেডান। ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা ফেরার পর একদিন বিশ্রাম নিয়েছে তারা। তারপর সোমবার কলকাতা থেকে চেন্নাই গিয়েছে। দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তি বড় চ্যালেঞ্জ মহমেডানের। কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু বলেছেন, 'গত দুই-তিনদিন ধরে আমাদের ক্রমাগত ম্যাচ খেলার জন্য ভ্রমণ করতে হচ্ছে। খেলোয়াড়রা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়নি। আমাদের কাছে চেন্নাই ম্যাচটা বেশ কঠিন। ওদের ভালো খেলোয়াড় রয়েছে। তবে আমরা লড়াই করব।'

জুয়েল আহমেদ মজুমদারের চোট রয়েছে। ম্যাচের দিন সকালে তাঁর অবস্থা দেখে খেলানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন মেহরাজ। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরেছেন গৌরব বোরা। অবনমনের ভ্রূকুটি এড়াতে চেন্নাইয়ান ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিতেই হবে মহমেডানকে।

ট্রাভিষেক সুনামির অপেক্ষায় নিজামের শহর

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল : চাপ কাটিয়ে গত ম্যাচেই রানে ফিরেছেন।

প্রভসিমরান সিং, মুকুল চৌধুরী, টিম ডেভিডের ঝোড়ো ইনিংসের মাঝে ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছিলেন। শুক্রবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সমর্থকদের আবদার মিটিয়ে আবারও স্বমহিমায় অভিষেক শর্মা। ২২ বলে ৫৯। যে অক্সিজেন সঙ্গী করে মঙ্গলবার ফের ঘরের মাঠে নামছেন। প্রতিপক্ষ অক্ষর প্যাটেলের দিল্লি ক্যাপিটালস।

পয়েন্টের নিরিখে দুই দল একই বিন্দুতে-তিন জয়ে ছয় পয়েন্ট। তবে দিল্লির চেয়ে একটা বেশি ম্যাচ খেলেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ব্যবধান ঘুচিয়ে আগামীকালও বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর টিম সানরাইজার্স। পাওয়ার প্লে-তে যে রিংটোন সেটের দায়িত্ব ট্রাভিস হেডের সঙ্গে অভিষেকের কাঁধে। গত ম্যাচে চেন্নাই-বধের পর এবার দিল্লির হার্ডল টপকে যেতে মিডল অর্ডারে পোড়খাওয়া হেনরিখ ক্লাসেনের ধারাবাহিকতা ভরসার জায়গা।

অনিকেত ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডির সঙ্গে লিয়াম লিভিংস্টোন-ব্যাটিংয়ে সমস্ত মশালা হাজির। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব ও ব্যাটিং-দ্বৈত ভূমিকায় ঈশান কিষানকে পাশ মার্কস দেওয়া যেতেই পারে। তবে ম্যারাথন লিগে একটা-দুটো ম্যাচে ঝলক দেখালে চলবে না, তা জানেন। গত ম্যাচে গোল্ডেন ডাকের ক্ষতে দ্রুত প্রলেপ দেওয়ার তাগিদ থাকবে ঈশানের।

দিল্লির বোলারদের জন্য নিশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ হায়দরাবাদের পাওয়ার প্যাক ব্যাটিং। দক্ষিণ আফ্রিকার লুঙ্গি এনগিডির সঙ্গে বাংলার মুকেশ কুমারের পেস জুটি অবশ্য প্রায় প্রতি ম্যাচেই আস্থার মর্যাদা রাখছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পেস-তারকা আকিব নবি দারও শেষ দুই ম্যাচে সুযোগ পাওয়া কাজে লাগাচ্ছেন। সঙ্গে কুলদীপ যাদব-অক্ষর প্যাটেল স্পিন যুগলবন্দি। গত ম্যাচে যে বোলিংয়ের সামনে আটকে যায় আরসিবি-র শক্তিশালী ব্যাটিং।

আগামীকাল হায়দরাবাদের হালও কি আরসিবি-র মতোই হবে? উত্তর সময়ের হাতে। খাতায়-কলমে দিল্লি কিছুটা এগিয়ে থাকলে দুটো দলই প্রায় সম মানের। সবমিলিয়ে নিজামের শহর হায়দরাবাদে উত্তেজক ক্রিকেটের হাতছানি।

ট্রাভিষেকের পাশাপাশি চোখ থাকবে হায়দরাবাদের সাড়া ফেলে দেওয়া পেস জুটি প্রফুল হিঙ্গে, সাকিব হুসেইনের দিকে। প্রথম আইপিএল ম্যাচেই দুইজনের পকেটে চার শিকার! এর মধ্যে প্রথম ওভারেই তিন শিকার প্রফুলের। তবে গত চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ অবশ্য বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে প্রফুলকে (৬০/১)। ব্যর্থতা ঢেকে জয় আনেন এশান মালিঙ্গা (২৯/৩), নীতীশ (৩১/২)।

দিল্লির ব্যাটিং গভীরতা এবং শক্তি দুটোই প্রশংসনীয়। অনভিজ্ঞ প্রফুল-সাকিবদের কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলতে মুখিয়ে থাকবেন লোকেশ রাহুল, ট্রিস্টান স্টাবস, পাথুম নিশাঙ্কা। মিডল অর্ডারে ডেভিড মিলার, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে একাধিক ম্যাচ উইনিং ইনিংস উপহার দেওয়া সমীর রিজভি। গত ম্যাচে রান পাননি। আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া থাকবেন।

দুই শিবিরেই বিস্ফোরক মজুত। রসদ জোগাতে হাজির রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের ছোট বাউন্ডারি এবং ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজও। ঘরের দল হায়দরাবাদ নাকি দিল্লি—কারা এর ফায়দা তুলতে পারে সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনের ফাঁকে ক্যামেরাম্যান বনে গেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের সমীর রিজভি। হায়দরাবাদে সোমবার।

ব্যাটে ঝড় তোলার প্রস্তুতিতে ট্রাভিস হেড।

বিমুখ প্রকৃতিকে হারিয়ে পাওয়া জয়ে উচ্ছ্বাস বাগান শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : প্রকৃতি বিমুখ হলেও শেষপর্যন্ত গুয়াহাটি থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে দল। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবির। এই ম্যাচ জিতে মানসিকভাবে উজ্জীবিত হলেও কোচ সের্জিও লোবেরা অবশ্য এখনই চ্যাম্পিয়নশিপের নাম মুখেও আনতে রাজি নন।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও শুরুতে করা রবসন রোবিনহোর গোল ধরে রাখতে পারায় শেষমেশ পুরো পয়েন্ট নিয়ে আসতে সক্ষম মোহনবাগান। এই জয়ের ফলে ২০ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ শীর্ষে লোবেরার দল। তিনি বললেন, 'এই তিন পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি বেশি খুশি এই রকম পরিস্থিতিতেও ছেলেরা যেভাবে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে এল তাতে আমি বেশি খুশি।' তবে তিনি যে এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে কথা বলতে রাজি নন সেটা বোঝা যায় যখন তিনি বলেছেন, 'এখন আমাদের কাছে এফসি গোয়া ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধাপে ধাপে এগোতে হবে। এখনই যদি মরশুম শেষ বলে মনে করি, তাহলে সেটা হবে মস্ত ভুল।' প্রবল বৃষ্টিতে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম প্রায় হাঁটু জলের ডোবায় পরিণত হয়। এই ধরনের মাঠে খেলতে অভ্যস্ত নন বলেই একে একে জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন, রবসনদের তুলে নেন লোবেরা। কারণটা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেন বাগান হেড কোচ, 'এটা একটা স্ট্র্যাটেজি বলতে পারেন। আসলে এই ধরনের আবহাওয়ায় ভারতীয়রা জানে কীভাবে খেলতে হবে। একজন কোচের পক্ষে এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমি খুশি এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরে।' মোহনবাগানের পরের ম্যাচ ৯ মে এফসি গোয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচও ফতোরদায় গিয়ে খেলতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা থাকছেই। কারণ শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে চাঙ্গা এখন সন্দেশ ঝিংগানরাও।

তবে স্বস্তি হল যে ওই ম্যাচের আগেই পুরো ফিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আপুইয়া এবং আলবার্তো রডরিগেজ। দুইজনেই কলকাতায় রিহ্যাব করতে থেকে যান। গুয়াহাটিতে দলের সঙ্গে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। কোচ আশাবাদী, তাঁদের ফিট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। সঙ্গে স্বস্তি দিচ্ছে রবসনের গোল পাওয়াও। তিনি নিজেও বলেছেন, 'দারুণ লাগছে দলের কাজে আসতে পেরে। তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারছি আর সেটা আমার গোলে, এর থেকে ভালো আর কিইবা হতে পারে!' এখন দেখার এই জয়ের ধারাবাহিকতা গোয়াতেও মোহনবাগান ধরে রাখতে পারে কিনা!

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয়ের পর সাজঘরে উচ্ছ্বাস মোহনবাগানের।

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া!

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম জয়ের নানা ব্যাখ্যা সামনে আসছে। তবে সবচেয়ে প্রবলভাবে যে তথ্য সামনে আসছে দলের হারিয়ে যেতে বসা আত্মবিশ্বাস ফিরে আসা। আগামীর লক্ষ্যে আরও সাফল্যের প্রতিজ্ঞা করা।

এমন মানসিকতা আজিঙ্কা রাহানের দলকে কোন পথে নিয়ে যাবে, একমাত্র সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে আজ পুরো দিনটাই

ইডেনে একাকী অনুশীলনে পাথিরানা

কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন টিম হোটেলে বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল পুরো দল। শুধু বিকেলের পর সদ্য দলে যোগ দেওয়া শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ইডেনে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের ফিট শংসাপত্র নিয়ে কলকাতায় হাজির হওয়ার পর পাথিরানা আজ নাইট সংসারেও ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন বলে খবর। কেকেআরের অন্দরের একটি সূত্রের দাবি, আগামী ২৬ এপ্রিল লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে পরের ম্যাচে দলের প্রথম একাদশে

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের পর নতুন মাইলস্টোনে পা রাখার স্মারক নিয়ে রামনদীপ সিং (বাঁয়ে) ও বরুণ চক্রবর্তী।

পাথিরানাকে দেখার সম্ভাবনা প্রবল। তার আগে শুধু পাথিরানার ফিটনেসের পরিস্থিতি যাচাই করে নিতে চাইছেন অভিষেক নায়াররা।

৭ ম্যাচে পয়েন্ট এখন ৩। লিগ টেবিলে নয় নম্বরে কেকেআর। গতরাতে স্বস্তির জয়ের পর আজ যেমন রাহানে-অঙ্গকৃষ রঘুবংশীরা সারাদিন বিশ্রামে ছিলেন, তেমনই মঙ্গলবারও পুরো দলকে ক্রিকেট থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে। বুধবার কেকেআর লখনউ রওনা হবে। তার আগে দলের অন্দরে তো বটেই, কেকেআর সমর্থকদের মধ্যেও চর্চায় সহ অধিনায়ক রিঙ্কু সিং। ব্যাট হাতে চলতি উনিশ নম্বর আইপিএলে একেবারেই রান পাচ্ছিলেন না রিঙ্কু। ৩৪ বলে অপরাজিত ৫৩ রানের ইনিংসের পর 'ফিনিশার' রিঙ্কুর প্রত্যাবর্তন ঘটল, এমনটাই মনে করছে ক্রিকেটমহল। রিঙ্কু নিজে গতরাতে দলকে জেতানোর পর কোচ অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। পরে নাইটদের সমাজমাধ্যমে রিঙ্কু স্বীকার করেছেন, দলকে জেতানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র জাদেজার

সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মাথিশা পাথিরানা। ছবি : কেকেআর

বলে নান্দ্রে বার্জার রিঙ্কুর সহজ ক্যাচ না ফেলে দিলে হয়তো ম্যাচের ফল ভিন্ন হতেই পারত। রিঙ্কু নিজেও সেটা জানেন। সতীর্থ অনুকূল রায়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে রিঙ্কু বলেছেন, 'অনেক সময় নিজের মতো করে খেলতে না পারলে আমার মধ্যে আচমকা চালানোর প্রবণতা তৈরি হয়। গতরাতে সেটাই হয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে বার্জার ক্যাচটা মিস করে। আসলে সেই সময় বাউন্ডারি মারতে গিয়েই সমস্যাটা হয়েছিল।'

রাজস্থান ম্যাচে জয় দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা খেলার পর রিঙ্কুর কান্নাতেই স্পষ্ট। কলকাতায় দলের খেলা দেখতে হাজির না হলেও দলের কর্ণধার শাহরুখ খান তাঁর নাইটদের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন বলে খবর। বাজিগরের সেই শুভেচ্ছা পুরো দলকে আরও চাঙ্গা করেছে। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই দলের সহ অধিনায়ক রিঙ্কু বলেছেন, 'এই জয়ের পর এখন আমাদের ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তিগতভাবে আমি যেমন নীচের দিকে ব্যাট করতে পারি। তেমনই পারি উপরের দিকেও ব্যাট করতে। দলের স্বার্থে সব চ্যালেঞ্জ নিতে আমি তৈরি।' অধিনায়ক রাহানের গলায়ও তাঁর ডেপুটির জন্য প্রশংসা শোনা গিয়েছে। পাশাপাশি কেকেআর অধিনায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন, বরাতজোরে জোর বাঁচা বেঁচেছেন তাঁরা।

রাজস্থান দখলের পর নাইটদের বাকি আইপিএল অভিযান কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার।

অশ্বীন ক্ষুব্ধ অধিনায়ক রিয়ানের মানসিকতায়

চেন্নাই, ২০ এপ্রিল : জয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল। জেতা উচিতও ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর সমর্থকদের তো বটেই, প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ হেরে যেতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৈভব। তাঁকে সান্ত্বনা দেন নাইটদের দক্ষ কামরা।

অশ্বীনও কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগকে। অধিনায়ক হিসেবে মাঠে রিয়ানের মানসিকতা দেখে বিরক্ত অশ্বীন। রবীন্দ্র জাদেজার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের এক ওভার না করানো, সঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা - রিয়ানের নেতৃত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'জাড্ডুর মতো বিশ্বমানের অভিজ্ঞ স্পিনার রয়েছে রিয়ানের দলে। অথচ, ওকে তিন ওভার করানোর পর আর বলই দিল না রিয়ান। হতে পারে কেকেআরের দুইজন বাঁহাতি ব্যাটার উইকেটে ছিল। কিন্তু তারপরও জাদেজার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর ভরসা করা উচিত ছিল।'

অশ্বীন নিজে ছিলেন অফস্পিনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে আইপিএল আঙিনাতেও বহু ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছেন তিনি। এহেন অশ্বীন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ানের ক্রিকেটীয় মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলছেন, 'একজন অফস্পিনার হিসেবে কিছু ক্রিকেট আমিও বুঝি। রিঙ্কুর ক্যাচ হাতছাড়ার পর বিপক্ষের দুজন বাঁহাতির উপর একজন অফস্পিনার যতটা চাপ তৈরি করতে পারত, বাঁহাতি স্পিনার হয়তো সেটা পারত না। কিন্তু তারপরও বলছি, জাড্ডুর উপর ভরসা করা উচিত ছিল। আর সেটা না পারলে রবি বিষ্ণোইকে দিয়ে কেন বল করানো হল না সেই সময়।'

কেকেআর ম্যাচের মাঝে খোশমেজাজে টুপিতে বিরাট কোহলির অটোগ্রাফ দেখাচ্ছিলেন বৈভব সূর্যবংশী।

রোহিতহীন মুম্বইয়ে নায়ক তিলক, অশ্বনী

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৯৯/৫
গুজরাট টাইটান্স-১০০
(১৫.৫ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ২০ এপ্রিল : শুরুতেই চমক। চমক শেষেও।

টানা পঞ্চম হার ঠেকানোর লক্ষ্যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সোমবার নেমেছিল অভিজ্ঞ রোহিত শর্মাকে ছাড়াই। যদিও গতকাল অনুশীলন করেছিলেন রোহিত। কোচ মহেলা জয়বর্ধনে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, রোহিত ফিট, এদিন তাঁকে মাঠে দেখা যাবে। সেই অঙ্ক না মিললেও গুজরাট টাইটান্সকে ৯৯ রানে হারিয়ে মুম্বইয়ের জয়ের সরণিতে ফিরতে সমস্যা হয়নি। যার নেপথ্যে তিলক ভার্মা (৪৫ বলে অপরাজিত ১০১) ও উনিশতম আইপিএলে এদিনই প্রথম সুযোগ পাওয়া বাঁহাতি পেসার অশ্বনী কুমার (২৪/৪)।

মুম্বইয়ের হয়ে অভিষেকটা মনের মতো হল না দানিশ মালেওয়ারের (২)। দ্বিতীয় ওভারেই তিনি এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন কাগিসো রাবাদার বলে। পরের ওভারেই রাবাদা তুলে নেন দেশোয়ালি ভাই কুইন্টন ডি ককে (১৩)। রাবাদার ১৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগের শর্ট বলে হুক করতে গিয়ে টপ এজে বোলারের হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ডি কক। ফের এক ওভার পরে উইকেট পান রাবাদা (৩৩/৩)। এবার তিনি মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে দেন সূর্যকুমার যাদবের (১৫)। পাওয়ার প্লে-তে উইকেট না পেলেও আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিং অডারকে হাত খুলতে দেননি মহম্মদ সিরাজ (২৫/১)। ৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে পাওয়ার প্লে-তে মাত্র ১৫ রান দেন তিনি।

তিলকের সঙ্গে মুম্বইকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন নমন ধীর (৩২ বলে ৪৫)। পরে অধিনায়ক হার্দিক

উইকেটের খরা কাটালেন বুমরাহ

পান্ডিয়াকে (১৫) সঙ্গে নিয়ে স্কোর বোর্ডে ৮১ রান (৩৮ বলে) জোড়েন তিলক। ১৮তম ওভারে অশোক শর্মার (৩৮/০) থেকে তিনি ২৬ রান নেন। মারেন ২টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কা। প্রসিধ কৃষ্ণার শেষ ওভারে ২২ রান তোলে মুম্বই। তার মধ্যে ২১ রানই এসেছে তিলকের ব্যাট থেকে। যার হাত ধরে মুম্বই থামে ১৯৯/৫ স্কোরে।

রান আটকালেও এবারের আইপিএলে প্রথম ৫ ম্যাচে একটিও উইকেট পাননি জসপ্রীত বুমরাহ। ছন্দে ফেরাতে বুমরাহকে শুরুতে বল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সোমবার সেটা করতেই প্রথম বলে বি সাই সুদর্শনের (০) উইকেট পেয়ে যান বুমরাহ (১৫/১)। পরের ওভারে জস বাটলারকে (৫) ফেরান হার্দিক। শুভমান গিলকে (১৪) নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর (২৬)। যদিও মিচেল স্যান্টনারের বলে নমনের দুরন্ত ক্যাচে সুন্দরকে ফিরতে হয়। এরপর গুজরাটের ব্যাটারদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেননি অশ্বনী। সঙ্গে দুই স্পিনার স্যান্টনার (১৬/২) ও আল্লা মহম্মদ গজনফরও (১৭/২) মানানসই হয়ে ওঠায় গুজরাট ১৫.৫ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। যা এবারের প্রতিযোগিতায় কোনও দলের সর্বনিম্ন স্কোর।

আইপিএলে প্রথম শতরান করে উচ্ছ্বাস তিলক ভার্মার (বাঁয়ে)। ৪ উইকেট নিয়ে অশ্বনী কুমার।

আইপিএল পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	হার	খেলা হয়নি	পয়েন্ট	নেট রান রেট
পাঞ্জাব কিংস	৬	৫	০	১	১১	১.৪২০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৬	৪	২	০	৮	১.১৭১
রাজস্থান রয়্যালস	৬	৪	২	০	৮	০.৫৯৯
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৬	৩	৩	০	৬	০.৫৬৬
দিল্লি ক্যাপিটালস	৫	৩	২	০	৬	০.৩১০
গুজরাট টাইটান্স	৬	৩	৩	০	৬	-০.৮২১
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৬	২	৪	০	৪	০.০৬৭
চেন্নাই সুপার কিংস	৬	২	৪	০	৪	-০.৭৮০
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৬	২	৪	০	৪	-১.১৭৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৭	১	৫	১	৩	-০.৮৭৯

**গুজরাট টাইটান্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের পর।*

শতরান করে বাবর আজম।

৭৮৩ দিন পর শতরান বাবরের

করাচি, ২০ এপ্রিল : ৭৮৩ দিন পর টি২০ ক্রিকেটে শতরান পেলেন বাবর আজম। ৫২ বলে তাঁর অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংসের সুবাদে রবিবার পাকিস্তান সুপার লিগে পেশোয়ার জালমি ৩ উইকেটে ২৫৫ রান তোলে। জবাবে কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্স অল আউট হয় ১৩৭ রানে। বাবরের ৫২ বলের ইনিংসে ছিল মাত্র একটা ডট বল। যা টি২০ ক্রিকেটে ন্যূনতম ৫০ বলের ইনিংসে সর্বনিম্ন ডট বল। এই শতরানের সুবাদে বাবর ৩৩৮ ইনিংসে টি২০ ক্রিকেটে ১২ হাজার রান সম্পূর্ণ করলেন। যা এই ফরম্যাটে দ্রুততম। এক্ষেত্রে তিনি পেছনে ফেলে দিয়েছেন ক্রিস গেইল (৩৪৪ ইনিংস) ও বিরাট কোহলিকে (৩৬০ ইনিংস)।

তমলুক খেলাঘর-জর্জ টেলিগ্রাফ গাঁটছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যে কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব গাঁটছড়া বাঁধল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক খেলাঘর ক্লাবের সঙ্গে।

সোমবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন দুই ক্লাবের কর্তারা। প্রাথমিকভাবে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আসন্ন কলকাতা লিগে জর্জ টেলিগ্রাফ খেলবে তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের নামে। দলের প্রি-সিজনও হবে তমলুকে।

খেলাঘর ক্লাবের নিজস্ব ফুটবল অ্যাকাডেমি, মাঠ সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো রয়েছে। তাদের সঙ্গে চুক্তি করার পর ওই পরিকাঠামো ব্যবহার করবে জর্জ টেলিগ্রাফ। ভবিষ্যতে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দল গড়তে চলেছে কলকাতার ক্লাবটি। কলকাতা লিগে জর্জের হয়ে খেলা ঘর ক্লাবের প্রতিভাবান ফুটবলারদের খেলতে দেখা যাবে। আপাতত প্রাক্তন ফুটবলার সুমন দত্তকে টিডি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে জর্জ। কলকাতা লিগে পুরো দলের আর্থিক দায়ভার বহন করবে খেলা ঘর ক্লাব।

এদিন জর্জ টেলিগ্রাফের সচিব তথা আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'দুটো ক্লাব একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।' অনুষ্ঠানে জর্জের যুগ্ম সচিব তথা আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, প্রাক্তন ফুটবলার সুমন দত্ত সহ খেলা ঘর ক্লাবের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জয় পেল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : কন্যাশ্রী কাপের ম্যাচে ইউনাইটেড কলকাতাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের প্রথমার্ধের ফলাফল ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে আশালতা দেবী ও অষ্টম ওরাওঁ গোল করেন।

স্ট্রাইক রেট নিয়ে চিন্তা নেই ক্লাসেনের

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল : শনিবার আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৫৯ রানের ইনিংস খেলে কমলা টুপির দখল নেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেনরিচ ক্লাসেন। তারপরও স্ট্রাইক রেট কম থাকায় সমালোচিত হচ্ছে তাঁর ব্যাটিং। ক্লাসেন নিজে অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাতেই চাইছেন না।

বর্তমান সময় টি২০ ক্রিকেটে ব্যাটারদের মূল্যায়নের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে উঠেছে স্ট্রাইক রেট। যাঁর ব্যাটে যত দ্রুত রান উঠবে, তিনি তত খ্যাতি পাবেন। এটাই যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই বিষয়ে ক্লাসেনের সোজাসাপটা মন্তব্য, 'স্ট্রাইক রেট নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।' চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ক্লাসেনের ৩৯ বলের ওই ইনিংসই হায়দরাবাদের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। ম্যাচ শেষে নিজের ব্যাটিং নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার বলেছেন, 'আমার স্ট্রাইক রেট নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তবে আমি শুধুমাত্র দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করেছি। সবসময়ই আমার লক্ষ্য থাকে দলকে ভালো জায়গায় রাখা।'

দলের প্রয়োজনে নিজের খেলার ধরন বদলানোর কথাও শোনা গেল ক্লাসেনের মুখে। বলেছেন, 'অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। তখন দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয়। যেভাবে খুশি খেললে হয় না। পরিণত ব্যাটিংয়ের প্রয়োজন পড়ে তখন।'

> **স্ট্রাইক রেট নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার স্ট্রাইক রেট নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তবে আমি শুধুমাত্র দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করেছি। সবসময়ই আমার লক্ষ্য থাকে দলকে ভালো জায়গায় রাখা।**
> **-হেনরিচ ক্লাসেন**

ক্লাসেনের বক্তব্য, এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন স্ট্রাইক রেটের থেকেও মাটি আঁকড়ে উইকেটে টিকে থাকাই জরুরি হয়ে পড়ে।

রশিদকে প্রস্তাব নাগরিকত্বের

আহমেদাবাদ, ২০ এপ্রিল : সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আফগানিস্তানের ক্রিকেটার রশিদ খানের আত্মজীবনী 'ফ্রম স্ট্রিটস টু স্টারডম'। তাতেই রশিদ দাবি করেছেন, ভারত সহ দুইটি দেশের নাগরিকত্বের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে আইপিএল খেলার সময় তাঁর কাছে ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল।

আত্মজীবনীতে রশিদ আরও লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে নাগরিকত্বের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। দুই ক্ষেত্রেই আমার উত্তর একই ছিল। বলেছিলাম, যদি আমার দেশের হয়ে না খেলি, তাহলে অন্য কোনও দেশের হয়েও খেলব না।'

হাসপাতালে আফগান তারকা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : প্রাক্তন আফগান পেসার শাপুর জাদরান হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টিওসিস নামক বিরল প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। আফগান তারকা রশিদ খান ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মীরওয়াইশ আশরাফের উদ্যোগে তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে ভারতে। বর্তমানে তিনি নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা নীরাজ কুমার যাদব - কে 21.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 76702 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে জীবনের সবকিছুই সামলানো যায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের জন্য অর্থ উপার্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই এই বাধা দূর হয়ে যাবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল ডিএভি, ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সিএবি-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ৯ দলীয় আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে সোমবার ডিএভি ৬৯ রানে হারিয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুল

ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ সিং (ওপরে) ও শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায়।

(ডিপিএস) ফুলবাড়িকে। টসে জিতে ডিএভি ২৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৪ রান করে। অপূর্ব সিংহ ৬৩ ও ম্যাচের সেরা শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায় ৫০ রান রেখে এসেছে। বিরাজ সিনহা ২৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ডিপিএস ফুলবাড়ি ২৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৫ রানে আটকে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৬ রান সায়ন সাহার। আনন্দ ঝা ১০ ও দীপ্তাংশু ১২ রানে ২ উইকেট নেয়।

ডিপিএস শিলিগুড়ি ৭ উইকেটে জিতেছে ডন বসকো স্কুলের বিরুদ্ধে। টসে জিতে ডন বসকো ১৮.৩ ওভারে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ১৭ রান কনিষ্ক বনসলের। স্বর্ণাভ সাহা ১৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে। দিব্যাংশ সিং ২৫ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে ডিপিএস শিলিগুড়ি ১৩.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ অপরাজিত থাকে ৪২ রানে। মঙ্গলবার খেলবে মোদি পাবলিক স্কুল-জার্মেলস অ্যাকাডেমি ও ডন বসকো-বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দেবরাজ দাস (বাঁয়ে) ও অভিযোগ ছেত্রী।

জয়ী ভিএনসি, ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশকুমার তরফদার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সোমবার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল কোচিং সেন্টার ১-০ গোলে হারিয়েছে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে। একমাত্র গোলটি ম্যাচের সেরা অভিযোগ ছেত্রীর। ভিনসি মর্নিং সকার ৪-২ গোলে বুড়াগঞ্জ তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জিতেছে। ম্যাচের সেরা দেবরাজ দাস ছাড়াও ভিএনসি-র হয়ে গোল পেয়েছে রেহান নাগ, রেইহান বিশ্বকর্মা ও পলাশ রায়। তরাই স্পোর্টসের হয়ে তুষান ওরাওঁয়ের জোড়া গোল রয়েছে। মঙ্গলবার খেলবে তরাই মর্নিং ফুটবল ক্যাম্প-রায় ফুটবল কোচিং সেন্টার ও পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি-বিবাদী ফুটবল কোচিং সেন্টার।